দৃষ্টি পড়ল হাসিনার উপর। সে শৈলবালা প্রফুল্ল হাসির কল্লোলে মৃত্‌প্রকৃতির সান্ধ্য-সৌন্দর্য্যকে সজীব সজাগ করছিল। কুকুরটা তার সঙ্গে ক্রীড়ারত। সে বিচিত্র প্রকৃতি-সৃষ্টির মূল-একতা ঘোষণা করিতেছিল—পাহাড়, জল, মানুষ, পশু, তরুশিরে বসিয়া যাহারা কাকলী করিতেছিল—বুলবুল, কস্তুরা।

বাঃ! অতি সুন্দর।

বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে সমরু মিঞার সাধ্য কি হাসিনার প্রেমে না পড়ে। কিন্তু ওদিকে কাস্‌গরের চীনা হাকিমের পুত্র ফ্যাংচো পূর্ব্বাবধিই আত্ম-বিক্রয় করেছিল হাসিনার হাস্যে ও লাস্যে। দু'বছর সমরু ও ফ্যাংচোর মধ্যে প্রতিযোগিতার কলহ চল্‌ল। সে সোজা ঝগড়া নয়। সে প্রসঙ্গে মধ্য-এসিয়ার অনেক স্থলের বর্ণনা আছে। সেহ্‌ সহরের রাজপথে লাদাকীদের পোলো খেলার সমাচার আছে আর আছে মাঝে মাঝে উভয় প্রেমিক কর্ত্তৃক পাহাড়ের আড়াল থেকে গুলি ছোঁড়া।

সত্যই তার গল্প উপভোগ্য, সুখপাঠ্য। তার পর যে ঘটনা এলো, সম্পাদক-কুল তাতেই বোধ হয় ভীত হয়েছিল। এইখানেই তার ব্যাপকতার সৃষ্টি।

খুলনা জেলার কাদাখোঁচা গ্রামের ফণী সেন দিল্লীর এক কলেজের অধ্যাপক। ফণীর মধ্যে অধ্যবসায় আছে, জিদ্‌ আছে। তাই বন্ধুরা তাকে বলে বাঙ্গাল। সে বলে মধ্য-বাঙলার অধিবাসী বাঙাল নয়। বন্ধুরা বলে, শিয়ালদহে রেল চড়ে যে দেশে যায় সেই বাঙাল।

—বাঃ বেশ রসিকতা হ'য়েছে তো।

—হ্যাঁ। গ্রীষ্মাবকাশে ফণী কাশ্মীর গিয়েছিল। সে গন্ধর্ব্বপল্লীর পথে ক্ষীরভবানী দেবীর পীঠস্থান দেখতে যাচ্ছিল। সঙ্গে তার ছিল দুই বন্ধু। গন্ধর্ব্বপল্লী বা গাণ্ডারবলে সিন্ধু-নদীর উপর এক নূতন পোল আছে। ফণী সেতু পার হয়েই দেখ্‌লে নদী-সৈকতে এক কুকুর; তার গলা জড়িয়ে ধরে বসে আছে শৈল-কুসুম হাসিনা। সিন্ধু-নদের তীরে এক বজরার সম্মুখে দু'টী হাঁজি যুবতী উদুখলে ধান কুট্‌ছিল। হাসিনা তাদের পাশে ঘাসের ওপর ব'সে তর্জ্জনী ও বুড়া আঙ্গুলের চাপে কাগজী আখ্‌রোট ভাঙ্গছিল। বন্ধু দু'জন কাঠের মুগুর-বিক্ষোভ-প্রকোপ দেখে ধানভানা যুবতীদের প্রতি আকৃষ্ট হ'ল। কিন্তু বেচারা প্রফেসার ফণী সেন হাসিনার দেখ্‌মার রূপের ঝলকে আত্ম-বিক্রয় কর্‌লে। একটা উইলো গাছের নীচে ব'সে দুটা চর্ব্বিত-চর্ব্বণরত ইয়াকের অন্তরালে সমরু নিজে খাচ্ছিল কাশ্মীরি নাক্, আর আপেল-গণ্ড যুবতীর বাদাম-চর্ব্বণরত কুন্দ দন্তের আব্‌ছা সৌন্দর্য্য উপভোগ করছিল।

দূরে একটা চেনারগাছের আড়ালথেকেফাং চোর ইয়ারকান্দী দূত লক্ষ্য করছিল সমরুকে। কারণ তার ওপর ছিল কড়া হুকুম যেন এ-যাত্রা সমরু খান্ কাশ্মীরের উপত্যকা ছেড়ে হিন্দু-কুশ গিরিবর্ত্মে প্রবিষ্ট হ'তে না পারে।

প্রফেসার ফণী ইংরাজী, ফরাসী, স্কন্দনাভ, এমন কি জার্ম্মাণ সাদারম্যানের সমস্ত প্রেমের নভেল—অবশ্য ইংরাজী ভাষায়—পাঠ ক'রে প্রণয়-বৈচিত্র্যের সকল রহস্য আয়ত্ত ক'রেছিল। প্রাচীন

কাশ্মীরি কোক-শাস্ত্রের হিন্দি অনুবাদও তার কাছে অনাদৃত ছিল না। মোটের উপর সে বুঝেছিল রমণীরত্ন, পৃথিবীর মত, বীরভোগ্যা। সে একেবারে হাসিনার পাশে গিয়ে একটা আখরোট গাছের রলার উপর উপবিষ্ট হ'ল। দিল্লীতে সে শিখেছিল উর্দ্দু। দুই এক কথার পর সে গালেবের চোখা চোখা কবিতা-বাণ বর্ষণ কর্লে নির্বিবাদি হাসিনার উপর। সে অবুঝের হাসি হেসে ব'ল্লে—তুম কিয়া বুলী বোলা - বাঙ্‌লা!

হাঃ অদৃষ্ট! প্রফেসার নূতন ভাবে ব্যূহ রচনা কর্লে।

—কলকাতা যায়েগা? আচ্ছা সহর! কাবিলে দীদ্। আলি-আলসান্ ইমারত।

স্নেহে।

অবশ্য স্নেহে যে কি তা' ফণী বোঝে না। কিন্তু ছাড়বার পাত্র সে নয়। বল্লে—মোটর গাড়ি। হাওয়া গাড়ি! ভস্ ভস্ হুঃ!

নানা রকম হাত-পা খেলিয়ে সে বাক্যকে প্রাণ দিলে।

যুবতী বল্লে—দেখা। ছির্-নগার! কল্‌কাতা গায়্। রেল—কুঃ?

—আলবৎ। শ্রীনগরসে জাম্মু হাওয়া-গাড়ি। পীছে রেল কুঃ! ঘট্-ঘট্ ঘট্-ঘট্ শিয়াল-কোট লাহোর অমৃতসর দিল্লী—

হাসিনার রক্তাভ হেম অঙ্গে প্রীতির লক্ষণ স্পষ্ট ফুটে উঠলো।

—ভার-ইয়া-শমিন?

—ভার-ইয়া-শমিন?

এবার সে চম্পক অঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

—ওঃ পাহাড় ইয়ে জমিন? জ্যাদ৽ জমিন—প্রেন—সিধা—লম্বা। হরিণ চিড়িয়া—কোকিল কুহু! কুহু! কুহু!

এই সংবাদ আর ফনীর মুখের কোকিল-কাকলী হ'ল ফ্যাঙ্‌চো-শমরু কোম্পানীর প্রেম-সমাধির কফিনের পেরেক। তার পর বজরার হাজি ও রৌপ্য মুদ্রার সাহায্যে এক পক্ষের মধ্যে প্রফেসার হাসিনাকে নিয়ে জাম্মুতে উপস্থিত হ'ল। সঙ্গে অবশ্য এল দিন্নু। সে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে ফণীর হাত থেকে আধ টিন বিস্কুট খেয়ে দৃঢ় সৌহার্দ্দ-বন্ধনে বাঁধা পড়েছিল বাঙ্গালী অধ্যাপকের কাছে। শ্রীনগর-জাম্মুর পথ নির্জ্জন—কেহ সন্দেহ করলে না। সেখানে এক ডোগড়া. ব্রাহ্মণের বিধবা ভগ্নীর সাহায্যে হাসিনা বেনারসী-দুকুল শোভিতা অবগুণ্ঠনবতী হিন্দুস্থানী রমণীতে পরিণতা হ'ল।

বেচারা সম্পাদকের দল! এ গল্প প্রকাশিত হ'লে তাদের পত্রিকার কি দশা হ'ত একবার ভেবে নিলাম।

তাকে বল্লাম—উপসংহার?

সে বল্লে—প্রথমে প্রফেসারের আত্মীয়-স্বজন হাসিনাকে ঘরে নিতে দ্বিধা কল্লে। ফণী বোঝালে—বিলাত থেকে মেম বিয়ে করে আনলে যখন তারা বাঙ্গালীর কুলবধূ হতে পারে, ইয়ারকন্দের মহিলা আমাদের সংসারে তো আরও অবলীলাক্রমে প্রবেশ কর্ত্তে পারে। যেহেতু ইয়ারকন্দ এসিয়া ভূখণ্ডে।

অগত্যা সেন-বধূরা বরণডালা মাথায় নিয়ে বারাণসী কাপড়ে গাছ-কোমর বেঁধে হাসিনাকে ফণী-পত্নীরূপে গ্রহণ কল্লে।

আর শৈল-সুতা হাসিনা—বাঙালীর মনোরম বিবাহ-রীতিতে মুগ্ধ হইয়া অমল হাসির বিপুল স্রোতে আপনি ভাসিল, আর

পুষ্প-পল্লব-শোভিত-বিবাহ-বাসর হাসির রোলের প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল।

—তা তো হ'ল। কিন্তু সেই দু' বেটার কি হ'ল? শমরু আর মাঙ্কু না ফাঙ্কু।

শমরু আর ফ্যাংচো! তারা পরস্পরের উপর সন্দেহ করে ভীষণ সমর-প্রবৃত্ত হ'ল। কিন্তু কেহ কাকেও ধরা দেয় না—উভয়ে উভয়ের রক্তের লালসায় মধ্য-এসিয়ার সহরে সহরে ঘুরতে লাগল। শেষে যখন প্রকাশ পেলে যে, হাসিনার নিরুদ্দেশের কারণ উভয়েরই অজ্ঞাত—তখন তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলে। শমরু হ'ল বোখারার মস্‌জিদের মোল্লা—ফ্যাংচো হ'ল কাশগরের বৌদ্ধ-মন্দিরের লামা।

কিন্তু বেচারা দিলু খুলনার গুমোট গরমে দেহত্যাগ করিল। লোম-কোমল গলা ধরিয়া পবিত্র অশ্রুজলে সিক্ত করিল বহরমপুরী রেশমী দুকুলপ্রান্ত হাসিনা, এখন মলিনা দেবী।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একটা কথা কিন্তু বুঝলাম যে, বন্ধু আমার স্ত্রী-জাতির মনো-বিজ্ঞানের, সনাতন-তত্ত্ব অতি রোমান্টিক গল্পের মারফত প্রচার কর্ত্তে চেয়েছে—বলবানে চাহিলে সে দুর্ব্বলকে বরণ করে, আর পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরলে সে সমতল ভূমি চায়।

পাশের ঘর থেকে নূতন দিয়াশলাই নিয়ে ফিরে এসে দেখলাম—তার রেশমী চাদর আছে আমার চেয়ারের উপরে, কিন্তু পরেশ নাই। বোগাস্!

তিন

তিন দিন পরে পরেশের আবার সাক্ষাৎ পেলাম—ঢাকুরের লেকের ধারে। সে কপালে হাত দিয়ে সরোবরে জলের লহর দেখছিল। বুঝলাম, আপাততঃ সে প্রকৃতি-চাওয়া ভাবুক। বোধ হয় কাব্য লিখবে।

আমি বল্লাম—কি হে? একটা সিগারেট খাও।

—না।

—গল্প রচনা কি হ'ল?

—বোগাস্।

এই হ'ল সে, আসল মানুষ। একেবারে নিস্পৃহ অনাসক্ত। সোমবারে যদি সে হয় কবি, মঙ্গলবারে সে জিউ-জিৎসুর শিক্ষানবীশ। দশটার সময় সে যদি হয় ভীষণ সিগারেট-সেবী, এগারটার সময় সে ধূমপান-নিবারিণী সভার প্রচারক।

এবার সে নিজেই নিস্তব্ধতা ভাঙলে। বল্লে—মুরারিবাবুর কাছে বড় বোগাস্ প্রতিপন্ন হওয়া গেছে।

—কেন?

—সেদিন তিনি ক্ষন্তকে দেখতে গিয়েছিলেন আমাদের বাসায়। এখন দেখছি আমাদের সংবাদগুলা সব ভুল হ'য়ে গেছে। ঠিকঠিক বলেছি, ভেবেছিলাম অত কথা কি আর তিনি মনে করে রাখতে পারবেন। কিন্তু—এখন দেখছি গোত্রটা কি রকম করে মিলে

গেছে, বাকী সব ভুল। এ দেশে মৌলিকতার আদর নাই। প্রত্যুৎপন্নমতি অভিসম্পাত।

—সর্ব্বনাশ!

সে বল্লে—আর তুমিও মহা বোগাস্। কি ব'লে বল্লে যে ফন্তু লম্বা?"

—আরে আমি কি ছাই তোমার বোনকে আজ অবধি দেখেছি। কি সব গ্লাসগো ফ্লাসগো বল্লে, আমি ভাবলাম একটু উঁচু মেয়ে হ'লে তবে তাদের পছন্দ হবে। আর উঁচু নীচু কি জান—রেলেটিভ কথা।

—বাবা একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। বলেন বি-এস্‌সি পাশ ক'রে আমি নাকি একটা হনুমান হয়েছি।

—গুরুজন! নমস্কার! কিন্তু এ সত্য আবিষ্কার কর্ত্তে তাঁর এত কেন বিলম্ব হ'ল তা বুঝতে পারলাম না। স্নেহ অন্ধ!

আমি শেষে বল্লাম—ভাগ্যিস্ বললে। আমি আজই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে যাব ভাবছিলাম।

—না, তোমার কোন ভয় নাই।

—ভরসাই বা হয় কেমন ক'রে? আর কিছু না। আমাদের নির্ব্বোধ ওপর-চালাকীতে তোমার ভগিনীর বিবাহ-সম্বন্ধটা ভেঙ্গে গেল, এটা বড় মনে লাগে।

এবার তার চক্ষের সেই অলস ভাবটা কেটে গেল; অবসাদ তিরোহিত হ'ল।

সে বল্লে—ব্রাদার, ঐটে ভুল। বিয়েটা এক রকম পাকা-পাকি হয়ে গেছে ঐ ভুলের জন্যে।

—বল কি?—আমি বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। একটি ভদ্র-লোকের মেয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন—থতমত খেয়ে একটু সরে

গেলেন। অপাঙ্গে আমাদের যুগলমূর্ত্তি দেখলেন, কি ভাবলেন সবিশেষ অন্তর্যামী জানেন বটে—তবে আমরাও তাঁর মনোভাব অনুমান কর্ত্তে অক্ষম হ'লাম না।

পরেশ বল্লে—ঐতো মজা! পৃথিবীটা খাপছাড়া লোকে পূর্ণ। আমাদের বোকামী মুরারিবাবুর বড় ভাল লেগেছে। বোধ হয় বিশ্বাস—ফুল্লও ঐ রকম হবে—তাহলে ছেলেকে কু-বুদ্ধি দিয়ে পৃথক কর্ত্তে পার্ব্বে না। বিবাহ একরকম ঠিক্! গ্লাসগো একবার ভগিনীকে দেখবে মাত্র।

ব্যাঙের ছাতা থেকে হেলির ধূমকেতুর ভ্রমণ-মার্গ অবধি অনেক বোগাস্ ব্যাপার জানবার চেষ্টা করেছে মানুষ। এবং সৃষ্টির প্রাক্কাল থেকে অনেক রহস্যও ভেদ করেছে ব'লে আমার বিশ্বাস। কিন্তু আজ অবধি কেহ কার্য্য-কারণের সম্বন্ধের আইন কর্ত্তে পারেনি আমাদের মন-যন্ত্রের। পরেশের সঙ্গে যার শোণিত-সম্পর্ক আছে এমন নর-নারীর বাসস্থান তো বয়কট করা উচিত প্রজাপতির, যদি তার চক্‌চকে রঙীন ডানার অন্তরালে বিবেক-বুদ্ধি থাকে। কিন্তু ঠিক ঐ সম্পর্ক হয়েছিল বালিকা ফুল্লরাণীর পক্ষে, দুশো চোদ্দটি বালিকার মধ্যে, বিবাহোপযোগী বিশেষ গুণ।

আমি বল্লাম,—তবে এত বিমর্ষ কেন? পিতা তো তোমাকে অধিক স্নেহ করবেন এখন যেহেতু তোমার পাগলামি—অর্থাৎ—

সে আমাকে অপাঙ্গে দেখে চলে গেল। ডাকলাম ফিরলো না।

সবুজ তৃণের মাঝে সগৌরবে পড়েছিল একখানি লাল পুস্তক—শত-কর্ম্ম।

শত-কর্ম্মের রহস্য বুঝলাম, যখন চারদিন পরে সে এসে আমার ক্ষমা-ভিক্ষা করলে। পিতার ভর্ৎসনায় সে নিজেকে অপদার্থ ভেবে এখন স্বাধীন হবার জন্য বিশেষ চিন্তাকুল হ'য়েছিল।

—আর কথাটাও সত্য। কি জান ভাই, ভবে এসে—

অ্যাঁ—"ভবে এসে" শুনে বিস্ময়ে, আনন্দে, ভয়ে নির্ভয়ে এমন একটা চিৎকার করে উঠলাম যে, আমার চাকর বুধুয়া শশব্যস্ত হয়ে ঘরে হাজির হ'ল। তাকে সিগারেট আন্‌তে বলে—দুই বন্ধুতে খুব হাসলাম। শেষে ভবে আসার ফিলজফি সে ব্যাখ্যা করলে। ভগবান সকল পাপ ক্ষমা করেন কিন্তু "ভবে এসে" লোকে যদি অলস হয়—সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কি কর্ম্ম তার দ্বারা সম্ভব, তা নির্ণয় কর্ব্বার জন্য পরেশ টেলিফোন ডিরেক্টারির প্রথম অধ্যায়ে ক্লাশিফায়েড লিষ্ট দেখে একটা ব্যবসা নির্ব্বাচন কর্ত্তে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের কোনোটাই তার মনে লাগেনি। শেষে শত-কর্ম্ম কিনে সে বাঁশ বনে ডোম কানা হ'য়ে ঢাকুড়ে সরসীর লীলায়িত তরঙ্গ-হিল্লোলে পড়ন্ত রৌদ্র-কিরণের সপ্তবর্ণরেখা পর্য্যবেক্ষণ কচ্ছিল।

আমি বল্লাম—ব্যবসার অভাব কি? বাঙ্গালী চিরদিন চণ্ডীদাসের ভক্ত। তাই এখন ভদ্র-সন্তানেরা সেই প্রাচীন কবির শ্বশুর-কুলের ব্যবসাটা আয়ত্ত করেছে। তুমিও একটা ডাইং ক্লিনিঙের ভাটী খুলে দাও।

—বোগাস্।

মাথার তেল—না। গোঁপ পাকাবার মলম—হবে না। চুম্বন-স্থির ঠোঁটের আলতা, জুতার ফিতা, জওহারলাল আমসত্ত্ব, সুবাস আমলকীর চাটনী প্রভৃতি নানাপ্রকার বাণিজ্য-কথা আলোচনা করা গেল, কিন্তু কোনোটিই তার মনঃপুত হ'ল না। গান্ধী-জপ-মালা লিমিটেড মারফত হরিনামের মালা সরবরাহ করবার প্রস্তাব প্রায় তার চিত্তহরণ করেছিল, কিন্তু শেষ অবধি দেখা গেল যে তাতে লাভ হবে না। ইত্যবসরে আমাদের ক্ষুধার উদ্রেক হ'ল। পূর্ব্ব-দিনের গোটা দুই আপেল ছিল। তাদের গায়ে ইঁদুরের দাঁতের দাগ।

পরেশ আমার কাঁধে খুব জোরে এক থাবড়া মেরে বল্লে—হয়েছে। প্রেরণা এসেছে। বার কর্ত্তে হ'বে ইঁদুর মারা ঔষধ।

শেষে ঠিক্ হ'ল মুষিক-মুষল লিমিটেড খুলে সে ইঁদুর-মারা বিষে দেশ জর্জ্জরিত কর্ব্বে। ইঁদুর সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য সে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি অভিমুখে গমন কর্ল্লে। সে যেন শরতের মেঘ—ক্ষণিক বর্ষণের পর গলে যায়।

চার

এবার যেদিন সে এলো, সেদিন আর পরেশের মুখে মুষিক-মুষল লিমিটেডের কথা নাই। মিলন-নিশিতেই তার মানস-পুত্রদের বিচ্ছেদ-নিশি আসত। তার প্রথম প্রশ্নে মনে হ'ল আপাততঃ মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় সে ব্যাপৃত! হয়তো সে মনে মনে মতলব আঁটছিল আমার একখানা জীবন-চরিত লিখবার।

—তুমি কখনও প্রেমে পড়েছ?—গুরুগম্ভীর আকস্মিক প্রশ্ন—নূতন টায়ার ফাটার যেমন শব্দ।

—ও পদার্থে আর কেমন ক'রে পড়ব? ছেলে বেলায় বাবা টিকে দিয়েছেন। প্রেম-বসন্ত কায়দা কর্ত্তে পারেনি।

—অর্থাৎ।—সেই গুরুগম্ভীর স্বর! এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি—মাথার চুল এলোমেলো।

—অর্থাৎ ছেলেবেলায় বিবাহ হয়েছে, তারপর বরষার [illegible]র মত ঝরছে ভাগ্যাকাশ থেকে নিরাশা—টুপ, টুপ টুপ।

—হুঁ!

তার পরেই নীরবতা। নিস্তব্ধতা পীড়াদায়ক হ'ল। বল্লাম—পরেশ, তোমার বন্ধুপ্রীতি নাই? প্রাণে করুণা নাই? মনে রস নাই? রসনায় বাক্য নাই? বাক্য বে ব্রহ্ম।

সুবিধা হ'ল না। তুষ্ণীভূত। জমাটী নিস্তব্ধতা!

—ছিঃ পরেশ। আমি তোমার বাল্যবন্ধু। তুমি যদি হও শ্রীকৃষ্ণ, আমি তোমার শ্রীদাম। তুমি যদি হও জগাই, আমি তোমার মাধাই—

—উঃ!—একটা দীর্ঘশ্বাস! তবু ভাল। বরফ গল্‌ছে। এইবার বান ডাকবে। মনে মনে ভেঁজে নিলাম—নারদ-কীর্ত্তন-পুলকিত মাধব।

আমি বল্লাম—তুমি পরেশ গাঙ্গুলী, আর আমি প্রকাশ গুপ্ত—তুমিও সংক্ষেপে পি, জি, আমিও তাই।

—তা' বটে।

—তবে? আমার হৃদয়ের কবাট মুক্ত। তুমি ঢুকে পড়। এ লাল ইণ্ডিয়ানের উইগওয়াম, বেদুইনের তাঁবু, ঋত্বিকের আশ্রম—শান্তির বয়া, বীরযোদ্ধার ট্রেঞ্চ—বন্ধুর হৃদয়।

—কি আর বল্‌ব। আমি মরেছি।

ইঃ আল্লা! বম্‌ ভোলানাথ্‌!

—আমার প্রাণের ভাই পরেশ। তবে কি শমরু-ফাংচো কোম্পানীর দশা তোমার হয়েছে? ফণী সেনের মত অধ্যবসায় দেখাও। বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা! লাগে!

—দেখ ভাই প্রকাশ! তুমি আর আমি অভিন্ন-হৃদয়।

—আহা! নিতাই-গৌর। হরি-হর। জগাই-মাধব!

—তোমার কিছু অজানা নাই। জগতকে ভাবতাম বোগাস্‌। তখন কি জানতাম সৃষ্টি এত মধুর। গল্পে ছেঁদো কথা লিখেছিলাম—সুন্দরের উপর। কিন্তু এখন দেখছি—জ্যোৎস্না আহাঃ।

আহাঃ! আমি পাখাটা দুপ্যাঁচ বাড়িয়ে দিলাম। আবেগ-নির্ঝরিণী তেমনি কুলু কুলু স্বরে বইতে লাগলো!

উৎসাহ দিয়ে বল্লাম—সত্য কথা! উষার লাল আলো যেমন নিজেকে ছড়িয়ে দেয়—জলে, স্থলে, ফলে ফুলে—সে নিজের মৃদু আলিঙ্গনে যেমন সবাইকে রাঙিয়ে তোলো—প্রেমও তেমনি। সে স্ব-প্রকাশ—সে—সে—

—তা তো হ'ল, কিন্তু সে নিষ্ঠুর। সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু যার জন্যে তার সৃষ্টি তাকে তো এনে দেয় না হাতের মাঝে। সে অনুভূতি। কিন্তু যার জন্য প্রাণ-জ্বালানো অনুভূতি, সে তো কই মুঠোর ভেতর আসে না।

যখনই কোনো হেঁয়ালী বোঝবার আবশ্যক হয় আমি বস্তুতন্ত্রের সাহায্যে তাকে বুঝে ফেলি। মাঝে মাঝে বীজ-গণিতের সংখ্যা দিয়েও তাকে কায়দা করি। এ-ক্ষেত্রে মনে মনে ঠিক করলাম—প্রেম যদি হয় ক—যার জন্য সে জন্মায় অর্থাৎ তার পোষ্য বাবা—খ। ক যদি হয় অনুভূতি, তা হ'লে খ কি? উহুঁ! 'আচ্ছা ক যদি হয় প্রাণ-জ্বালানো অনুভূতি—ধর কপাল-পোড়ানো ইচ্ছা—ধর তীব্র বাসনা—তাহ'লে কার পোষ্যপুত্র সে? জলের মত বুঝলাম—টাকা।

"টাকা।"

সে অর্থহীন নেত্রে আমার দিকে চাহিল। বুঝলাম অঙ্কের উত্তরটা হয়েছে ভুল। আমার পক্ষে যদি হয়—টাকা, তার পক্ষে কি হবে? হ্যাঁ ঠিক কথা! ভালবাসার পাত্রী।

আমি বল্লাম—কে সে ভালবাসার পাত্রী?

—সে অনেক কথা।

—ব'লে ফেল সংক্ষেপে। অল্পোক্তিই রসের জননী।

জলদ-গম্ভীর স্বরে সে বল্লে—মুরারিবাবুর কন্যা চাঁপার কলি।

আমি হতভম্ব হলাম। এ আবার কি নূতন ব্যাধি। ঘণ্টা খানেক মেহনত করে, অনেক বড় বড় কথার টোপ ফেলে তবে তার নিকট হতে সত্য সংগ্রহ কর্ল্লাম। গ্লাস্‌গো বি-এসসি গিরিজা সম্মত হ'য়েছে পরেশের ভগ্নী মনোরমাকে বিবাহ করতে। পরেশ তাদের বাড়ী দু'দিন গিয়েছিল। শুনেছিল গিরিজার একটি ভগ্নী আছে, কিন্তু সে বোগাস্ সংবাদে তার কোনো লাভালাভ ছিল না। কাল সন্ধ্যায় সময় সে যখন গিরিজার সঙ্গে চা-পান কচ্ছিল হঠাৎ ঘরে এলো এক কিশোরী—কালো মেঘে যেমন বিজলী জ্বলে—নিরাশার মাঝে যেমন মক্কেল আসে। গিরিজা পরিচয় করে দিলে। চাঁপার কলি—কোনো কথা বল্লে না, নধর অধরে চাঁদের মত হেসে অপাঙ্গে তাকিয়ে দশটি চাঁপার কলির মত অঙ্গুলি একত্র ক'রে তাকে নমস্কার ক'রে চলে গেল। তার আঙুল দেখেই বাপ-মা নাম দিয়েছিল চাঁপার কলি, কি তার বর্ণ দেখে, সে সমস্যা সারা রাত পরেশচন্দ্রকে নিদ্রাহীন রেখেছে।

বাল্যাবধি তাকে আমি জানি। তার মনের মান-চিত্র আমার নখদর্পণে ছিল। তার চিন্তার পথঘাটগুলা আমার সবিশেষ জানা ছিল। তার মনোরথ কোথায় গিয়ে মোড় ফিরবে আমি দিব্যচক্ষে তা দেখতে পাচ্ছিলাম। তার প্রেমের ঝোঁকটা মেরে কেটে আট-

পাঁচ

না! লক্ষণটা যেন সপ্তাহ-জ্বরের। ভেঙ্গুর কাল উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল—উপশমের চিহ্ন নাই, বিরাম তো পরের কথা। এখন আর পরেশের কাছে কোনো পদার্থ বোগাস্ নয়। জীবনের যেন একটা অর্থ আছে—সৃষ্টির মূলে যেন স্পষ্ট দেদীপ্যমান একটা প্রকাণ্ড অনিন্দ্য-সুন্দর উদ্দেশ্য। সে খোলাখুলি আমাকে বল্লে—প্রাণটা নগদা মুটের মোট নয় যে ঠিকানায় ফেলে দিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। পথ-চলার প্রত্যেক ধাপ মনোহর, প্রত্যেক ধাপের জ্যোতিঃ আছে।

তার পিতার নিকট প্রসঙ্গ তুলে দেখেছি—সুবিধা নয়।

—আজ্ঞে, মেয়ের বিয়ে হ'বে, এবার পরেশের বিয়ে দিলে একটি মেয়ে যাবে একটি মেয়ে আসবে।

—পরেশের আবার বিয়ে।

কেন তা জিজ্ঞাসা কর্ব্বার ভরসা হল না। কারণ প্রত্যুত্তরের অপ্রিয় কথাগুলা মুখর হয়ে আমার কানের কাছে ভোঁ ভোঁ করছিল।

—মুরারিবাবু বেশ লোক—খাসা লোক।

—হ্যাঁ। ভারি রসিক লোক।

—আর ছেলেপুলে নেই। একটি বুঝি মেয়ে আছে।

—শুনেছি।

—কুটুম কর্ত্তে হয় তো ঐ-রকম। আমার জ্যেঠামশাই বল্‌তেন্‌—আদান-প্রদানে কুটুম্বিতা বাড়ে।

—তাই নাকি? আমার ঠাকুর্দ্দা কিন্তু বলতেন এক ঘরে দুই কুটুম করলে অমঙ্গল হয়।

ব্যস্‌! আর পাথরের প্রাচীরে মাথা ঠুকে কোনো ফল নাই।

উট্‌রাম ঘাটে চা-পান কর্ত্তে নিমন্ত্রণ কর্ল্লাম গিরিজাকে। তাকে নানা কথার পর বল্লাম—আপনার ভগিনীর বিবাহের কিছু ঠিক্‌ হ'ল নাকি?

ভারি আনন্দ বোধ হ'তে লাগলো পরেশের লজ্জাবনত মুখ দেখে। দুর্ব্বৃত্ত দুর্দ্দান্ত দুর্দ্দমনীয় পরেশ—চিরদিন যার কাছে জলস্থল মরুব্যোম সব বোগাস্‌—নিরর্থক আজ প্রেমের দেবতা এ কি কল্লেন?

গিরিজা হেসে বল্লে—বোনের বিয়ে হওয়া শক্ত। বাবার আদুরে মেয়ে চাঁপার কলি। বাবা জানেন ছেলে-মেয়ের সমান অধিকার বিবাহের ব্যাপারে। তিনি নিজে পছন্দ ক'রে শেষে পাত্র-পাত্রীকে আমাদের সাম্‌নে ধরবেন। আমাদের মত না হ'লে বিবাহ হ'বে না।

—আপনি কটি পাত্রী দেখেছেন?

সে হেসে বল্লে—মাত্র একটি। মিস্‌ মনোরমা গাঙ্গুলী। বাবা আমাদের মতামত ঠিক জানেন, তাই—

—হুঁ! বাকী ২১৩টি আপনার সামনে ধরেন নি।

আমিও অপ্রস্তুত হ'লাম, গিরিজাও হ'ল। বল্লে—সেটা কি জানেন—

পরেশ বল্লে—থাক্। গুরুজনদের কার্য্যের সমালোচনা ক'রে এমন সন্ধ্যাটা মাটি কর্ব্বার আবশ্যক নাই। আহা কি গৌরবে সূর্য্য ডুবেছে।

সত্যই গৌরবের কথা। কেবল সূর্য্যের পক্ষে নয়, দর্শকেরও পক্ষে।

অনেক ভনিতা করে অনেক অবান্তর প্রসঙ্গের বাক্যজাল এড়িয়ে চাঁপার কলির কথায় এলাম।

সে বল্লে—চাঁপার কলি বড় রোমান্টিক। গৌরীশঙ্কর পাহাড়ে চড়ে, কিম্বা জ্বলন্ত আগুন খায়, নিদেন পক্ষে চলন্ত রেল গাড়ীর নীচ থেকে পঙ্গুকে উদ্ধার করে, এমন লোক না পেলে সে বিয়ে কর্‌বে না।

সে খুব খানিকটা হেঁসে বল্লে—অথচ সার্কাসের খেলোয়াড় বিয়ে কর্ব্বেনা। কুলশীল চাই, বিদ্যা চাই, তার ওপর পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়া চাই।

আমরা সবাই হাঁসলাম। এবার পরেশও হাসলে।

আমি বল্লাম—কোনো বি, এস-সি যদি ঐ আরানকোলা জাহাজের উপর থেকে জলে লাফ্ মেরে তার ভাইয়ের সিগারেটের পাইপ উদ্ধার করে?

—ওঃ, নিশ্চয়।

ভদ্রতার হিসাবে কথা পাল্টে নিলাম। কস্তুরাণী যে একেবারে অন্য ধরণের, পরেশ তা বোঝালে।

সে বল্লে—শেয়াল দেখলে কন্ত ভয় পায় অথচ খাঁচার বাঘ সিংহ তার প্রিয়।

আমি বল্লাম—মিঃ চাটার্জ্জি, অর্থটা বুঝলেন? বুনো শেয়াল হ'লে আপনার চলবে না। খাঁচার বাঘ হবার চেষ্টা করুন। দিনের বেলা ঘাপটি মেরে চোক্ পিট্ পিট্ কর্ত্তে হ'বে, আর যত তর্জ্জন-গর্জ্জন রাত্রে।

সে বল্লে—তা মিঃ গুপ্ত, যদি খাঁচাতেই ঢুকতে হয় খ্যাকশেয়ালী হওয়ার চেয়ে বাঘ হওয়াই ভাল।

তিন প্যাকেট সিগারেট আর তার আনুসঙ্গিক চা, আইসক্রীম, বিস্কুট প্রভৃতি ধ্বংস ক'রে প্রসন্নচিত্তে আমরা নিজ নিজ গন্তব্য-পথে চলে গেলাম। মনে মনে বুঝলাম যে, পরেশ ও চাঁপার কলির মিলন হবে রাজযোটক। শেষে উভয়কেই বাস কর্ত্তে হবে রাঁচি! তা হ'ক, স্থানটা স্বাস্থ্যকর অথচ সুদৃশ্য।

পরদিন প্রভাতে বন্ধু এসে দেখা দিল।

প্রথম প্রশ্ন—গৌরীশঙ্কর অভিযান আবার একটা না কি হবে?

উত্তর—সুবিধা নয়। বড় ঠাণ্ডা। আবার বরফের চাঙ্ড়া খসে পড়ে।

—দেখ, আমি পাহেলগামের ভিতর দিয়ে কোলাহাই তুষার ক্ষেত্রে গিয়েছিলাম। সেটা গিরিজাকে না শোনান কি তোমার পক্ষে বন্ধুর কাজ হয়েছে?

অপরাধ স্বীকার কল্লাম। ভবিষ্যতে তাকে যথা-বিধি এ সমাচার জানাতে প্রতিশ্রুত হ'লাম।

—আমি সাঁতার জানি। সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে আজ ভর্ত্তি হব।

—গিরিজাকে জানাব।

—আমি ঘোড়ায় চড়ি। কাদাখোঁচা চকাচকি মারি। একবার একটা ভোঁদড় মেরেছিলাম। বাঘ পেলেও মারতে পারি।

—ভাল। এবার চৈত্র-সংক্রান্তিতে গাজনের সন্ন্যাসী হও। কাঁটা-ঝাঁপ, বঁটি-ঝাঁপ, বাণ-ফোঁড়া এই সব কর—ছবি নেওয়া যাক। সে ছবি দেখ্‌লে চাঁপার কলি কেন গোলাপের কাঁটাও ভড়্‌কে যাবে।

—বোগাস্‌।

এবার পরামর্শ হ'তে লাগলো। একটা মরা বাঘের বুকের উপর দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে টেনে তার মুখ ফাঁক ক'রে ধরলে কি হয়? ছুটো বাধা। এক তো মরা বাঘ পাওয়া যাবে না, আর দ্বিতীয়তঃ সালসার বিজ্ঞাপনে দেখা দিয়ে ও রকম চিত্র তার রোমান্স হারিয়েছে।

ছয়

বীরেন্দ্র সাধুখাঁ ভাব্‌ত সে একজন সহীদ—অপরে সহীদ হয় মরণের প্রসাদে, বীরেন্দ্র সহীদ হয়েছিল জীবনের কদাকার দৈর্ঘ্যে—নিজের জীবনের দৈর্ঘ্যে নয়, তার দীর্ঘজীবী মাতুলানীর জীবনের। সে মাত্র লক্ষকতক টাকা পেয়েছিল পুণ্য-শ্লোক পিতার মৃত্যুর পর। সে আজ তিন বছরের কথা। কিন্তু বীরেন্দ্র আর অপর লাখ-কতক টাকার মধ্যে ব্যবধান ছিল চীনের প্রাচীরের মত—তার বৃদ্ধা মাতুলানী। বছর দুই মাতুলানী ছিলেন একরকম সংজ্ঞাহীন স্থবির। তার পূর্ব্বে অবশ্য যথা-নিয়মে তাঁর মস্তিষ্কে আশ্রয় নিয়েছিল ভীমরথী। কিন্তু, মান্ধাতার আমলের হিন্দু আইনের এমনই মোচ্‌কোফের যে, তাঁর প্রাণ থাক্‌তে বীরেন্দ্র মাতুলের অতুল ঐশ্বর্য্যের এক কপর্দ্দকও স্পর্শ করবার অধিকারী ছিল না। এক আত্মীয় ছিলেন সেই সম্পত্তির পরিদর্শক। কু-লোকে বলে প্রতি মাস তার ধন-ভাণ্ডারকে মোটামুটি কিছু দান করত—বীরেন্দ্রের মাতুলের বিষয়-সম্পত্তি। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল তাঁতে আর বীরেন্দ্রে দড়ি টানাটানি—দড়ি অবশ্য বৃদ্ধার জীবন।

কিন্তু শ্মশান-চাওয়া হলেও বীরেন্দ্র সরল আর বন্ধুবৎসল। একশ্রেণীর লোক আছে তারা ধাপে ধাপে যেমন উপরে ওঠে, তেমনি নীচের সোপানগুলা ভেঙ্গে ফেলে। ঊর্দ্ধনেত্র—পরিত্যক্ত নিম্ন-ভূমি তাদের অপ্রিয়। বীরেন্দ্র মোটেই ধাপ-ভাঙ্গা বা ছাদ-

মুখো ছিল না। স্কুলে প্রতি ধাপ সে উঠতো পরীক্ষার সময় আমাদের ব'লে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর দিয়ে। দু'বার অঙ্কের খাতা আমি আর পরেশ লিখে দিয়েছিলাম। ধর্ম্মে-মতি-না-থাকা লোক হ'লে সে আমাদের ঘৃণা করত—জীবনের অট্টালিকা থেকে উপরে ওঠা ধাপের মত আমাদের ভেঙ্গে ফেল্ত। কিন্তু লাখের পর লাখ টাকা আসার সঙ্গে তার প্রাণে বন্ধু-প্রীতির জোয়ার আস্ছিল। মামীমাতার ৺গঙ্গালাভের পর আমরা যে বন্ধু-প্রীতির বন্যায় ভেসে যাব—সে দুর্ভাবনায় মাঝে মাঝে প্রাণে আতঙ্ক হ'ত।

বীরেন্দ্রের স্বর্গীয় পিতা ঠাকুরের মর্ত্ত্যে অধিষ্ঠানকালে সাধ ছিল পুত্রকে পাশ-করা দেখ্বেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-দালানে কড়া পাহারার দুর্ব্বিপাকে আমরা তার সাগর-লঙ্ঘনের বিশেষ কিছু ব্যবস্থা কর্ত্তে পারিনি। তবু পিতার বিনোদনার্থ বীরেন্দ্র ইংরাজী বুক্‌নী-সিঞ্চিত বাঙলা বলা অভ্যাস করেছিল। তার পিতার তেলের কলে সবাই অবাক্ হ'য়ে কর্ত্তাবাবুর পুত্রের মেধার প্রশংসা কর্ত্ত।

প্রথম উচ্ছ্বাসের পর বীরেন্দ্র বল্লে—একটা ডেন্‌জার হয়েছে। একটা চাকর সিলিঙ থেকে ডাউন-ফল্ হ'য়েছিল, পা ভেঙ্গে গেছে। অ্যামবুলেশন ডেকে হাঁসপাতাল পাঠাতে হ'ল।

আমরা সহানুভূতি প্রকাশ কল্লাম। সে বল্লে—গুড ফরচুন যে মরেনি; তাহ'লে আবার করনেশন কোর্টে হাঙ্গামা হ'ত।

মামীমাতার কুশল সম্বন্ধে ব'ল্লে—মামীমার সেই 'কমা'র অবস্থা।

পরেশ বল্লে—হ্যাঁ এখন ফুলষ্টপ হ'লেই মঙ্গল।

পরেশের প্রেমে পাওয়ার সংবাদে সে উল্লসিত হ'ল। না হ'বে কেন? সে পরেশকে বলত ডোণ্ট-কেয়ার পরেশ। টাকা আনা পাইয়ের নিরাময়তার উপর যার স্নেহ-দৃষ্টি নিরন্তর, সে পরেশের মত নির্লিপ্ত ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি যোগীর প্রতি অনুরক্ত না হ'য়ে থাকতে পারে না। হ্যানিমানের নীতি রোগে অভ্রান্ত, কিন্তু প্রেমে তার সার্থকতা নাই।

বীরেন্দ্র বল্লে—"ভারি গুড খবর। সাম্পিসাস্ কাজটা মর্ণিং মর্ণিং হওয়াই ভাল।"

কিন্তু অস্পিসাস্—বীরেন্দ্রের ভাষায় স[illegible]সাস্ ব্যাপার সংঘটিত হয় কিরূপে। একদিকে পরেশের পিতা[illegible] কাজকর্ম্ম না করলে তার বিবাহ দেবেন না, ওদিকে চাঁপা[illegible]কলি তাকে বিবাহ কর্ব্বে না যতদিন না সে তপ্তশলাকা দিয়ে [illegible]ত খোঁটে, কেউটে সাপ দিয়ে কান চুলকায়। তিন বন্ধুতে [illegible]ক জল্পনা-কল্পনা ক'রে ঠিক হ'ল কাজের কথা। বীরেন্দ্রের ফ[illegible]-মার্কা সর্ষপ তৈলের বিক্রী মলয়দেশে অত্যধিক। তার বহুদিনের সাধ সে সিঙ্গাপুরে একটা শাখা প্রতিষ্ঠা করে। সে সাধ পরেশ পূরণ কর্ত্তে সম্মত হ'ল। শিঙ্গাপুরের দি বেঙ্গল সর্ষপসার কোং লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টার হ'বে মিঃ পিঃ, গাঙ্গুলী বি, এস্ সি। রাত্রি এগারটা অবধি ব'সে তিনজনে প্রসপেক্টস্ বিজ্ঞাপন প্রভৃতি মুসাবিদা কর্লাম। অবশ্য মাঝে ঘণ্টাখানেক চীনা হোটেলে কচ্ছপের সুরুয়া, কাউ খাউ, চাউ চাউ প্রভৃতি ভোজন হ'য়েছিল।

বীরেন্দ্র বল্লে—যদিও তুমি ম্যানেজমেণ্ট ডিরেক্সান হবে, কাজ চালিয়ে নেবে আমার সেখানকার এজেণ্ট হাজি সুলতান্ আমেদ। সে আমার বাবার টাইমের লোক, ভারি ডাউন-রাইট।

জীবনের এটা সনাতন পদ্ধতি। কেউ ভূত ধরে, কেউ হানাবাড়ি ছেড়ে পলায়। কিন্তু এই দো-টানায় জগত বড় বেশী এগোতে পারেনি। আমরা স্থির কর্ল্লাম, এই দুমুখো স্রোতকে এক খাদে বহাতে পার্লে বিজয়লক্ষ্মী মালা-চন্দন নিয়ে মিঃ পি, গাঙ্গুলীর একটা হেস্তনেস্ত না ক'রে থাকতে পারবেন না। বিরহ হ'ল প্রেমের ছাগলাদ্য ঘৃত, মকরধ্বজ। সিঙ্গাপুর গেলে পরেশের প্রেম সবল ও পুষ্ট হ'বে, আর আমরা এখানে প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকব। সে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গের বুকের ভিতর থেকে একটা মাল্লাকে বাঁচাবে—ভারত মহাসাগরে তিনটে চীনে বোম্বেটের খাঁদা নাক কেটে বোম্বেটে জাহাজ ডুবিয়ে দেবে। এতে চাঁপার কলি কেন সমগ্র ফুলবাগান তার প্রতি আকৃষ্ট হ'বে।

দি বেঙ্গল সর্ষপসার কোং লিমিটেড জন্মলাভ করায় চারিদিকে একটা সাড়া পড়ে গেল। মুরারি বাবু পরেশকে অভিনন্দন কর্ল্লেন। গিরিজা গুন গুন সুরে গাহিল—দেশ-দেশান্তে যাওরে আনতে নব নব জ্ঞান। পরেশের জননী দিন দুই অনশনে কাটিয়ে কেবল সমুদ্র, জাহাজ, মলয় জাতি, কলুর ঘানি, বাছা সরিষার খাঁটি তৈল ইত্যাদি সকল বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ কর্ত্তে লাগলেন। এবং নবার্জ্জিত প্রত্যেক জ্ঞান-কণাকে পরেশের সমুদ্র-যাত্রা এবং বিদেশ-

বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সেনারূপে রণ-সজ্জায় সাজিয়ে তুললেন। অবশ্য সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণত্ব হ'ল তাদের সেনাপতি।

—ছিঃ বাবা! সমুদ্র-যাত্রা করলে জাত যায়—ব্রাহ্মণের ছেলে।

অবশ্য জাহাজ-ডোবা যুক্তির পর।

পরেশ বল্লে—সে কি মা। ঐ সমুদ্র পার হ'য়ে যে শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং লঙ্কা গিয়েছিলেন। তখন যদি সমুদ্র পার হ'বার নিষেধ মানতেন তিনি, তাহ'লে মা জানকীর কি হ'ত ভাব তো।

—তোর একে ঠাণ্ডা সহ্য হয় না। মাল্যাই দেশে গিয়ে কতক-গুলা বরফ খেয়ে গলা ভাঙ্গবে, বুকে সর্দ্দি বস্‌বে—যাসনি বাপু সে দেশে।

—না মা। দেশটা মোটেই ঠাণ্ডা নয়। মালাই বরফ খাওয়া সে দেশে আইন ক'রে মানা ক'রে দিয়েছে কোম্পানী।

—তুই যে গোঁয়ার-গোবিন্দ। বলছিস্ কাকাতুয়া পাখি কাক্ চড়াইয়ের মত উড়ে বেড়ায়। তুই পাখি ধর্ত্তে ঠিক্ গাছে উঠবি, আর পড়ে গিয়ে পা খোঁড়া করবি। না বাপু, যেতে হ'বে না!

—মা, তোমার এক কথা। আমি কি আর খোকা আছি মা। আমি তিনটে পাশ করেছি। সেখানে বড় সাহেব হ'ব, ব্যবসা কর্ব্ব—

—আমার শ্রাদ্ধ করবি। কুলীন বামুনের ছেলে—কলুর দোকান খুলবি—লজ্জার কথা।"

পিতা ডেকে পাঠালেন তাকে। গুড়গুড়ির নল হাতে নিয়ে, গম্ভীর ভাবে বল্লেন—ভেবে চিন্তে কাজ করা উচিত নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। অনেক ভেবে চিন্তে—

—চিন্তার শক্তি তোমার কোনদিন ছিল এমন তো প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

উত্তর নাই। বিদেশে চিরদিন থাক্‌তে হবে আর লোকেই বা কি বলবে—বামুনের ছেলে কলুর ব্যবসা!

—আজ্ঞে আজকালকার দিনে? মহাত্মা গান্ধী বলেছেন—

—কি বলেছেন।

—মানে হচ্ছে, কাকেও ঘৃণা কর্ত্তে নাই।

—আমিও তো বলছি না নর-দেবতাকে ঘৃণা কর্ত্তে। তিনি কি বলেছেন মুচির উপর ভালবাসাটা দেখাবে, বামুন বদ্দি কায়েতের ছেলে, তাদের পৈতৃক ব্যবসা আত্মসাৎ ক'রে, তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে? কলুর ওপর ভালবাসা দেখাতে গিয়ে কত গরীব ঘানিওয়ালার ব্যবসা বন্ধ কর্ত্তে হ'বে। ঘুরে-ফিরে সেই ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম্—যেটা মহাত্মা মানা করেন।

—আজ্ঞে তা না। শ্রমের সম্ভ্রম বাড়ীতে হবে তথা-কথিত ভদ্রলোকের মধ্যে।

—গ্রাজুয়েট খবরের কাগজ ফেরি করবে—যখন সে অক্লেশে শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য কর্ত্তে পারে। যে বেচারা মূর্খ, খবরের কাগজ বেচতো, সে রিক্সা টান্‌বে। অর্থাৎ শ্রমের সম্ভ্রান্ততা বাড়াবার জন্য, তোমার সবুজ না কাঁচা কি বল—তার ফিলজফি—মানুষকে ঘোড়া গাধায় পরিণত ক'রে দেশের কল্যাণ কর্ব্বে।

জবাব তো ছিলও না, আর আসল কথাটাও বল্‌তে পারে না।

ইতিমধ্যে রাস্তায় একটা হট্টগোল হ'ল—বুঝি কে মোটর-চাপা পড়েছিল—সেই হিড়িকে পরেশ উঠে গেল।

মুরারিবাবুর সঙ্গে দুজনের দেখা। তিনি বল্লেন—বেশ! বেশ! ঘরে-থাকা যুবকের ঘোরো-বুদ্ধি হয়, জানেন তো। সেক্সপিয়ার বলেছে।

কিন্তু আসল স্থানে খবরটার কি ফল হ'ল তা তো বোঝবার কোনো উপায় ছিল না। গিরিজার উপর যথাসাধ্য প্যাঁচ কষা গেল—কিন্তু কোনো স্পষ্ট সুফল পাওয়া গেল না। সে নিজে তুষ্ট হ'য়েছিল! চাঁপার কলির নাম উচ্চারণ কর্ত্তে পারলাম না, শালীনতার খাতিরে। সুতরাং সিদ্ধান্ত কর্ত্তেই হ'ল পরেশকে যে গিরিজাটা বোগাস্।

সাত

আমাদের যুগাবতার বলেছিলেন যে মানুষ মানের জন্য, অর্থের জন্য, পৃথিবীর ইষ্টের জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, তেমন ব্যাকুল ভগবানের জন্য হলে তিনি দেখা দেন। আপাততঃ আমার উচ্চাভিলাষ ছিল না বনমালি চির-কিশোর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ দর্শন। তবে প্রাণে-সাধ ছিল যে ধনী মক্কেলের রূপ ধারণ ক'রে তিনি ভ্রাতৃ-বিরোধজনিত একটি বাটোয়ারার মামলা আমার হাতে সমর্পণ করেন। কিন্তু তার ছিল মাত্র সাধ, আসল ব্যাকুলতা ছিল পরেশের আইবুড়া নাম খণ্ডাবার। কদিন আর অন্য চিন্তা ছিল না। কর্তৃপক্ষের উপর আমাদের প্যাঁচগুলা তেমন কার্য্যকরী হ'চ্ছিল না। চেষ্টা তো করে যেতে হবে—তারপর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে কর্ম্মফল নিবেদন।

সকালে যখন পরেশের পিতা রামলালবাবু ডেকে পাঠালেন তখন আশা জেগে উঠেছিল ক্লান্ত মনে। কিন্তু আলাপের পর—যাক্ সে কথা বলছি।

দুই ভবিষ্যত বৈবাহিক প্রশান্ত-মনে তাম্রকূট সেবন কর্‌ছিলেন। হাসি-মুখে তাঁরা আমাকে অভ্যর্থনা কর্‌লে'ন। ওকালতি প্রতি-যোগিতার কঠোরতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন।

রামলালবাবু বল্লেন—তুমিও কি ঐ ঘানি কোম্পানীর মধ্যে আছ নাকি?

—ঘানি কোম্পানী? ওঃ! দি বেঙ্গল সর্ষপসার কোং লিমিটেড! না আমি নাই।

—পরেশ কি সত্যই শিঙ্গাপুর যাচ্চে নাকি?

—আজ্ঞে তার যাওয়া না-যাওয়া আপনার অনুমতির উপর নির্ভর করে। ওর প্রকাণ্ড রকম কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, আর বাড়ীর ওপর টান।

—হ্যাঁ তা নিশ্চয়।

আমি টোপ গিল্‌লাম। কে জানে কেঁচোয় ঢাকা বঁড়শী আছে? বল্লাম—ওঃ ভীষণ। বোনটিকে এত ভালবাসে যে তার বিবাহের পর ঘরের নির্জ্জনতা তাকে গ্রাস করবে এই আতঙ্কে সে অস্থির।

—স্নেহের ভগ্নি।—মুরারিবাবু বল্লেন।

সে আপনার সেবা কর্ত্তে চলে যাবে। কিন্তু মনোরমার পেট্-টিপলে চোখ-ওল্টানো পুতুল, তার পুতুলের বেনারসী খাট তার মোজা-বোনবার কাটী তার ছবি আঁকবার তুলি—

—তার কবিতার খাতা?—রায় বাহাদুরের উক্তি।

জানি না সে কবিতা লেখে কিনা। ছোট বোন্ সে তো আর আমাদের দেখাবে না।

উভয়ের অধরোষ্ঠের সন্ধিস্থল, চক্ষের কোন্ প্রভৃতি লক্ষ্য কর্‌লাম। সন্দেহ ভিত্তিহীন ব'লে মনে হ'ল। সেকালের লোক, আমাদের উপর চাল যে এঁরা দেবেন এমন মনে হ'ল না।

রামলালবাবু বল্লেন—হ্যাঁ বাবা বুঝেছি তুমি যা বল্‌ছ। কিন্তু এর উপায় কি? আমিও তো কুন্তরাণীকে ছেড়ে থাকবো।

আমি কপাল কুঁচকে, মাথায় চুলের ভিতর হাত চালিয়ে দিয়ে

যেন তখনি প্রেরণা এলো, এমনি ভান ক'রে, বল্লাম—আমার মনে হচ্চে উপায় যেন আছে। পায়রা যখন ওড়ে তার ডানা কেটে দিতে হয়। কুকুর বেশী পোষা হয় তার ন্যাজ কেটে দিলে। ওর যদি—যদি—

—ডানা কিম্বা ন্যাজ দুটোর কোনোটাই যে আছে তা মনে হয় না। বাপের কথা স্বতন্ত্র। কি বলেন বেহাই মশায়?—বলে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠ্‌লেন রায় বাহাদুর।

সেকেলে তৃতীয় শ্রেণীর রসিকতায় গাঙ্গুলী মহাশয়ও বালকের মত হাসলেন। দিব্য গৌরকান্তি, নগ্নদেহে একগোচা ধপ্‌ধপে যজ্ঞোপবীত—হাস্যমুখ রামলালবাবু পরেশ অপেক্ষা অনেক সুপুরুষ। আমি সংযমের ভান দেখিয়ে ঠোঁট কামড়ালাম। বল্লাম—মানে হচ্চে পায়ে শিকল বাঁধা অর্থাৎ কিনা মোটের উপর—

মুরারিবাবু বল্লেন—বিবাহ।

তখন তার বিবাহের কথার আলোচনা হ'তে লাগ্‌লো। দেখলাম কর্ত্তা ঘরে একটি তরুণী পুত্র-বধূর শোভা সন্দর্শনে একেবারে বীতরাগ নন। কিন্তু কি রকম স্ত্রী-রত্ন পরেশের পক্ষে সুশোভন হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন হল।

আমি বল্লাম—অর্থাৎ এমন স্ত্রী হয় যে তার ভগ্নীর সংবাদ সে তার মারফত পায়। তার ভগ্নীর ওপর পরেশের স্নেহ অটুট রাখে, এই রকম হ'লে সুবিধা হয়। অবশ্য আমি নিজের মন থেকে বল্‌ছি, পরেশের মনোভাব বুঝিনি।

তাঁরা পরস্পরের দিকে চাহিলেন। হেঁয়ালী-পূর্ণ চাহনী—

প্রেরণার আবাহন গোছ। আমি উৎসাহিত হ'য়ে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে বল্লাম—রায় বাহাদুর আপনার তো একটি মেয়ে আছে।

সে স্থলে বোমা পড়লে কি ফল হ'ত—প্রত্যক্ষ করলাম। দু'জনের চোখোচোখির সরলার্থ হৃদয়ঙ্গম কল্ল'াম।

একজন বল্লেন—ওঃ!

অপরজন বল্লেন—হুঁ!

অর্থাৎ—তবে'রে ইষ্টুপিডের দল—ভিতরে ভিতরে এ সব ষড়যন্ত্র। আ গ্যালো—বেয়াদব।

আমি রণে ভঙ্গ দিলাম। সন্ধ্যার পর গিরিজা বল্লে—বাবা আজ চাঁপার কলিকে হেসে বল্‌ছিলেন তার সঙ্গে পরেশের বিয়ে দেবেন।

—হ্যাঁ তা আপনার ভগ্নী কি বল্লেন।

বুক করছিল ধড়াস ধড়াস। মুখ যাচ্ছিল শুকিয়ে।

—সে না রাম না গঙ্গা ব'লে ঠোঁট ফুলিয়ে চলে গেল। আমরা খুব হাসলাম। বাবা বল্লেন, পরেশ যদি একটা জ্যান্ত সিংহের ল্যাজ ধরে পাক্ দুই ঘুরিয়ে দিতে পারে তাহ'লে তার সঙ্গে বোনের বিয়ে হয়।

আট

আমার মনে যে পরিমাণে নিরাশা ঘনিয়ে আস্‌ছিল ঠিক সেই পরিমাণে উৎসাহ দেখা দিয়েছিল পরেশের প্রাণে। একটা বোগাস্ লোক এক কর্ম্মে মাসাবধি কাল মন-নিয়োগ কর্ত্তে পারে যখন, তখন বুঝ্‌তে হবে সত্যই প্রেম তাকে তপ্ত-কড়ায় গালিয়ে নূতন ছাঁচে গড়্‌ছিল। কিন্তু লাঙ্গুল ধরে ঘোরালে না কামড়ে ঘুরতে সম্মত হবে এমন সিংহেরও তো সন্ধান পাওয়া গেল না। একখানা ভোজবাজীর পুস্তকে পড়েছিলাম হাতে ঘৃত-কুমারীর আঠা মেখে আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে না। কিন্তু দাহিকা শক্তির সঙ্গে চালাকী ক'রে মুখে আগুনের ভাঁটা প্রবেশ করবার না ছিল তার ইচ্ছা, না ছিল আমাদের দুঃসাহস।

বীরেন্দ্র সাধুখাঁর সাধু বুদ্ধি নেহাৎ মন্দ নয়। সে বল্লে—একটা রাস্তার ইন্‌সিডেণ্ট থেকে কারও প্রাণ রক্ষা কর্ত্তে পারলে বোধ হয় গুড্ ফ্রুট্ হ'তে পারে।

ক'দিন ধরে সবাই মিলে ভাব্‌তে লাগলাম এক্‌সিডেণ্ট থেকে বাঁচতে রাজি হবে কে?

আমি বল্লাম—যদি তিন জন্ম কৌমার্য্য তোমার ভাগ্যে থাকে, আমি আমার দুর্ল্লভ জীবনকে অমন ভাবে শঙ্কটাপন্ন কর্ত্তে পার্ব্ব না।

শেষে সিদ্ধান্ত হল, বাসুদেব মুখুজ্যের শরণাপন্ন হওয়া। বাসুদেব

জিম্‌নাষ্টিক কর্ত্ত, লোক ভাল, কেবল একটা মুদ্রা-দোষ ছিল তার—ঘড়ি মেলানো। পথে ঘাটে কোথাও একটা ঘড়ি দেখতে পেলেই হ'ল। অমনি বাসুদেব পকেট থেকে ঘড়ি বার ক'রে নিজের ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে পরের ঘড়ির সঙ্গে তাকে সম-সাময়িক করে দিত।

আমার ঘড়ির উপর বাসুদেবের দৃষ্টি পড়া মাত্র সে পকেট থেকে ঘড়ি বার ক'রে মিলিয়ে করলে তিনটে দশ মিনিট—ছিল তিনটে—ঠিক সময়'। যাক্।

পরেশ বল্লে—কসরত করা খুব ভাল। গায়ে জোর হয়—মনেরও জোর বাড়ে।

—আরে বাঃ! গুণ্ডারা পাঁচ পয়সার জন্যে লোকের দেহটাকে করবে পিন-কুশান। বড় বড় ছুরি পুতে দেবে গায়ে।

—হ্যাঁ। তা বটে! মানে হচ্চে জোরালো লোক মর্‌তে ভয় পায় না।

—বল কি? যার পেট-জোড়া পিলে সে মরতে ভয় পায় না, কারণ মৃত্যু তার দরজা-গোড়ার অতিথি। যার দেহে বল আছে সে মরতে যাবে কেন? বালাই ষাট্!

আমি বল্লাম—মর্‌বে বলে কি লোকে ডন্ বটকী করে, না ডাম্বেল ভাঁজে।

সে শিশুর মত হাস্‌লে। পরেশ হ'ল বিরক্ত, আর নিরাশ। আমি তাকে থামিয়ে বল্লাম—তবে বলতে হবে যে জীবন নশ্বর।

—তা যখন মান্ধাতার আমল থেকে সবাই মরচে তখন জীবনকে আর চিরস্থায়ী কেমন ক'রে বল্‌ব।

—তবে মানুষ কর্ত্তব্যের অনুরোধে জীবনকে তুচ্ছ করে।

চওড়া বুকে একটা ফুলো-ঘুষি মেরে বাসুদেব বল্লে—করে এইজন্যে যে তখন জীবনের কথা সে ভাবে না কর্ত্তব্যই তখন তার ধ্যেয়। কিন্তু কর্ত্তব্য-পালনের মাঝে যদি একবার মনে হয় যে বুঝি বা প্রাণ গেল তখন কর্ত্তব্যকে শিকেয় তুলে রেখে সে প্রাণের পিছনে দৌড়ায়।

মহা মুস্কিল। তার্কিক বাসুদেব তো বাগ্ মানে না। বার দুই চুপি চুপি ঘড়ির কাঁটা সরিয়ে দিলাম। সেও ঘড়ির কাঁটা সরিয়ে দিলে। আমরা এসেছিলাম বেলা তিনটায়, এখন বেলা আড়াইটা, ঘড়ির মতে।

পরেশ বল্লে—ভাই ও-সব বোগাস কথা ছেড়ে দাও। সাদা কথা এই যে বিপন্ন বন্ধুর মহা-উপকার কর্ত্তে হবে তোমাকে।

বাসুদেব বল্লে—কথাটাকে আরও একটু চূণকাম ক'রে সাদা কর। এখনও তার গায়ে প্রহেলিকার কুহেলিকা লেগে রয়েছে।

বাসুদেব "দিগ্বিজয়" পত্রিকায় "দেহ ও দেহী" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখ্ত।

আমি বল্লাম—শোন। পরেশ প্রেম-পাগল—

—অ্যাঁ!—সেই বলিষ্ঠ দেহের ভীম রবে পরেশ চমকে উঠ্লো। তাকে সংক্ষেপে সব কথা বল্লাম। সে বল্লে—আমায় কি করতে হবে!

মোটর-চাপা পড়তে হবে।

সে বিস্ময়-নেত্রে দেখ্লে আমায়।

মাথায় টোকা মেরে বল্লে—মাথা খারাপ হ'য়েছে। মাথা

খারাপ হ'য়েছে। বালাই ষাট। কেতাব-ভরা রোগের ফিরিস্তি রয়েছে—রোজ নূতন নূতন রোগের আবিষ্কার হ'চ্চে—আর এই বৈজ্ঞানিক যুগে আমি গাড়ি-চাপা পড়ে মরব?

পরেশ বল্লে—প্রকাশটা বোগাস্। কথা কইতে পারে না ব'লে ওকালতিতে ওর কিছু হয় না।

তার অকৃতজ্ঞতায় আমি ক্ষুণ্ণ হ'লাম।

সে বল্লে—সত্যি গাড়ি-চাপা পড়তে হবে না। পড়-পড় হ'তে হ'বে! অভিনয়। বুঝ্‌লে?

—তাই বল বন্ধু। একেবারে পেটের পিলে চম্‌কে উঠেছিল। অভিনয় করতে হবে। তাই বল। মন্দ কি। কলেজ ছেড়ে আর ও-কাজটা হয় নি।

সে একেবারে হাত নেড়ে আবৃত্তি আরম্ভ ক'ল্লে—সত্য যদি তুমি রামানুজ—

—আঃ থাক্! থাক্!

পরেশ বল্লে—অভিনয় হ'লেও থিয়েটার নয়—

ওঃ! যাত্রা! অনেক লোক চাই। জুরি, দোহার। জুরি গালে হাত দিয়ে গাইবে—প্রাণপ্রতি মা জানকী।

পরেশ বল্লে—শেষ অবধি ধীর হ'য়ে শোন না ভাই। যাত্রা ঠিক্ নয়, সিনেমা—

—ওঃ! সিনেমা। সবাক্ না অবাক্?

—হ্যাঁ, অবশ্য সবাক্।

—লে লুল্লু! গ্র্যাণ্ড হ'বে। নাম বার করে ফেলব। হোলিউড্

থেকে পত্র আস্‌বে। চারিদিকে নাম জাহির হ’বে। শেষে একটা ডাচেস্ বিয়ে ক’রে ফেল্‌ব !

পরেশ বোঝালে। অভিনয় হবে রাস্তায়। মুরারি বাবুর বাড়ির ঠিকানা দিলে। বাসুদেব হবে অন্যমনস্ক যুবক। রাস্তায় “দিগ্বিজয়” পড়তে পড়তে যাবে। সার্টের বোতাম খোলা—পায়ে মাদ্রাজী স্যাণ্ডাল। এমন সময় তার পিছন থেকে বিজলী শিঙা ফুঁকতে ফুঁকতে বড় বিউইক্ গাড়ি আসবে। গাড়িতে থাকবে—বীরেন সাধুখাঁ। আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌বো। পরেশ ছুটে গিয়ে গাড়িটাকে ঠেলে ধরবে। তাতে গাড়ি পেছিয়ে পড়বে, তখন সে বাসুকে জড়িয়ে ধ’রে সামনের বাড়িতে নিয়ে যাবে। দু’জনেই হাঁফাবে। তার পর ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, পরেশের লজ্জাবনত বিনীত চক্ষুর অপূর্ব্ব চাহনী ইত্যাদি।

সে বল্লে—গাড়িখানা কিসের কর্ব্বে—পিজবোর্ডের, না বাঁশের ওপর কাগজ জড়িয়ে।

পরেশ বল্লে—না না, গাড়িখানা হ’বে আসল। বীরেনের গাড়ি।

—ওঃ বাবা।

—কোনো ভয় নাই। ঠিক তোমার ছয় ইঞ্চি দূরে এসেই হ্যাণ্ডব্রেক্ ফুট-ব্রেক—দুই-ই টিপে দেবে। তোমার গায়ে কিছু আঁচ লাগবে না। ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে আমি গাড়ি ধরব। দেখাবে যেন আমিই গাড়ি থামালাম। তার পর আমি যখন গাড়িকে ঠেলা মারবো সে ব্যাক গিয়ার দেবে—গাড়ি পেছিয়ে যাবে।

বাসুদেব নীরব হ'য়ে মনের পটে চিত্রটা এঁকে দেখ্‌তে লাগলো। শেষে বল্লে—হ'বে না।

—হ'বে না?

—উঁহু! হবে না।

পরেশ বল্লে—বাসু, তোমার হৃদয় তো আগে এমন কঠিন ছিল না। তুমি গ্রীকদের মত দেহ-মনের পুষ্টি-সাধন কর্ত্তে এক সঙ্গে। এখন দেখ্‌ছি তোমার দেহের স্থূলতা তোমার বুদ্ধিকে মেঘাবৃত করেছে।

সে বল্লে—দেখ ব্রাদার, ও-সব বোগাস ব্যাপারে সুবিধে হবে না। প্রেম-পাগল হ'য়েছ, হ'য়েছ। কিন্তু সিনেমার সঙ্গে তোমার প্রেমের কি সম্পর্ক তা বোঝাও নি। দু' নম্বর—যদি ছবিই তুলবে তো কাগজের মোটারে তোমার আপত্তি কি—কাঠের বেড়ালে তো রোজই ইঁদুর ধরে চলচ্চিত্রে। আর তার পর ইংরাজি বুকনী-মারা সূর্য্য-বংশীয় বীরেন সাধুখাঁর মোটার বিদ্যার ওপর তোমার অমন অচল দৃঢ়বিশ্বাস গজালো কবে থেকে তাও বোঝাও। যেহেতু এই সেদিন রথের মেলায় একজনের ধুচুনীকে মোটর-দলিত করে সে সাত পয়সা হরমত দিয়েছে।

এবার আমি অপমানের প্রতিশোধ নিলাম। বল্লাম—বল, বাগ্মীবর বল। কি বোঝানই বোঝালে। আমি নিস্তব্ধ হ'য়ে শুনছি। বোগাস্।

সে বল্লে—ভাই আমার কি মতি-স্থির আছে। তুমি বোঝাও।

আমি বোঝালাম। বাসুদেব বুঝ্‌লে! বল্লে—হ্যাঁ। মতলবটা মন্দ না। কিন্তু আমি বীরেনের পরীক্ষা না নিয়ে কাজে সম্মত হব না।

খুব জোর মহল্লা চল্‌তে লাগলো সাতগেছের সাধুখাঁ-কাননে। প্রথম দিন মালির কলসীকে বাসুদেব সাজিয়ে মহল্লা দিতে গিয়ে কলসী গেল ফেটে। শেষে তার কানা বাম্পারে লেগে অনেক হাস্য-রসের সৃষ্টি করলে।

বীরেন্দ্র বল্লে—ওটা সাইট সিইঙের ডাউনে ছিল, কি করব।

বাসুদেব বল্লে—বাবা, আর একটু হ'লে আমাকেও তো ডাউনে যেতে হ'ত।

সেদিন মহল্লা বন্ধ হ'ল। তার পর দিন অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রে আবার বাসুদেবকে নিয়ে আসা গেল সাধুখাঁ-কাননে। সেদিন একটা সাড়ে পাঁচ ফুট বাঁশে কাপড় জড়িয়ে বাসুদেবের কুশ-পুত্তলির উদ্দেশে গাড়ি চালানো হ'ল। বার সাতেক পরীক্ষায় সাধুখাঁ উত্তীর্ণ হ'ল।

তার পর পিছে হটার মহল্লা। প্রথম বার ঠিক্ হ'ল। কিন্তু দ্বিতীয় বার পরেশ যেমনি কুশ-পুত্তলিকাকে বাঁচিয়ে গাড়িকে মারলে ধাক্কা—গাড়ি পিছু হেটে এক খেঁকি কুকুরের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। বিশেষ কিছু হয়নি। মাত্র পিছনের ডাহিনা চাকায় তার ন্যাজটা চেপটে গিয়েছিল। আরে বাপ্ রে বাপ! কি ভীষণ চীৎকার। একেবারে চেঁচিয়ে সে গ্রাম ফাটিয়ে ফেল্‌লে। আর তার লাঙ্গুল পীড়ার গভীর মর্ম্মোচ্ছ্বাসে সহানুভূতি জানিয়ে রাজ্যের কেলো, ভুলো,

নলে গ্যাঁদা গগন পবন শারমেয় সঙ্গীতে মুখরিত করে তুল্লে। কার সাধ্য সেখানে এক মিনিট টেঁকে!
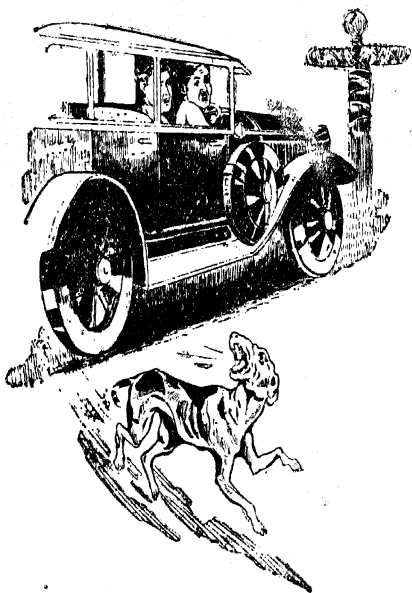
যেদিন ড্রেস-রিহারসাল হ'ল—সবাই খুসি। মন্ত্রগুপ্তি ছিল আমাদের সাফল্যের প্রাণ। সুতরাং দর্শক সংগ্রহ করায় বিচক্ষণতা

ও ধীরতাকে অবলম্বন কর্ত্তে হ'লো। দর্শক হ'ল বাগানের তিন জন উড়ে মালি, আর হরিজন-পত্নী লক্ষী! বহুদিনের অত্যাচারে হরিজনদের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে বেয়াড়াপনা। সে বেয়াড়াপনা প্রকট হ'ল লক্ষীর হাসিতে। তার মতামত সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হ'ল। যত জিজ্ঞাসা করা হয় কি বুঝ লি, সে তত হাসে মুখে কাপড় দিয়ে।

দীনুর ধর্ম্মে মতি ছিল। বাগানের ডাব চুরি ক'রে দীনু একখানা উড়িয়া ভাষার "নাট-চুরি" কিনেছিল। সে সুর করে পড়ত। তার মত জিজ্ঞাসা করা গেল।

—বাবা দীনু, বলতো কি বুঝ্‌লে।

—সে গরীব মনুষ বুঝিবাকু কি পাড়িবি বাবুমান।

—বাবা বিনয় ছাড়। এই যে চোখের সামনে এতবড় কাণ্ডটা হয়ে গেল এর কি অর্থ বোধ কল্লে দয়া করে না হয় বলেই ফেল্লে বাবা!

—মু কহিবী না। চাকর মানুষ—

এবার বাসুদেব অধ্যক্ষতা নিলে।—ওঃ বেটা চাকর মানুষ! কে বল্‌ছে তুই ইউনিভার্সিটির ভাইস চান্সেলার। এই যে দেখলি আমি পড়তে পড়তে যাচ্ছি, তোর বাবু গাড়ী চালিয়ে এসে আমায় প্রায় চাপা দিয়েছিল, এমন সময় পরেশবাবু এসে আমায় বাঁচালে, গাড়কে চেপে ধরে থামালে, ধাক্কা মেরে পেছিয়ে দিলে—কি বুঝলি?

—পরেশবাবু ধক্কা দিল।

—ধক্কা দিল! তোর আত্মশ্রাদ্ধ করিল।

এবার মাগুনীর পালা। মাগুনী নিষ্ঠাবান্ প্রভু-ভক্ত। এ বাগানে ফুল বা ফল কম পড়লে সে আস্-পাশের বাগান থেকে চুরি করে এনে দেয়।

তাকে আদর করে বীরেন বল্লে—মাগুনী, মাগু, উড্ডু বল্‌তো কি বুঝ্‌লি।

সে মাথা নেড়ে বল্লে—বুঝিছি।

উৎসাহিত হয়ে আমরা বল্লাম—কি বুঝেছিস্?

—সে আপনাদের চরণ সেবা করছি বাবু বুঝিবি না।

বহু সাধ্য-সাধনার ফলে, সে বল্লে—বাবুরা সব ডকাতি মার্‌বে।

পড়লো গাড়ি নদ্দামায়। এবার লক্ষ্মীর হাসির বেগটা থামলো। সে বল্লে—উড়ে মেড়া কিনা ডাকাতি মারবে!

এবার পরেশ তাকে হাতে নিলে বল্লে—লক্ষ্মী, তুমি বাঙ্গালী, তুমি হাড়ীর—অর্থাৎ হরিজনের মেয়ে, তুমি আর বুঝবে না।

সে বল্লে—বোয়ের কাছে বড়াই দেখাবেতো বাবু! তা বৌ ধরে ফেলবে।

—ধরে ফেলবে? কেন?

—আমাদের বাবুকে চিনে ফেলবে।

নগদ একটাকা তাকে বখসিস্ দিয়ে আমরা পরামর্শ কর্ত্তে বস্‌লাম। বীরেনকে চেনেন রামলালবাবু, কথাটা এক দিন না এক দিন প্রকাশ পেয়ে যাবে। ছদ্ম-বেশ চাই।

বাসুদেব বল্লে—চীনে সাজাও।

কিন্তু বীরেন্দ্রের নাক ছিল লম্বা। চীনের পোষাকে সে ধরা

পড়ে যাবে। কাবুলীর পোষাক তাকে মানায় কিন্তু কাবুলী মেরে-কেটে বাইসিকেল চড়ে। কলিকাতার সহরে মোটর চালানো কাবুলী তো পাওয়া যায়না। ইংরাজ সাজানো হবে না, কারণ স্বদেশীর যুগে বিলাতী ছদ্মবেশ গ্রহণ কর্লে সাহেবরা বলবে, তাদের ভিন্ন আমাদের কোনো কাজ চলে না। শেষে ঠিক হ'ল বীরেন্দ্র শিখ সাজবে। দাড়ি:গোঁপ কেশের বোঝা সবাই মিলে তাকে একেবারে নূতন মানুষ স্বষ্টি করবে।

বাসুদেব কানিংহামের শিখ ইতিহাসখানা ইত্যবসরে পড়ে ফেবলে। আমি একজন শিখ ড্রাইভারকে কিছু বখ্‌সিস্ দিয়ে শিখ দরজীর সন্ধান কর্ল্লাম ভবানীপুরে। লালবাজারের পুলিস আফিসের পিছন থেকে হাঁটু আলি বাল্বরের দোকান থেকে দাড়ি গোঁপ পরচুল কিনে আনলাম। পরেশ তার মায়ের এয়ো-সংক্রান্তি ব্রতের জন্য কেনা হাতের লোহা এক গাছা চুরি করে আনলে।

শিখ্ সেজে বীরেন্দ্রকে মানালো বেশ। কিন্তু শিখ্ ড্রাইভারের গায়ের গন্ধের হ'ল অভাব। শেষ ঠিক হ'ল, যে দিন কাণ্ডটা হবে তার আগের দিন বীরেন স্নান কর্ব্বেনা। আর রসুন-বাটার মৃদু প্রলেপ তার অঙ্গে লাগাতে হ'বে।

পূর্ণ মহল্লা হ'য়ে যেমনি পরেশ বাসুদেবকে উদ্ধার করলে অমনি সংবাদ এলো বীরেন্দ্রের মাতুলানী দেহত্যাগ করেছেন। বীরেন্দ্র শশব্যস্ত হ'য়ে যাবার সময় ব'লে গেল—একটা কনডোলেশন মিটিং কর্ত্তে হ'বে।

দশ

—বল তো একি মরা। এর চেয়ে বেঁচে থাকাতো ছিল ভাল।

আর তিনদিন বাদে কাণ্ডটা হবে আর এতদিন বেঁচে থেকে—

—আরে কও কেন কথা? শাস্ত্র মিথ্যা হবার নয়। বলে জপ তপ কর কি মরতে জানলে হয়। মরতে জানে ক'জন?

উট্‌রাম ঘাটের ঘড়ি দেখে বাসু ঘড়ি মিলিয়ে নিলে। উপরে উঠে দেখলাম পরেশ আর যামিনী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

পরেশ বল্লে—বোগাস্।

পরে শুন্‌লাম তাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল উড়ো জাহাজের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলের জাহাজ কম্‌বে কিনা।

যামিনী অর্থনীতির পণ্ডিত। তার কোঁকড়া চুলের নীচে এক-মাথা বুদ্ধি ছিল ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে। অকস্মাৎ অদূরে দেখা দিল গিরিজা। আমি টিপে দিলাম বাসুদেবকে। সে দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পলায়ন কর্ল্লে। পাছে গিরিজা তাকে চিনে রাখে।

গল্প হ'ল। যামিনী আঁক কষে দেখিয়ে দিলে যে জিনিষের দাম অনেক কমে যায় যদি মানুষের বদলে ঘোড়া কিম্বা গাধার সাহায্যে নৌকার গুণ টানা হয়।

সে যাবার পর গিরিজা বল্লে—আজকাল আপনারা দুর্ল্লভ-দর্শন হ'য়েছেন যে দেখছি।

—এই পরেশের শিঙ্গাপুর যাবার সব বন্দোবস্ত হচ্চে কিনা। রথতলার পাঁপড়ের মত বিক্রী হচ্চে কোম্পানীর সেয়ার।

—কই বীরেনবাবুর সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিলেন না।

—তার মাতুলানী-বিয়োগ হয়েছে কিনা এখন একমাস তো তার অশৌচ, তার পর শ্রাদ্ধ-শান্তি আছে।

পরেশ গর্জ্জন ক'রে বল্লে—ইষ্টুপিড। অমৃত বোস্ বলেছেন কলুরা সূর্য্যবংশীয়। সুতরাং ক্ষত্রিয়ের নিয়মে বারো দিনে শ্রাদ্ধ কল্লে'ই পারতো।

গিরিজা বল্লে—মামী মারা গেছেন ?

—হ্যাঁ।

—মামী মারা গেছেন তো বারো দিনই বা লাগ্‌বে কেন, একমাসই বা লাগবে কেন। মাতুলানী বিয়োগে তিন দিনে অশৌচান্ত !

—অ্যাঁ !—বলে পরেশ এক তুড়ি-লাফ্ মার্‌লে।

খানসামা ছুটে এলো। বল্লে—হুজুর !

—আইস-ক্রীম। চা, কফি। যা' আছে সব। অ্যাঁ তিন দিনে অশৌচ !

অন্য টেবিলে যারা চা-পান কর্চ্ছিল তারা তাকিয়ে দেখ্‌লে। গিরিজা বিস্মিত হ'য়ে ভবিষ্যত শ্যালককে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ-কর্ত্তে লাগলো।

আমি বল্লাম—পরেশ শিঙ্গাপুর যাবার জন্য বড় ক্ষেপেছে কিনা। ভেবেছিল মাসখানেক কোম্পানীর কাজ বন্ধ থাকবে। তাই।

এগারো

যেমন যেমন মহল্লা দিয়েছিলাম কাণ্ডটা ঠিক তেমনি হ'ল। অপ্রত্যাশিত ফল-লাভ করা গেল। ঠিক্ সেই সময় বারান্দার উপর থেকে চাঁপার কলি সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। সব ভাল, সব মঙ্গল।

কিন্তু একটা ব্যাপার ঘট্‌লো তার কি ফল হবে তা ভেবে ঠিক্ কর্তে পারলাম না। পরেশের ভাই ছিল বলেছি। তার নাম নরেশ। সে এতদিন আমার এ-ইতিহাসে কাব্যে উপেক্ষিতার মত ছিল। কিন্তু আজ সে হঠাৎ যবনিকার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে হঠাৎ "কাণ্ড"র পর ফুট্‌বোর্ডে উঠে শিখ্ ড্রাইভারের দাড়ি চেপে ধরলে। আর সেই ধরার ফলে বীরেন্দ্রের কৃত্রিম শ্মশ্রু তার হাতে রহে গেল। বীরেন তো দে দৌড়। কিন্তু সে তার গাড়ির নিয়েছিল নম্বর।

আমরা এ সব কথা কিছু জানতাম না। পরে নরেশ আমাকে বল্লে—প্রকাশদা, একটা কথা যেন বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না।

আমি বল্লাম—কেন ভাই?

সে বল্লে—আমি শিখ্‌টাকে মারতে গিয়েছিলাম। তার কোনো পুরুষে শিখ্ না—ঠিক বীরেনবাবুর মত চেহারা, তবে গোঁপ-কামানো।

—বল কি?

—তার দাড়িটা যেমনি আমার হাতে উঠে এলো গিরিজাবাবু সেটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বল্লেন—কাউকে বোলো না।

—বল কি?

—তিনি আমাকে ফুটবোর্ড থেকে নিমেষে টেনে নিয়ে বল্লেন—সরে পড়ুন। আর অমনি বীরেনবাবু বেগে পালিয়ে গেলেন।
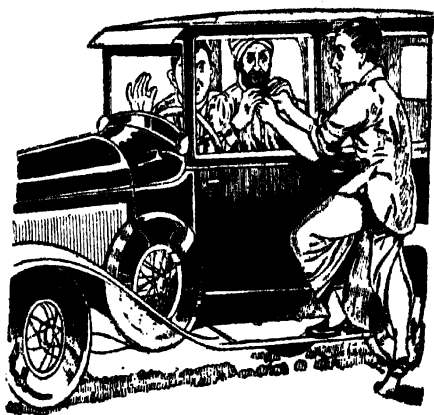
—বল কি? আর কেউ ব্যাপারটা জানে?

—না। চক্ষের নিমেষে হল কিনা। কেউ জানে না—অন্ততঃ কেউ এ-কথা তোলে নি। আরও একটা কথা আমি জানি।

আমি গাড়ির নম্বর দেখে নিয়েছিলাম। পরে পুলিসের বই থেকে দেখেছি গাড়িখানা বীরেনবাবুর।

—বল কি ?

ভাবলাম জীবনের এইটাই রহস্য। এক রাজপুত্রকে অজ্ঞাত কে একজন গুলি মেরেছিল ব'লে ইউরোপ এসিয়ায় চার বৎসর রক্তের গঙ্গা বহে গিয়েছিল। নরেশকে অনেক মিষ্ট কথা বল্লাম। তাকে বোঝালাম যে, গিরিজা আর বীরেন নিশ্চয় ষড়যন্ত্র ক'রে বাসুদেবকে ভয় দেখাচ্ছিল। তার দাদা গোঁয়ারতুমি ক'রে গাড়ির সামনে গিয়েছিল। যাক্ এ-সব গুরুজনদের কথায় সে ছেলেমানুষের পক্ষে না থাকাই ভাল। সে প্রতিশ্রুত হ'ল কাকেও কিছু বলবে না—কিন্তু বড় খুসী হ'ল না আমার কৈফিয়তে।

পরেশের সঙ্গে পরদিন দেখা হ'ল। সে বল্লে—মা খুব গুরুতর রূপে কথাটা নিয়েছেন। বাবাকে তিরস্কার করেছেন—আমার মত গোঁয়ার ছেলেকে শিঙ্গাপুর যেতে দিচ্চেন বলে। বাবা আমাকে বলেছেন—বিদেশ যাওয়া হবে না। দেশে বসে চাষাদের উন্নতির বিধান কর্ত্তে হবে। প্রজাদের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে। তাদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি-শিল্প শেখাতে হবে। আর সব বোগাস্ কাজ কর্ত্তে হবে কিন্তু—

আসল কথার কোনো উল্লেখ নাই। নরেশর কথা পরেশকে বল্লাম না।

গিরিজার সঙ্গে যখন দেখা হল তাকে পরেশ বল্লে—তোমাদের বাড়ির সামনে—

গিরিজা বল্লে—আমার বোন্ চাঁপার কলি বারান্দা থেকে দেখেছে।

পরেশ বল্লে—তাই নাকি?

গিরিজা বল্লে—আমার বোনের রোমাণ্টিক প্রকৃতি কিনা, তার মনের মধ্যে ভারি একটা ছাপ মেরেছে কালকের ঘটন।

পরেশ গুন্ গুন্ স্বরে গান গাচ্ছিল—তোমায় আমায় গোপন কথা কেউ তো জানে না।—অথচ বালতির শব্দ শুনে ঘোড়া যেমন কান খাড়া করে, তেমনি কান খাড়া করে সে শুনছিল।

—চাঁপার কলি প্রশংসা করছিল—ধীরতার—ধীরতা, বীরতা আর বীর আত্মবলির।

—গোপন কথা, গোপন কথা।—গুন্ গুন্ স্বরে।

—বলছিল কি মাংসপেশী!

—আমায় ডাক দিয়েছ কোন সকালে—কেউ তা জানে না—আমায়—এবার গানের সুর একটু চড়া।

ভদ্রলোকের নামটা ভাগ্যে জেনেছিলাম। মুখুজ্যে যখন আমাদের—

পরেশ তার দিকে চাহিল। কী সে চাহনী! কত ব্যথা, কত কুতুহল, কত মর্ম্মবেদনা পরস্পরের সঙ্গে গুঁতোগুঁতি কচ্ছিল প্রথমে আত্মপ্রকাশ কর্ত্তে সেই চাহনীর ভিতর দিয়ে—তারা যেন সিনেমার চার আনার টিকিটের খরিদদার।

—বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। বেশ লোক। এম, এ। বাবার ইচ্ছা ওঁর সঙ্গেই বোনের বিয়ে হয়।

পরেশ টেবিলের পায় একটি লাথি মারলে। চা চলকে পড়ল গিরিজার গায়ে।

গা মুছতে মুছতে গিরিজা বল্লে—বাসুদেব,বাবুও নিমরাজী—

পরেশ বল্লে—বে-ইমান! মিরজাফর! বিশ্বাসঘাতক!

সে বেগে চলে গেল। গিরিজা খুব হাস্‌লে।

আমি বল্লাম—গিরিজাবাবু আপনি নূতন কুটুম্ব হচ্চেন। আপনার ব্যবহারটা—

—কেন আমার কি ব্যবহার! আপনারা কি আমাকে ষড়যন্ত্রের ভিতর নিয়েছিলেন। কি ক'রে জানব কার জন্যে আপনারা সিনেমাটা করলেন, বাসুদেববাবুর জন্যে না পরেশের জন্যে।

ছিঃ! ছিঃ!

—এখন একটা খুনোখুনি বাঁচাতে চান তো চলুন।

বারো

আমরা দাঁড়ালাম জানলার বাহিরে। ধীরতার প্রতিমূর্ত্তি বাসুদেব চারপায়ের ওপর শুয়েছিল। অনর্গল বকে যাচ্ছিল পরেশ। অশ্রাব্য কথাও যে তার মধ্যে ছিলনা তা বলতে পারিনা।

খানিক পরে বাসুদেব বল্লে—রাঁচির ভাড়া কত ?

—এটা উপহাসের বিষয় মোটেই নয়। গ্রীক শিক্ষার মধ্যে কোথা ছিল কৃতঘ্নতার সম্মান ?

—ফ্যাচ ফ্যাচ করবার কোনো কারণ দেখিনি। কি অস্ত্র নেবে নাও। মল্লযুদ্ধ হ'ক—যে জিতবে চাঁপার কলি হ'বে তার।

গিরিজা বল্লে—না মশায়, আমার বোনকে নিয়ে এ-রকম কথা-বার্ত্তা কইতে দেব না।

আমি বল্লাম তখন বস্ত্রহরণ করেছিলেন, এবার গোবর্দ্ধন ধারণ করুন।

এমন সময় খুব একটা গোলমাল হ'লো, ছুটে এলো বীরেন। আমাদের দেখে-বল্লে—এ কি তোমরা আউট ওয়ার্ডে দাঁড়িয়ে কেন ?

সে ঘরের ভিতর ঢুকলো। পরেশকে জড়িয়ে ধরে বল্লে—গুড ফ্রুট—ফরহেড্ ষ্ট্রং—তোর বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে—রামলাল বাবুর কাছ থেকে আস্‌ছি।

পরেশ হতভম্ভ। গিরিজার অবাধ হাসি। তার সঙ্গে সুর তাল মিলিয়ে বাসুদেব হাসিল। আমি ঠিক করতে পারলাম না— হাসব না কাঁদব।

সত্যই বাসুদেব মিরজাফর। সে গিরিজার পিস্‌তুতো ভাইয়ের শালা। আমাদের সকল কথা সে দিনের-পর-দিন জানাতো গিরিজাকে।

গিরিজা বল্লে– তবে বলি শোন। বোন্ আমার মোটে রোমান্টিক নয়। তবে খুব আমুদে। সে সব কথা জানতো— বীরেনের দাড়িটা তার বাক্সে আছে।

পরেশ বোকার মত তাকালে।

গিরিজা বল্লে—এই কথা শোনবার পর—পরেশ বল আমার ভগ্নির পাণিগ্রহণ করবে কিনা।

সে বল্লে–সে যদি ডুগডুগি কিনে বাজায় তো আমি সেই তালেই নাচবো। কি জান জীবনে একজনের কাছে বোকা হওয়াই ভাল—পাড়ায় পাড়ায় বোকামী করে বেড়িয়ে আর লাভ কি ?

আমরা সমস্বরে চীৎকার করে উঠ্‌লাম পরেশটা অতি-বোগাস্।

খাম খেয়ালী

খাম খেয়ালী

১

ভ্যাক্ ভ্যাক্ ভ্যাক্—একেবারে! গাড়ির সম্মুখে এক ষোল
বছরের মেয়ে। ভ্রূক্ষেপ নাই। আপন-ভোলা দাস। রাস্তার মাঝে
কি রাজ-কার্য্যে বিভোর! পরে দেখলাম একটা গ্রাম্য কুকুর
ছানাকে তুলে পথের পার্শ্বে ঘাসের উপর রাখিল।

যখন সে পথের পরে বসেছিল আমি একটু মৃদুস্বরে
বলেছিলাম—কি রে বাবা। আত্মহত্যা করবে নাকি?

কথা গুলা সে শুনেছিল। কুকুর-শাবকটাকে বাঁচিয়ে সে
এবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল! বলিল—আত্মহত্যা
কি বল্‌ছিলেন?

আমি যথা-সম্ভব সরল নির্ভীক ভাবে কহিলাম—আজ্ঞে!
আপনার উদাস নিস্পরোয়া ভাব দেখে মনে সন্দেহ হয়েছিল যে
বুঝি বা—এই ধরুন—

—আত্মহত্যার চেষ্টায় আমি ব্যস্ত ছিলাম।

আমি মাথা চুলকে বললাম—তবে আমার বাসনা ছিল না নরহত্যা—বিশেষ কুমারী-হত্যা করবার।

বা! রসিক চন্দ্র!

—আজ্ঞে আমার নাম রসিকচন্দ্র মোটেই নয়—ভূতনাথ—

—ওঃ তাই নাকি? বাপ্ মার রস-বোধ আছে। যেহেতু ভূতেদের মধ্যে নারী মর্য্যাদা অজ্ঞাত।

কুক্ষণে আমার রসিকতার প্রবৃত্তি জেগে উঠেছিল। অতর্কিতে বলে ফেললাম—আজ্ঞে তাদের রাজ্যে নারী-জাগরণের সমাচার আজও পাই নি।

এবার সে ঢাকাই খদ্দরের আঁচলটা কোমরে জড়াইল। মোটে উগ্রচণ্ডী-ভাব তার ছিল না। কোমল হাসির সঙ্গে বলিল—আপাততঃ বিদেশী সিগারেটটা লেকের জলে ফেলুন তো। পেত্নী জাগরণের সংবাদ না পেলেও সিগারেট বর্জ্জনের সমাচার নিশ্চয়ই মহাশয়ের অত বড় কান দুটার মধ্যে প্রবেশ লাভ করেছে—ফেলুন্।

একবার তার তেজ-দীপ্ত তরুণ-মুখ খানার দিকে দেখলাম—একবার পড়ন্ত সূর্য্যের রাঙা আলোয় আলোকিত [illegible]র-বরণ লেকের জলের চল চলে তরল রূপ নিরীক্ষণ করলাম। মন্ত্রমুগ্ধের মত সিগারেটটা ফেললাম। পথের ধারে জলের উপর চুঁই চুঁই শব্দ ক'রে সে আমায় ধিক্কার দিল! দক্ষিণে হাওয়া কানে কানে যা বললে তাও সুরুচির কথা নয়। এদের আবার ষড়যন্ত্র চরম হ'ল যখন তরুণী গাড়ির দরজা খুলে আমার পার্শ্বে এসে বসল।

অগত্যা আমি বললাম—আজ্ঞা করুন কোথা যেতে হবে।

—আজ্ঞা করুন টরুন—সাম্রাজ্যবাদীদের ছলনার ভাষা, গণবাদী ভারতে—

ধৈর্য্যের তো একটা সীমা আছে। আমি বললাম—মেয়েরা গণবাদিনী না হয়ে একটু বীণা-বাদিনী নিদেন হারমোনিয়ম-বাদিনী হ'লে—

—পুরুষের দাসত্ব করত ভাল ক'রে বেশ সুরে তালে মিলিয়ে। কি বলেন? ও সব নীতি এখন বদ্‌লে গেছে। আপাততঃ নারীর অধিকার পুরুষের সমান। অচিরে বেড়ে ওঠা সম্ভব। সোজা চলুন।

ইতিমধ্যে সে মাদ্রাজী চটির ডগায় শেল্ফ-ষ্টার্ট দিয়েছিল। অগত্যা গিয়ার দিলাম। সে বলিল—আপনি বিবাহিত?

—প্রায় আপনার বয়সের মেয়ে একটি আমার আছে।

—খুব ভাল। সে আমার সঙ্গে পিকেটিং করতে পারবে? আপনার স্ত্রীকেও—

আমি ব্রেক টিপলাম! সবিনয়ে জোড় হাতে বললাম—আপনার নিবাস কোথায় বলুন আমি পৌছে দিচ্ছি! সত্যি কথা বলি—আমার বিবাহ হয়নি—আমার মেয়ে নাই—আমি গৃহহারা, লক্ষ্মীছাড়া, ভবঘুরে—

—আত্মনিন্দা মৃত্যুতুল্য। নিজেকে ছোট ভাবাটাই দাস-মনোবৃত্তির নিছক প্রমাণ। তাঁরা স্বেচ্ছায় না যান যাবেন না। জোর করা আমাদের নিরুপদ্রব-নীতির বাহিরে। তবে বোঝাবার চেষ্টা করব তাদের স্বচ্ছন্দ-প্রবৃত্তি কি চায়।

প্রভাতে গাত্রোত্থান ক'রেই, সেই নূতন চাকরটার মুখ দেখেছিলাম। অনামুখো নচ্ছার বেটা অযাত্রা। কালই তাকে তাড়াতে হবে। কিন্তু আপাততঃ এ বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাই কিরূপে ?

সে বলিল—দেখুন জগত এখন তরুণদের। জগতে আবার নবীন প্রভাত গৌরবের সঙ্গে—

আমি বলিলাম—দোহাই বাবা তরুণ, সবুজ, কাঁচা—একটা মাত্র স্ত্রী নিয়ে ঘর করি আর মাত্র একটী মেয়ে—স্ত্রীর আবার এপেণ্ডিসাইটিজ আছে।

—খুব ভাল।

—খুব ভাল ? বাবা সবুজ তুমি যে এত অবুঝ তা তোমার দেবীর মত চেহারা দেখে মনে হয় নি। আমার স্ত্রীর এপেণ্ডিসাইটিজ আছে—খুব ভাল ! তার সেই নিদারুণ ব্যথার কাতরানি—

—আপনি বোধ হয় কথাটা তলিয়ে বোঝেন নি। তিনি হতে পারেন রুগ্না। জেলে হাঁসপাতালের ব্যবস্থা আছে।

—জেলে ! হাঁসপাতালে ! আমার স্ত্রী ! আমি ডাঃ ভূতনাথ সেন—বৈদ্য-ব্রাহ্মণ-সভার সভ্য—মেডিকেল ক্লাবে বক্তৃতা দিয়ে প্রমাণ করেছি যে গোঁফের ডগার জীবাণু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ ক'রে রক্তের সঙ্গে মেশে বলে ব্লড প্রেসার বাড়ে—

—যাক্ ! ও সব আত্মপ্রশংসা নবীন ভারত সহ্য করবে না। ও সব জারিজুরি ক'রে বড় জোর জেল থেকে বাঁচা যায়—মেয়র হবার বড়যন্ত্র—

—আপনি যে হন দয়া ক'রে আমার গাড়ি নিয়ে বাড়ি যান—ড্রাইভার পৌঁছে দেবে। আমি আর এক পাঁও যাব না। আমি রাজনীতি বিশ্বাস করি না—আপনাদের বি পি সি সি, পিসি মাসী সব সমান—আত্মোন্নতির পন্থা—নিজের নামজারীর জয়ঢাক—

সে হেসে বলিল—উত্তেজিত হবেন না। যদিও আপনার গোঁফ নাই তবু কি জানি কোথাকার কি বললেন কোথা গিয়ে রক্তের—

—সত্যি বল, বাবা, তোমার কোথায় বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি। কেন খুকী অধীনের উপর অত্যাচার করছ? গরীব মানুষ নাড়ী টিপে খাই।

সে খুব প্রাণ-খুলে হাসতে লাগল। বললে—প্রলিটেরিয়টের ওপর বাণিজ্য করেন—পেটি বুর্জোয়া। আচ্ছা চলুন। বেশী দূর নয়, ভবানীপুর।

মহোল্লাসে আমি এবার গাড়ির বেগ বাড়ালাম। এ পদার্থের সংস্রব মোটেই কল্যাণকর নয়। পথে তাকে আরও একটু তুষ্ট করবার জন্য বললাম—খুকী, তোমার নাম কি?

সে বলিল—আন্দাজ করুন।

আন্দাজ! সেকেলে 'দাস-মনোবৃত্তিকে' খুব সবুজ ক'রে আন্দাজ করলাম—সাগরিকা। উঁহু তা নয়—তার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ আছে। সাম্রাজ্যবাদীরা সাগরের উপর জাহাজ চালিয়ে সাম্রাজ্যের প্রসার করে। লতিকা? অসম্ভব। লতিকা পরাপেক্ষিণী। সরসীকা—দীঘিকা—উহুঁ! জল তরল চপল, স্থিরতার অভাব

তার—কাঁচা ভারতের স্থৈর্য্য চাই! দেবীদের নাম ভরসা করে বল্‌তে পারলাম না। মনোবৃত্তিগুলার পরিকল্পনার মধ্যে শ্লেভ ভাব লুকান আছে সেই সন্দেহে দয়া, মায়া, তুষ্টি, ক্ষান্তি, শান্তি, ক্ষুধা- তৃষ্ণার উল্লেখ করলাম না—শেযে নিরাশা ব্যক্ত করলাম।

সে বলিল—বাবা আমার নাম রেখেছিলেন—তিলোত্তমা। কিন্তু দেশের এখনকার অবস্থায় অত বড় নাম অশোভন। আমি নাম বদ্‌লে নিয়ে করেছি কণিকা। প্রত্যেক ছেলে মেয়ে ভবিষ্যত-ভারত-স্বরাজ-সুমেরুর কণিকা। সবার সম্মিলনে এই সুমেরু অভ্রভেদী হবে।

সে জিজ্ঞাসা করল—আপনি ঈশ্বর মানেন?

—না মান্‌বার উপায় কোথা বলুন? রাগ কর্‌বেন না।

—না রাগ কর্‌ব কেন? আমি নিজে বখন মানি।

বেচারা ভগবান! তাঁর উপর এই দয়া-কণিকার জন্য নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠে দীপালী উৎসব হবে। রাস্তার ধারের বড় বড় নূতন বাড়িগুলি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম তাদের কোন্ গুলির মধ্যে এমন স্বর্ণকণিকা বিরাজ করছে—কারণ তা হলে এদের ধূলা-কণিকায় পরিণত হবার খুব বেশী বিলম্ব হবেনা। হায় মান্ধাতার আমলের প্রাচীন হিন্দু সমাজ!

এবার কণিকা তার বাড়ীর দরজায় গাড়ি দাঁড় করালে। বেশ সুন্দর নূতন বাড়ি—ভারতীয় শিল্পকলা তার দরজার দু' পাশে, জানালার বেষ্টনীতে এবং ছাদের কার্ণিশে ফুটে উঠেছিল। বুঝলাম

স্থাপত্য-বিশারদ শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই নবীনদের পরিচিত।

সে বলিল—এই আমার বাড়ি। এইবার ঈশ্বরের নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞা করুন স্বদেশী ভিন্ন কোনো দ্রব্য নিজে ব্যবহার করবেন না—কিম্বা স্ত্রী-কন্যা কাকেও করতে দেবেন না।

এতক্ষণে বুঝিলাম আমার আত্মিকা-বৃদ্ধি সম্বন্ধে কেন সে প্রশ্ন করেছিল। আমাকে মৌন দেখে সে বলিল—বলুন। না হ'লে আপনার কন্যাকে পিকেটিং করতে নিয়ে যাব।

এই গোলমালে বাড়ির বাহিরে এলো এক ভদ্রলোক। কণিকা হাসল। বলল—বলুন।

আগন্তুক গাড়ির নিকট এলো। আমি অগত্যা বললাম—আচ্ছা শপথ করলাম।

—কিসের শপথ?

—বাবা! ইনি ডাঃ ভূতনাথ সেন স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করবেন বলে শপথ করছেন। ইনি বৈজ্ঞানিক—গোঁপের ডগায় ব্লড-প্রেসারের জীবাণুর ঘরকন্নার সন্ধান পেয়েছেন ইনি, তাই গোঁপ কামিয়েছেন।

ক্রোধে ও ক্ষোভে আমার গাত্রদাহ বাড়ছিল। যে আবিষ্কারের ফলে আমি বসু-রায়-রমনের মত যশ অর্জ্জন ক'রে অন্ধ বৈজ্ঞানিক জগতের চোখ্ ফুটিয়ে দেবার উচ্চাশা হৃদয়ে পোষণ করতাম—এই একটা ষোড়শী জ্যেঠা মেয়ের হাতে সেই যুগান্তকর বৈজ্ঞানিক সত্যের এই নিগ্রহ। আমি নমস্কার, বলে বিদায় নিলাম। এমন সময়

তার পিতা বলল—কে ভূতনাথ—ডফ কলেজের ভূতনাথ? শুনেছিলাম্ তুমি ডাক্তার হয়েছ। কিন্তু এন্টি-গোঁপ প্রোপাগাণ্ডা করছ তা শুনিনি। বেশ বেশ! স্বাধীন চিন্তাই স্বরাজ আন্‌বে।

আমি ভাল করে দেখলাম—তিলোত্তমা তথা কণিকার পিতা আমার কৈশোরের বন্ধু, সহপাঠী সজনীকান্ত।

ঘরের সরঞ্জাম ও বিচিত্র। কাশ্মীরি গালিচা। দিবানের উপর নামাবলীর মত কলকা-ছাপা ইসলামপুরী রেশমের গদী। টিয়াপাখী আঁকা খদ্দরের পরদা। সাহারাণপুরী আটপলা ছোট ছোট কাঠের মেজ, অনেক খোদাই করা বিচিত্র চিত্র-সমন্বিত। পিতলের পিলসুজে বিজলীর বাতি লাগানো। চাকর ডাকবার জন্য লক্ষ্মীপূজার ঘণ্টা। ফুলদানের কর্ত্তব্য পালন করে পিতলের লোটা। ভাঙ্গা পিতলের বুদ্ধমূর্ত্তি, বেলেপাথরের হনুমানজি, কালোপাথরের নন্দী ষাঁড় প্রভৃতি অদ্ভুত পদার্থের সমাবেশ ছিল তার সেই কক্ষরূপ যাদুঘরে।

সজনী ধনী-পুত্র কিন্তু চিরদিনই বেজায় খাম-খেয়ালী। যত কুট-কচালে জটিল প্রত্নতত্ত্বে তার বাল্যাবধি আস্থা। কলেজেই সে আবিষ্কার করেছিল যে সকল সভ্যতা, সমস্ত জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল ভারত-ভূমি। এদেশ থেকে তারা ভাস্করের রশ্মির মত পশ্চিমে বিকীর্ণ হয়েছিল। আয়র্লণ্ড—মাদ্রাজের আয়ার বা আর্য্যদের উপনিবেশ, সাহারা সাহা বণিকদের বাণিজ্যক্ষেত্র ছিল—মিশর মিশ্র-ব্রাহ্মণরা জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত করেছিল। রুশিয়া রুষ্ট দুর্ব্বাশামুনি প্রতিষ্ঠিত। এই সব সুগভীর গবেষণার বিদ্রূপ ক'রে যখন নবীন থিওরি করত যে মহাদেবের ষাঁড় শিবাস্তোবলে থাকত, কারণ শিবের আস্তাবল থেকে শিবাস্তোবলের উৎপত্তি

তখন সে মুক্তকণ্ঠে আমাদের সকলকে মূর্খ অসভ্য বোকা প্রভৃতি বলত। কন্যা খামখেয়ালী হয়েছিল—পিতার এক-বগ্‌গা ভাব উত্তরাধিকারীসূত্রে পেয়ে। সেটা বংশগত—গোঁফের ডগার জীবাণুর রক্তস্রোতে সাঁতার দিবার প্রচেষ্টার মত।

অনেক পুরাতন কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম তার প্রত্নতত্ত্বের কুশল সমাচার। সে বলল—জীবনের ঐটাই আসল, বাকী সব মিথ্যা।

এতবড় কথা কুমারী কণিকা মজুমদার হজম করবার পাত্রী নয়। সে বলিল—বাবা পিকেটিং?

—ননসেন্স।

—বাবার এক কথা!—ব'লে কণিকা উচ্চ হাস্য করিল।

এমন সময় তার পুত্র এল—ফুটবলের পোষাক, গায়ে কাদা মাখা। মহোৎসাহে বলল—তিলু আজ আমরা জিতেছি। বলটা যখন সেণ্টার ফরওয়ার্ডের কাছে—বুঝলি—

—তোমার মাথা! আচ্ছা দাদা তোমার লজ্জা করে না। দেশের এই দুরবস্থা—মাহাত্মা গান্ধী—

—থাম্। মেয়ে জ্যেঠা। ঠিক যদি ৪৫ ডিগ্রি এঙ্গেল করে—

—থাম্! থাম্! কাল থেকে আমরা ফুট্‌বল বয়কট্ করার পিকেটিং করব। নির্লজ্জ, বেহায়া—

—নির্লজ্জ তোরা। জানিস স্ত্রীলোকের স্থান অন্দরমহলে, তা না গাঁজার আড্ডায়, গুলির আড্ডায়—

বাধা দিয়া কণিকা বলল—ফুট্‌বলওলাদের আড্ডায় পিকেটিং

করা। দাদা তোমার নাম নীরদ মজুমদার না হয়ে নীরদ দাস হওয়া উচিত ছিল— একেবারে যেন ক্রীতদাস। খুড়ি নীরদ কৃতদাস।
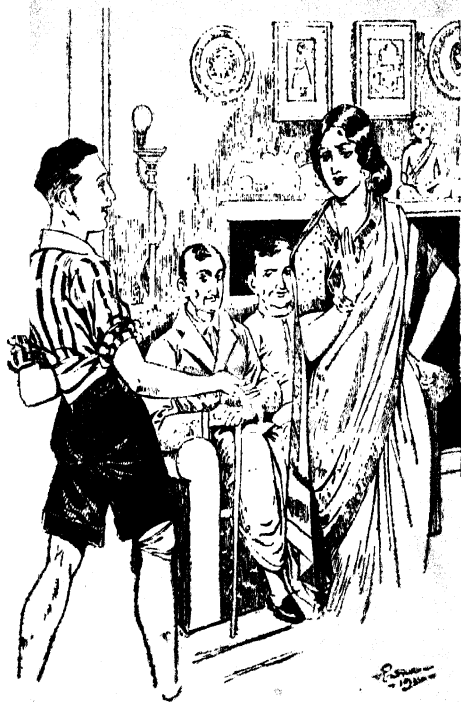
নীরদ বলিল—লেখা পড়া তো শিখলি নি। মেট্রিক পাস করলে মোটেই বিদ্যে হয় না। মুখ্যু! ন্যাশানল স্পোর্ট না থাকলে স্বরাজ হয় না। জানিস্ গ্রীস রোমের ইতিহাস! ওয়াটারলুর যুদ্ধ ইটন হ্যারোতে জয় হয়েছিল জানিস? এই টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়া কি করলে? ব্র্যাণ্ডন—

ভগ্নী সমান ঝগড়াটে। বলিল—গ্রাজুয়েট মুখ্যু ন্যাশনাল গেম মানে জাতীয় খেলা যেমন হা-ডু-ডু-ডু। পরের খেলা—বিশেষ ওদের—নিজস্ব করা না। জান মিঃ কৃতদাস বি, এ মহাত্মা কি বলেছেন—চরখা মানে চরখার মনোভাব—জাতীয় ভাব।

আমি বলিলাম—মা লক্ষ্মীর সঙ্গে চালাকী না। মা আমার—

সে বলিল—দেখুন। মা বলা জাতীয় ভাব কিন্তু সবুজ ভারত চায় যে পুরুষরা মেয়েদের বল্‌বে বোন্। কারণ মার সঙ্গে একটু হেঁসেলের ভাব জড়ানো আছে আর জনসেবার সাম্যের অধিকারেও যেন একটু অ-সামঞ্জস্য আনে।

এবার পিতার প্রত্নতত্ত্বের ভাব জেগে উঠ্‌লো। সে বলিল—দেখ শাস্ত্রে পরস্ত্রীকে বা কুমারীকে বোন্ বলবার ব্যবস্থা নাই। শ্রীকৃষ্ণ বন্ধু দ্রোপদীকে সখি বল্‌তেন। মাতৃ-মূর্ত্তির পরিকল্পনা ভারতের নিজস্ব। খৃষ্টান রোম সে-টা নিয়ে ধর্ম্মকে সরস করেছিল। আর জাতীয় ক্রীড়া—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—এখন উঠি। তা' তুমি যাই বল তুমি আমার মা। মা আমার যে রকম লড়ায়ে—তুমি মা রণচণ্ডী।

এবার সে হাসিল—তরুণের হাসি, সারল্যের হাসি—মধুর হাসি। বলিল—আচ্ছা ডাক্তারবাবু আপনাকে আমি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করলাম। তবে এবার আপনার স্ত্রীকে আর মেয়েকে পিকেটিং করতে দিন।

আমি নির্ব্বাক। শেষে দয়া করে বালিকা কহিল—আচ্ছা এখন তারা থাক। কিন্তু শপথ মনে আছে?

—হাড়ে হাড়ে।

আমি হাতছাড়া হই দেখে প্রত্নতাত্ত্বিক বন্ধু বলিল—একটা কথা ভাই। যদি চণ্ডীর কথাই বল্‌লে, জান চণ্ডীর অনেকগুলা স্তব বৈষ্ণব কি শৈব রাজ্যে রচিত হয়েছিল। তোমার কি মত?

এ দুর্ভাবনা আমার মনকে কোনোদিন আলোড়িত করে নাই। কি করি বললাম—ঠিক বলেছ। পৃথিবীর সব জিনিসের বাড়টা উল্টাদিক দিয়ে—যেমন শীতকালে লোম বাড়ে, গরমের সময় কুয়ার জল টাণ্ডা হয়—

নীরদ বলিল—জোর কিক্ করলে—

—দাদার সুকোমল দাস-বৃত্তি বাড়ে—বিশেষ ইংরাজের বুটাঘাতে।

বন্ধু বলিল—না ওসব না। অনেক সময় চণ্ডীপাঠের ফল বর্ণনায় দেখবে যে মানুষের বিপদের তালিকায় রাজ সান্নিধ্য, রাজ-বাড়ী এ সব গুলা অরণ্য, রণ, অনল প্রভৃতির মত ভয়াবহ স্থান ব'লে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ শাক্তদের ধরে নিয়ে গিয়ে রাজারা নিগ্রহ করত—

[illegible] বলিল—এই যেমন বাবা পিকেটারদের পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। বিমল প্রতিভা দিদি—

—থাম্ তিলু। তোমার সব কথায় পিকেটিং—

—আর তোমার সব কথায় ফুট্‌বল—

—আর তোমাদের বাবার সব কথায় প্রত্নতত্ত্ব—

সজনী বলিল—না ভেবেই—এই ধরনা—

"অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেঽনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে ত্বমেকা দেবি নিস্তার নৌকা হেতুঃ।" আরও দেখ—

"নৃপতি-গৃহ-গতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাম"

—কি ভীষণ! নিশ্চয় আমার ধারণা সত্য।

মেয়েটা ভারি দুষ্ট। বলিল—ডাক্তারবাবু রাগ করবেন না। পৃথিবীর প্রত্যেক লোকই খাম্‌খেয়ালী যেমন ধরুন—গোঁপের ডগার জীবাণু। আর পৃথিবী স্বয়ং খামখেয়ালী না হলে লাট্টুর মত নিজের অক্ষে অমন করে ঘোরে কেন।

কাগজে দেখিলাম—"কুমারী কণিকা মজুমদার বড়বাজার পিকেটিঙে ধরা পড়িয়াছে। সে নাম ব্যক্ত করে নাই; নাম বলিয়াছে—মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু পুলিশের নিকট তিনি পরিচিতা। কুমারী এই বৎসর মেট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে।"—ইত্যাদি।

মনে কষ্ট হ'ল। মুখরা ও খামখেয়ালী হলেও মেয়েটার ভিতর মাধুর্য্য আছে। বলিহারি তার বাপকে। প্রত্নতত্ত্বের ভগ্নস্তূপে ডুবে আছে অতীদের সন্ধানে; এদিকে নিজ সংসারের বর্ত্তমান অবস্থা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল—ছেলেমেয়ের ভাবীকাল কুয়াশা-ঘেরা। ম্যাট্রিক পাশ করে মেয়েটা কলেজে ভর্ত্তি হল না—ভ্রান্ত উচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তিনী হয়ে সত্যাগ্রহ করছে—দুধের মেয়ে সে রাজনীতির কূটতত্ত্ব কি বোঝে! কচি মেয়ে এত আদরে, যত্নে পালিত পুলিসের হাজতে কেমন করে দিন কাটাবে? প্রাণটা অতিষ্ঠ হ'ল। ভবানীপুর গেলাম।

নীরদ ফুটবলের বুট পরিষ্কার করছিল। আমাকে দেখে বলল—এবছর আর বাঙ্গালীরা খেলবে না সিল্ডে—পিকেটিঙের কুফল। স্পোর্ট নিয়ে এসব কি?

—তার চেয়ে যে বেশী কুফল হয়েছে। কণিকা যে পুলিস হাজতে।

—সে কাল ধরা পড়েছে। আজ তো না।

আমি নির্ব্বাক নিস্পন্দ হলাম তার কথা শুনে। চীন দেশের রাষ্ট্রবিপ্লব বা হনলুলুর রাজনীতি সম্বন্ধেও মানুষ এমন ঔদাসিন্য প্রকাশ করে না। দুর্ভাবনা ছিল ঐখানে—ধরা কবে পড়েছে। পিতা আসিল, তারও ঐ ভাব—ভাবিলাম এদের চিকিৎসা জলবিছুটির টিংচার তৈরি করে তার ইনজেক্সান। নির্ম্মম নিষ্ঠুর পরিবার। জননীও কি এমনি না কি?

সজনীকে বলিলাম—মেয়ে হাজতে তোমার চিন্তা নাই? তার জননীই বা কেমন?

এবার সে গম্ভীর হল, বলিল—চিন্তা! চিন্তা! মেয়ে নিজেই সে পথ নিয়েছে। আর তার জননী—কি জানি সে থাক্‌লে কি করত। আহা সে যখন যায়—তিলু তখন চার বছরের—আমার হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিল। নীরু আট বছরের ছেলে। সত্যিইতো স্বর্গে বসে সে কি ভাবছে কে জানে। ভাই তার কথা কেন তুললে?

আমি ক্ষমা চাহিলাম, সে বিপত্নীক, আমি জানতাম না। মেয়েটার উপর স্নেহবশঃতই তার জননীর কথা তুলেছিলাম। সে হাত দুটা আমার চেপে ধরল। বল্লে—বুঝেছি ভাই তোমার কথা। আমি ছেলে মেয়ের স্বাধীনতার পক্ষপাতী। সত্যাই ভাববার কথা।

সেই সময়ে একখানা গাড়ী এল। মহোল্লাসে তিলু নামল। তার সরল বিমল হাসির কলধ্বনি গৃহটিকে মুখরিত করল। এক বোঝা মালা তার গলায়, শাড়িখানা ময়লা—মাথার চুল এলোমেলো। আলিঙ্গন-বন্দী পিতাকে বলিল—বাবা ভারি অভদ্র ইংরাজ!

আমায় ছেড়ে দিলে—চালান দিলে না। বড় দুঃশীল! কি বললে জান বাবা? বল্লে কালথেকে কলেজ যেয়ো! কি স্পর্দ্ধা বাবা! আমি কি করি না করি ওদের কি?

পিতা সস্নেহে কন্যাকে বুকের মধ্যে ধরে বলল— এবার কি করবি?

আবার যাব! আবার যাব! কতদিন জেল না দিয়ে পারবে? বাবা বড় ক্ষিধে পেয়েছে, খেয়ে আসি।

সে ছুটে বাড়ির মধ্যে গেল। বুঝিলাম ভাই মনে মনে খুসি। সেও ভিতরে ছুটল।

সজনী অন্য-মনস্ক ভাবে বলিল—কথাটা বলেছ ঠিক। ওর মা কি ভাবছে? ওর মা কি ভাব্‌ছে?

জন্মাষ্টমীর পরদিন। নন্দোৎসবের সে গান নাই—সে বৈরাগী ভিখারী নাই—বৈষ্ণব নাই। রাজনীতির উত্তেজনায় সারা দেশ স্পন্দিত। ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ। সকলে অধীর, সবাই উত্তেজিত —সাধারণ ভাব কারও নাই।

দেশের অবস্থার ভাবনার সঙ্গে নিত্যই আমার ভাবনা হত মেয়েদের জন্য। গৃহ-ছাড়া মেয়েরা এখন তো উত্তেজনার বশে রাজনীতির নিশান কাঁধে তুলে ধরেছে—পরে এদের কি দশা হবে। বাঙ্গালী সংসারের যারা অধিষ্ঠাত্রী দেবী হবে উত্তরকালে আজ তো তারা উন্মাদিনী,—এরা আর কি বাঙ্গালীর আদর্শে, হিন্দুর আদর্শে ঘর-সংসার করতে পারবে। ভাবতাম, তর্ক করতাম্ এ সমস্যা মনের মধ্যে গুমরিয়া উঠ্‌ত।

বলছিলাম নন্দোৎসবের দিনের কথা। টেলিফোন এলো —সজনী বাবু পীড়িত।

অতি সাংঘাতিক পীড়া ধরেছিল তাকে। বিষম জ্বর। প্রসন্ন-বদনে বালিকা বিশ্বমাতার স্নেহে পিতার পরিচর্য্যা করছিল, তার সহায়ক নীরদ নির্ব্বিবাদে তার আজ্ঞা পালন করছিল।

প্রতি মুহূর্ত্তে কি করতে হবে তার বিবরণ লিখে নিলে তারা। পরদিন দেখলাম বন্ধু অনেক সুস্থ। এইরকমে সাতদিন সাত রাত্রি গেল। কে বলবে পাগলের সংসার। কারও মুখে শুশ্রূষার কথা

ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ নাই। বর্ণে বর্ণে তারা আমার আজ্ঞা পালন করছিল।

আমার ছোট ভাই অমিয় নূতন ডাক্তার হয়েছিল, দুরাত্রি তাকে রেখেছিলাম তাদের বাড়ি। তৃতীয় দিন সে বলল—ওদের পাচক পালিয়েছে। দেখলাম মেয়েটী নানারকম রেঁধেছে, বাহাদুর মেয়ে। কিন্তু পিতার পরিচর্য্যার কোনও ত্রুটি হয়নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম – রাঁধুনি পালাল কেন?

নীরু হেসে বলল—তিলু চুরি ধরেছিল বলে। বাবার হাতে সংসার ছিল। রোজ মাত্র আট আনা দশ আনা আর কিছু চাল ডাল তরি-তরকারী ঠাকুর চুরি করত। তিলু সে সব ধরেছে।

আমি একটু নিষ্ঠুরভাবে বললাম—তিলু বড়বাজারে হৈ চৈর জন্যে মন কেমন করে না।

সে বল্লে—সেই কাজ তো করতাম দেশের ভালোর জন্যে। আর দেশের ভাল চাই ঘরের ভালোর জন্যে। সেই ঘর এখন ডেকেছে ডাক্তার বাবু। গৃহ-লক্ষ্মীর সেবা দেশ-মাতৃকার পূজার আগে।

আমি তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলাম। বললাম—দুষ্ট মেয়ে এত কথা জানিস পাগলামীটা খালি বাজে। দাঁড়া তোর আমি পাগলামী ভাঙ্গছি।

সন্ধ্যার সময় কনিষ্ঠকে বল্লাম—অমি সজনীর মেয়েটা কেমন রে? আস্ত পাগল?

সে বলিল—দাদা পাগলামি তো কারও দেখিনি, নীরুতো

বেশ ছেলে। খেলার ঝোঁক আছে এই যা কিন্তু ঘরের কা
তো ভোলে না।

আমার স্ত্রী বলিল—ঠাকুরপো যদি কোনো পিকেটিং করা
তোমার হয় কি কর?

সে ঘরের বাহিরে গেল। সেদিন সজনীর জ্বর ছেড়েছিল। আমি তাকে বল্‌লাম—ভাই একটা ভিক্ষা চাই। এই মেয়েটার সঙ্গে ভায়ের বিয়ে দিব। কিন্তু তিলুকে শপথ করতে হবে সে তোমার প্রত্নতত্ত্ব আর আমার গোঁপের ডগার জীবাণু বরদাস্ত করবে।

নীরু ধীরে বলিল—পিকেটিং কিন্তু অমিবাবু বরদাস্ত করবেন না।

তিলু তার পাঁজরায় একটা ঘুষি মেরে বেদানার রস আনতে গেল।

“আঃ হাঃ!”

স্কন্ধে সহরের ভূত মণীন্দ্র। নব বসন্তের ইষ্টার উৎসব উপভোগ্য হচ্ছিল না সেই কাজের পক্ষে, যে শুভকাজের পরিকল্পনায় পল্লীগ্রামে এসেছিলাম। বনানীর শান্ত নিবিড়তা, আলো ও ছায়ার মায়ার খেলা মণীন্দ্রকে উৎফুল্ল করেছিল। ভাষা অশেষ রকম নবীন রূপ ধারণ ক'রে তার হৃদয়ের নিভৃত নিলয় হতে উচ্ছ্বসিত হচ্ছিল। সে যা দেখে তারই উদ্দেশ্যে বলে—আঃ হাঃ! বাস্তবিক বসন্তের স্পর্শে, প্রকৃতির আপন-ভোলা সৌন্দর্য্য নদীর জলে, গাছের ছায়ায়, রঙ্গীন ফুলের মৃদু-রেখায় আপনার প্রতিচ্ছবি দেখে শিহরে জেগে উঠেছিল। কি জ্বালা! আমি এসেছিলাম পাখী মারতে। কিন্তু সেই ভূতের কুহকে পড়ে আমাকেও তার সঙ্গে পল্লী-চিত্রের নবীনতার প্রশংসায় 'আঃ হাঃ!' বল্‌তে হচ্ছিল। ঘাড়ে এ ভূত না চাপ্‌লে ছুটীটা কাট্‌তো ভাল।

প্রথম দিনত বন্দুক ছুঁতে দিলে না। প্রত্যেক গাছটার কি নাম, তার ফল থাট্টা না মিঠা, কোন্ পাখী কটা ডিম পাড়ে এই সব তথ্য সংগ্রহ ক'রে একখানা পকেট খাতার সাড়ে ন'পাতা ভর্ত্তি কর্ল্লে। যে সব গাছ-পালা, পশু-পক্ষী সহরেও প্রচুর, তাদের সঙ্গেও মণীন্দ্রের মোটেই পরিচয় ছিল না। তার ধারণা সৌন্দর্য্য জমাট-বেঁধে বাস করে পল্লীগ্রামে। একটা প্রাঙ্গণ দেখিয়ে বল্লে—আঃ হাঃ! দেখত পল্লী-শ্রী।

আমি বল্লাম—আঃ হাঃ—

—এটা প্রকৃতির লীলা-ভূমি! তার খেল্‌বার মাঠ।

—লীলা-ভূমি! প্রকৃতির গল্‌ফ-কোর্শ। এখানে প্রকৃতিরাণী বিভোর হয়ে আত্মহারা ননীর পুতুল, এক-মার একছেলের মত খেলে বেড়ায়। ঐ দেখ আঃ হাঃ—

সে বল্‌লে—উঃ! আশ্চর্য্য! ও গুলো কি পাখী ভাই? বাঃ, বড়টার মাথায় দেখ কেমন লাল ফুল।

আমি বল্লাম—জান না? শাল হাঁস। বাল হাঁস ছোট, আর শাল হাঁস বড়। শুনেছি রাজা শালীবাহন এদের আমদানী করেছিলেন এ দেশে—শাল গাছ, শালীধান, আর কাশ্মিরী পাল্লাদার শালের সঙ্গে।

তাকে অন্যদিকে নিয়ে গেলাম। কারণ সে প্রাঙ্গণটা একটা গো-ভাগাড়। পাখীগুলার প্রকৃত পরিচয় শকুনি, পাছে তার কবিতা-উৎসে পাথর চাপা পড়ে, তাই তাদের শালহাঁস ব'লে পরিচয় দিলাম। রাজ-গৃধ্রের মাথার মুকুট তাকে মুগ্ধ করেছিল।

একটা পানা পুকুরে এক ভোঁদর চিঁ চিঁ শব্দ কচ্ছিল। মণীন্দ্র সে সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—সন্তরণশীল জীবটার নাম। —আঃ হাঃ! কি তার তাল আঁটীর মত গোল মুখ, কেমন সে তার-গুঁফো।—

বলি কি? পরকে আপন করতে গিয়ে বাঙ্গলা দেশ আপনাকে করে পর। তার আত্মীয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা এত প্রগাঢ় যে, ইংরাজির প্রবচনের সার্থকতা এই দেশেই সমধিক—ঘনিষ্ঠতায় ঘৃণা জন্মে। ঘনিষ্ঠতাকে নিবিড় করবার তার একটা প্রকরণ—নর-নারী, জীব-জন্তু, গাছ-পালা, গ্রাম-পল্লীর নাম সংক্ষেপ করা। যার ফলে নামের অধিকারী শ্রদ্ধা হারায়। মোহাম্মদ হালীমোজ্জামান খাঁ বাঙলায় হয় হালীম। নিকট আত্মীয়ের কাছে হালু। বিশ্ববিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় বিশু বা বিশে। আশ্চর্য্য এ দেশের স্নেহ! লোকে নিজের আদরের সন্তানের নাম রাখে পাঁচু, নেড়া, খ্যাঁদা, ঝণ্টু। হাঁড়িচাঁচা, কাঠ্‌ঠোকরা, কাদাখোঁচা, শালিক-ফিঙ্গে প্রভৃতির বর্ণ-সৌন্দর্য্য ম্লান হয় তাদের অসুন্দর নামের মলিনতায়। আমার এই সহরের বন্ধু মণীন্দ্রনাথকে তার জননী আর পিসিমা সস্নেহে মণ্টু বল্‌তেন; আর বাকী দুনিয়া তাকে ডাকত মণি কিংবা মণে বলে! আমি তাকে বল্‌লাম—মণি, তুমি দাঁড়কাক ও কোকিলের প্রভেদ জান?

—নিশ্চয়

বুঝলাম অবশিষ্ট প্রকৃতি তার কাছে বাংলার অবগুণ্ঠিতা কুলবধূর মত নিজের ঘোমটার অন্তরালে তার অপরিমেয় লাবণ্যকে

লুকিয়ে রেখেছিল। বসন্তকালে বাঙলার পল্লী লেবু ফুলের আর আমের বোলের গন্ধে ভরপুর। তার সঙ্গে মেশান কত বনফুলের সুবাস। পল্লবিত নূতন শাখার অমল আঘ্রাণ। অজস্র বেল, যুঁই, মল্লিকা, টগর, বকুল, গন্ধরাজ সেই সুবাসিত আকাশে নিজের দেহের খোশবায় ঢেলে দিয়েছে। অশোক-কিংশুকে বনানী যেন উদ্বাহ সাজে সজ্জিত।

মণীন্দ্রের মনের অন্তঃস্তলকে আলোড়িত কচ্ছিল তাদের সঙ্গ-সুখের অনুভূতি। বাস্তবিকই তার সদ্যজাগা সুখের অনুভূতি আমাকেও জীব-হিংসা হ'তে বিরত করেছিল। প্রথম দুদিন তার সঙ্গে মজা নদীর পারে পারে বন-ভূমির বুকের মাঝে, চষাজমীর অমসৃণ অঙ্গের উপর ভ্রমণ করছিলাম।

পল্লীগ্রামে এসে মণীন্দ্রের ভ্রাতৃপ্রেম জেগে উঠেছিল কৃষকদের প্রতি। আমরা অতিথি হয়েছিলাম বন্ধু চৌধুরীর গৃহে। জ্যোৎস্নার রাতে পুষ্প-বাটীকায় বসে অনেক তর্ক হল। গ্রামের জন কতক ভদ্রলোক এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে পরিচয় কর্ত্তে। পল্লী-সমাজের মলিন দিকটা দেখিয়ে গ্রামের দুর্ভাগ্যের কথা বলে মণীন্দ্রের নবীন আগ্রহকে দমন কর্ত্তে যেন তাঁরা বদ্ধ-পরিকর।

—আমাদের চাষা ভাইরা কি অমায়িক! এরা শিশুর মত সরল, গাধার মত খাটে, তবু দুমুঠো অন্ন এদের জোটে না।

—সে মশায় নিজের দোষে। এরা ভীষণ কুঁড়ে, দেহে প্রাণ থাক্‌তে পরিশ্রম কর্ত্তে চায় না,—বল্লেন গ্রামের প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত। ইনি শতকরা দুশো টাকা হারে সুদে টাকা খাটান।

আর খাতকের কলা, মূলা, লাউ, কুমড়া, পৈত্রিক-সম্পত্তি বোধে ইচ্ছামত টেনে নিয়ে যান।

ঘোর তর্ক উঠ্‌ল। আমরা তিন বন্ধু একদিকে। পল্লী-সারল্যবাদ ভীষণ চোট্ খাচ্ছিল পল্লীর আত্মঘাতী ভদ্রলোকের বাক্য লগুড়ে। মণীন্দ্র বল্লে—বলেন কি মশায়! শহরের লোকের মধ্যে কত দাগাবাজ, জুয়াচোর আছে জানেন? সাহেবী পোষাক পরা, গোঁফ-দাড়ী কামান কত লোক চাকুরী দেবার প্রলোভন দেখিয়ে গরীব গৃহস্থের গচ্ছিত টাকা মারে তার ইয়ত্তা নেই। কেবল বাক্য, আর চাল।

হেড্ পণ্ডিত বল্লেন—চাল আমাদের ঘরে নেই সত্য, চালেও খড় নেই; তবে বাক্যের অভাব নেই। গ্রামে সুপরিচ্ছদ জুয়াচোর না থাকলেও, ছিন্ন-বস্ত্র-পরা চোরের অভাব নেই।

—বলেন কেন কথা। দেখ্‌তো তোর, না দেখ্‌তো মোর। আসল কথা দেশে ইমান নেই, আল্লা!

লম্বা দাড়ী একবার মুষ্টিবদ্ধ করে নিচের দিকে টান দিলেন এই পরিতাপের পর সাদেক মিঞা। ইনি প্রকাণ্ড একটা ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে বেশ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করেন। সস্তায় বাহাল করেছেন ভাঙ্গা মসজিদের মোল্লা-রূপে এক পশ্চিমের লোককে—যে গ্রামের লোকের ভাষা বোঝে না, আর যার ভাষা বোঝবার জন্য গ্রামের লোক মনের শক্তি নিয়ে কসরত করে না।

অধিক রাত্রে যখন শয্যা আশ্রয় কল্লাম, তখন একটী অব্যক্ত

বেদনা মনের মাঝে গুম্‌রে উঠ্‌ল।। দেখলাম দেশের বিভিন্ন স্তরের লোকেদের মাঝে সমুদ্রের ব্যবধান। অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যকে বজায় রাখবার জন্য সবাই সচেষ্ট। নিম্নস্তরের হতভাগ্য ভাইকে হাত ধরে উপরে তুলবার বাসনা কারো নেই।

২

আমাদের অবকাশের ছিল মাত্র আর একদিন। বন্দুক হাতে নিয়ে ঘুরছিলাম; কিন্তু মণীন্দ্রের ঘুম-ভাঙ্গা কবিত্বের আস্ফালন যেন লক্ষ্য-করা পাখীর দীর্ঘজীবি হবার আশীর্ব্বাদ। যেমনি কাদাখোঁচা দেখা যায় বিলের ভিজে জমিতে, তার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে বন্ধু বলে—আঃ-হাঃ! উচ্চারিত প্রশংসা-পত্র পাখীর ডানায় সঞ্চার করে বিজলীর শক্তি। সে শব্দ ক'রে উড়ে পলায়। মণীন্দ্র ক্ষমা ভিক্ষা করে, ভবিষ্যতে পক্ষী-সৌন্দর্য্যের নীরব স্তাবক হবে প্রতিশ্রুত হয়। কিন্তু সংযম হারায় আবার দু'খানা পাখা দেখ্‌লে। ফলে তিন ঘণ্টা পরিশ্রম ক'রে সাড়ে তিন ক্রোশ ঘুরে বধ করেছিলাম—একটা দলপিপি, আর একটা খোঁড়া ডাহুক।

জিঘাংসা ও রক্ত-লোলুপতা মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সহজ নেশা। বন্দুক হাতে মাঠে গেলে রাখাল বালকদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা যায়, স্বেচ্ছা-সেবক হয়ে আমাদের সঙ্গে শিকারে যাবার জন্য। গুলীমারা পাখার মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখবার জন্য এ আগ্রহ। একবার এক-বুক নদীর জলে দাঁড়িয়ে জপে-রত এক ব্রাহ্মণ ইঙ্গিতে আমাদের পাখী দেখিয়ে দিয়েছিল।

প্রত্যাগমনের পথে নয়ন-গোচর হ'ল একটা পুকুরে পাঁচটা পাতী হাঁস। বন-ভোজনের রসদ ত সংগ্রহ হয়নি কিছু।

পুকুর-ধারে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সেচ্ছা-সেবকের সাহচর্য্য হতে আমরা বঞ্চিত হয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গ তার পক্ষে হয়েছিল ক্লেশ-কর, কারণ আমাদের সেদিনকার অগ্নিবাণ ছিল অহিংস নির্ব্বিরোধ। সাঁতার-কাটা পঞ্চ হাঁস দেখে কবি মণীন্দ্র সোৎসাহে বলে উঠল—আঃ হাঃ।

চৌধুরী হেসে বল্লে—আঃ হাঃ! কি সুন্দর ডাক্-রোষ্ট-এর সামগ্রী। রিক্ত হস্তে গৃহে না ফিরে এই পাতী হাঁস পাঁচটা মেরে নিয়ে যেতে পারলে সংসারের কাজ হয়।

বলা বাহুল্য মণীন্দ্র এ প্রস্তাব সমর্থন করলে না। চৌধুরী বললে,—কবিতা হৃদয়ের জিনিষ। এই হৃদয়-স্পন্দন বন্ধ হয় জঠর শুষ্ক থাক্‌লে।

পুকুরের পরপারে ছাতীম গাছের তলায় এক কৃষক বসে দাঁতন কচ্ছিল।

—হাঁস, তোমার নাকি কর্ত্তা?

সে উঠে দাঁড়ালো—বল্লে—কেন বাবু?

—ভাব্‌ছি এ কটাকে মেরে নিয়ে যাব।

—তাও কি হয়, বাবু!

—দাম দেব বাবা। অমনি কি আর তোমার পাঁচ পাঁচটা হাঁস রাহাজানী কর্ত্তে পারি!

এবার তার গোঁফের নীচে হাসি দেখা দিল। দাঁতন ঘসা দাঁতগুলা বড় বড়, আর ধপ্ ধপে সাদা।

—একটী টাকা দেব, কর্ত্তা!

—আজ্ঞে দেখুন হুজুর, পাঁচ পাঁচটা হাঁস।

চৌধুরী তাকে বোঝালে দু'ক্রোশ হেঁটে হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করলে এক একটা হাঁস বিকোবে চার আনা, কি পাঁচ আনায়। তা থেকে জমিদারকে তোলা দিতে হবে, চৌকীদারকে বকশিশ দিতে হবে, আর নিজেকেও কিনে খেতে হবে—সরবৎ, ফুলুরী ও পাঁপর ভাজা। লোকটা যুক্তির দ্বারা অভিভূত হ'ল। অমায়িক হেসে বললে—বাবুদের যা মর্জ্জি।

তার সরলতায় মুগ্ধ হ'ল মণীন্দ্র। অজ্ঞাত পথিক মাত্র আমরা —আমাদের সন্তোষের জন্য কি তার স্বার্থত্যাগ। আঃ হাঃ!

গুলীতে মারা হাঁসগুলো জল থেকে তুলে এনে আমাদের হাতে দিল কৃষক। চৌধুরী তাকে চুক্তি দাম দিলে—নগদ এক টাকা। গুণমুগ্ধ মণীন্দ্র পারিতোষিক হিসাবে তাকে দিল আর একটী রজত মুদ্রা। সে অভিবাদন করে বললে—এই দক্ষিণ পথে গাঁয়ের বাইরে, বাইরে যান বাবুরা।

গাঁয়ের বাইরে ত যায়, এক কান-কাটা। আমাদের শ্রুতি-যন্ত্র পুরা দুইটী করে বর্ত্তমান ছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—গাঁয়ের বাইরে দিয়ে যাব কেন কর্ত্তা?

সে কথার জবাব না দিয়ে কৃষক বললে—আর একটু ফুর্ত্তি করে হেঁটে চলে যাবেন।

চৌধুরী বললে—অর্থাৎ।—

সে বললে—আজ্ঞে পরাণ মণ্ডল গাঁয়ের মাঝ-সড়কে চাল চাইছে।—

আমি বল্‌লাম—কে পরাণ মণ্ডল ?

কৃষক সেই অমায়িক ভঙ্গিমায় একটুও না হেসে, মোটে ভ্রূকুঞ্চন

না ক'রে বল্‌লে—আজ্ঞে হাঁস পাঁচটা পরাণ মণ্ডলের কিনা। সে দেখলে চিনতে পারবে।

হাঁস পাঁচটা পরাণ মণ্ডলের? আমরা নিষ্ঠুর বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে তার শিশু-সরল মুখের দিকে তাকালাম। কী সর্ব্বনাশ! মানব-প্রকৃতি সর্ব্বত্র সমান। লোকটা দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর শাহের মত গ্রামের দিকে চলে গেল।

চৌধুরী বল্‌লে—কিহে মণি! আঃ হাঃ, না উঃ হুঃ?

আমি বললাম—বুদ্ধিমানের মত পা চালিয়ে সরে পড়। শেষে হাঙ্গামার মাঝে পড়ে যাবে।

চৌধুরী মণীন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—আঃ হাঃ।

লোকটা দূর থেকে চেঁচিয়ে মুচ্‌কে হেসে বল্‌লে—ঢেকে নিয়ে যান বাবুরা।

কি সারল্য ও পরার্থপরতা! আঃ হাঃ!

চুক্তি পত্র

১

কি নিগ্রহ! ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে সত্য। এসে-ছিলাম ভাঙ্গা-স্বাস্থ্য মেরামতের উচ্চাশা নিয়ে বারাণসী। পরকালের স্বচ্ছন্দবাসের ইজারা সম্বন্ধে যা কিছু দুরভিসন্ধি মনের মধ্যে ছিল তা লোপ পেয়েছিল খাঁ বাহাদুরের তীব্র হক্ কথায়।

—আঁজ্ঞে কাশী যাচ্ছেন তীর্থ ক'র্‌তে, তা বেশ।

—তীর্থ আর কি খাঁ বাহাদুর? শরীরটাও খারাপ হ'য়েছে। এক বৎসর তো দেশের বাহিরে পা পড়েনি।

— সে কি কথা সেন মশায়। কাশীর মাহাত্ম্য তো শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ। তবে যে ব্যবসা আপনারা করেন তাতে এক বছরে অনেক ওঁর নাম কি অর্জ্জন ক'র্‌তে হয়। আমার মনে হয় আপনাদের মত বড় উকীলদের পক্ষে মাসে একবার ক'রে কাশী বৃন্দাবন—নিদেন গঙ্গাস্নান প্রয়োজন।

হাকিম খাঁ বাহাদুর রসিক লোক। কিন্তু আবার কাশী এসেও যে "অর্জ্জন" ক'র্‌তে হবে—এ দুরদৃষ্টি বোধ হয় তাঁরও ছিল না। ছোকরাও বিষম অকাল-পক্ক। বল্‌লাম—মশায় এখানে আর

উকীলের কাজ ক'র্‌ব না। একজন স্থানীয় উকীলের পরামর্শ নিন।

—আজ্ঞে খ্যাক্‌শেয়ালী দিয়ে কাজ চ'ল্‌লে আর লোকে পয়সা খরচ ক'রে রামছাগল কেনে?

বা—বা! আপাদমস্তক তাকে নিরীক্ষণ ক'র্‌লাম। মিলের ধুতি ঘুরিয়ে কাব্‌লীওয়ালার পাজামার মতন ক'রে পরা—নাকের সোজা টেরী, সামনের চুলগুলা চেপে পিছন-মুখ ক'রে আঁচড়ান। সাময়িক স্যাণ্ডাল ও খদ্দরের আলু-থালু পাঞ্জাবী তো আছেই।

আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম,—রামছাগলকে কি ক'র্‌তে হবে? খোকার গাড়ি টান্‌তে হবে কি?

—ছিঃ! ছিঃ! বিলক্ষণ! আপনি ওরকম ক'রে কথা কহিলে আমাদের অকল্যাণ হবে।

নিজ কল্যাণ-কামী সবুজটীকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম, কাজটা কি? মনের মধ্যে সন্দেহ হচ্ছিল বাবাজী বোমার দলের শহীদ—তাই তাড়াতে ভরসা হচ্ছিল না।

সে বলিল—দেখুন আমিও ল' ষ্টুডেণ্ট। ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছি। আপনার কি খোস নাম আছে জানেন? মুখুজ্যে সাহেব ব্যারিষ্টারের মত আপনি একটা সরস বক্তৃতা কর্‌বার লোভে মক্কেলের দফারফা করেন না।

—আপনার এমন উৎসাহ-দেওয়া শুভ মন্তব্যের জন্যে আমার তিনপুরুষ আপনার কাছে ঋণী থাকা উচিত। মানে হ'চ্চে অর্থাৎ

আমি মহাত্মাকে বড় ভক্তি করি। বোমার মামলা টামলা আমার ধাতে সয় না।

—না না আপনি ভীষণ ভুল ক'রছেন। ভায়লেন্সকে আমিও ঘৃণা করি। নিরুপদ্রব দেশ-সেবাই ভারতের ধর্ম্ম।

আশ্বস্ত হ'লাম। সে ব'ললে—একটা চুক্তি-পত্র লিখে দিতে হবে। বিয়ের চুক্তি-পত্র।

ওঃ বাবা! এযে ততোধিক বিপদ!

—আঁজ্ঞে বিবাহের চুক্তি- পত্র! হিন্দু বিবাহে—

না না—হিন্দু বিবাহ না—সিভিল ম্যারেজ—ভদ্র-বিবাহ! বুঝেছেন?

—জলের মতন। মুসলমান বা খৃষ্টান বিবাহ ভদ্র-বিবাহের আইন মতে হয় না বটে কিন্তু তাতে চুক্তি-পত্র হ'তে পারে।

সে একটু অধীর হ'য়ে ব'ল্লে—সে সব অনেক কথা। ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আর আইনে খাপ খায় না। ভদ্র-বিবাহে ব'লতে হয় বর কনে হিন্দু নয়—কিন্তু এখন হিন্দু মহাসভার যিনি সভাপতি তিনি নিজেই বোধ হয় ভদ্র-বিবাহ—

—যাক্। ওসব বড় লোকের তুচ্ছ কথায় কাজ নেই। ভদ্র অভদ্র হয়, অভদ্র ভদ্র হয় যুগ-ধর্ম্মে। আর বিশেষ এ তরুণদের যুগ। এখন বুড়োদের কাজের আলোচনা অবান্তর।

—ঠিক ব'লেছেন। সে সাত-পেকে ননসেন্স আর চ'ল্বে না, আর পুরোহিত দালালের স্থান নেই এই নবীন যুগে।

স্বাস্থ্য-ভাঙ্গার ভয়টা গ'লে যাচ্ছিল নবীনের বাক্যালাপে,

নবীন রবির রশ্মিতে যেমন রাতে-পড়া বরফ গলে। ছুটির দিনে মন্দ কি? আর বম্‌ বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় খোকা যে দু পয়সা দিয়ে যাবে না তাই বা কে ব'লতে পারে?

—তা তো নেই। কিন্তু বর-ক'নে কোথা? আবার সার্দা আইনেরও একটা ঝঞ্ঝাট্‌ আছে।

—না সে সারদা বরদার ঝঞ্ঝাট্‌ কিছু না। আমি একুশ উৎরে বাইশে পা দিয়েছি—আর ক্রিশু—

—যীশু?

—না না যীশু না ক্রিশু—ক্রিসেন্থিমাম্—তার মা-বাপের দেওয়া নামটা ছিল ভিক্টোরিয়া-রাণী—কি তারও আগেকার—বসন্ত রাণী। ক্রিসেন্থিমাম্ হ'লে বাপ-মারও সম্মান রাখা হয়—কারণ ওফুলটা বসন্তেরই রাণী—আর উদীয়মান ভাস্করের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় জাপান।

উড্ডীয়মানের গবেষণা সমীচীন বোধ হ'ল। ভয়ে তাকে ব'লতে পার্‌লাম না বিশ্বনাথ দর্শনে যাব। ঠিক্ হ'ল তিনটের সময় তারা আস্‌বে—প্রগতিরঞ্জন আর ক্রিসেন্থিমাম্।

২

প্রগতিরঞ্জনের শুভাগমনের পূর্ব্বেই আমাদের আত্মীয় ভাগবত নারায়ণ এসে উপস্থিত হ'ল—সপরিবারে। বিদেশে অপ্রত্যাশিত আগন্তুক চিরদিনই মনোরম—বিশেষ ভাগবতের মত স্পষ্টবাদী, আমোদপ্রিয়, আপনার-জন। প্রথম মিলনের "আরে কেও" "বাঃ" "এসএস" প্রভৃতি উচ্চ-কণ্ঠের অভিনন্দন-হিল্লোল স্তব্ধ, প্রকৃতিস্থ হ'বার পর সুখ দুঃখের প্রাচীন কথার আলোচনা হ'ল ভাগবতের সঙ্গে। সে এখন হোমিওপ্যাথিক্ ডাক্তার—পূর্ব্বে ছিল ইমারতি কণ্ট্রাক্টারের কর্ম্মচারী—শুদ্ধ ভাষায় ব'ল্‌তে গেলে ম্যানেজার, সাদা কথায় ব'ল্‌লে সরকার।

—খুড়ো, এই বিদ্যের জোরে গয়াকাশী করালাম মা-ঠাক্‌রুণকে—আর তোমাদের যে বৌমা সে তো জাহাজের পিছনের ল্যাঙ্‌বোট্—এক পয়সার কচুরি কি'ন্‌লে যেমন ভাজি। যা হোক্ বাবা! এই ভাগবতের সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছিল ব'লেই তো তীর্থ-ধর্ম্মগুলা হচ্চে। কি বল খুড়ো

—নিশ্চয়।—মুখেও ব'ল্‌লাম মনেও ভাবলাম। আমরা বিদ্রূপ ক'রে ব'ল্‌তাম যে ভাগবতের বিয়ের সময় ঝপাৎ ক'রে একটা শব্দ হয়েছিল—হাত-পা বেঁধে একটা মেয়েকে জলে ফেলে দিলে যেমন শব্দ হয়।

—আচ্ছা ভাগবৎ, যারা রোগ হ'লে তোমাকে দিয়ে চিকিৎসা করায় ভরসা তাদের বেশী না তোমার?

খুব জমকালো অমায়িকতার সঙ্গে সে বল্লে—খুড়ো, তা যদি ব'ল্লে বাবা তো বলি। আরে বাবা, খালি তো চিকিৎসা-বিদ্যে থাক্‌লে আমাদের মত ডাক্তারের অন্ন হয় না—ভাঁওতা-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা চাই। রোগী পটোল তোল্‌বার জন্য চুব্‌ড়ি হাঁৎড়াচ্ছে—ব'ল্‌তে হবে ওষুধের অ্যাক্‌শন্ হচ্চে। তারপর স'রে প'ড়্‌তে হ'বে চট্‌পট্। চোখের ওপর রোগী ম'র্‌লে—সে পাড়ার কটকের আগল বন্ধ।

হাসলাম। বিদেশে এমনি সব গল্পই লাগে ভালো।

—আর একটা মজার কথা বলি শোন খুড়ো! এক বড় ডাক্তারের কাছে শিখেছিলাম যে হোমিওপ্যাথিতে নাম ক'র্‌তে হয় এলোপ্যাথির নিন্দা ক'রে। কিন্তু সেই নিন্দা কর্‌বার সময় দেখাতে হ'বে যে তুমি এলোপ্যাথির শাস্ত্রটা গুলে খেয়ে ফেলেছ।

তার মনস্তত্ত্বের অভিজ্ঞতার সুখ্যাতি না ক'রে থাক্‌তে পার্‌লাম না। সে বল্লে—একবার এক ফোড়ার রোগী দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। লোকটা যন্ত্রণায় ক্যাৎরাচ্চে গ্যাঙ্গাচ্চে। তাকে আশ্বাস দিলাম—নিমেষে ব্যথা অন্তরীণ হ'বে। তারা ডাক্তার দেখাচ্ছিল—বোরিক কম্প্রেস্—অ্যান্টিফ্লোজেস্টিন, ইন্‌জেক্‌শান্ কিছু আর বাদ যায়নি। আমিতো বাবা ইমারতি কন্ট্রাক্টরের টোলের পোড়ো—হঠাৎ হৈমবতী ডাক্তার হ'য়ে প'ড়েছি—ডাক্তারির বড় বড়

নামগুলা শুনেছিলেম কিন্তু কায়দা ক'র্‌তে পারিনি। আমি বল্‌লাম—হুঁ—এলোপ্যাথি করেছিলেন—ফেরোকন্‌ক্রিট্‌ ম্যাঙ্গো-ষ্টিন, ইণ্টার্‌জেক্‌শন্‌। ও সবে যদি ফোড়া ফাট্‌তো তো আমাদের আর লোকে ডাক্‌ত না। লোকগুলা বেমালুম হজম ক'র্‌লে আমার ভাঁওতা—আর রোগও সার্‌লো আমার ওষুধে।

সে উঠ্‌লো। সঙ্গে আমার স্ত্রীও গেলেন তার পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে। তারপর এলো প্রগতিরঞ্জন আর ক্রিসেন্‌থিমাম্‌।

ঠিকুজি দেখিনি কিন্তু রাজযোটক। ইংরাজিতে বলে বিবাহ হয় স্বর্গে—সত্য কথা। এদের শুভ-কার্য্য অন্ততঃ শেষ হ'য়েছিল এরা ধরা-ধামে অবতীর্ণ হ'বার পূর্ব্বাহ্ণে। মেয়েটি আন্দাজ সতেরো বছরের—খদ্দরের সাজ—মাথায় এলো চুলের খোঁপা—পায়ে মাদ্রাজী সাণ্ডাল চটী। দু'জনে এসে নমস্কার ক'র্‌লে।

—ইনিই বুঝি চন্দ্রমল্লিকা?

—আজ্ঞে ক্রিসেন্‌থিমাম্‌।

—ঐ একই কথা বাবা। আমরা ভেতো বাঙ্গালী—বাঙ্গালা নামটাই মনে পড়ে।

ক্রিশু এতক্ষণ কথা কয়নি। সে ঘাড়টাকে ঈষৎ বেঁকিয়ে ভ্রূকুঞ্চন ক'রে আমাকে দেখ্‌ছিল অপাঙ্গে। বিচক্ষণের মত সে ব'ল্লে—ঠিক্‌ বলেছেন ইনি। ঐ ভাব রেখে দেশী কথা ব্যবহার করাই ভাল—আমি চন্দ্রমল্লিকা দেবী।

—তুমি ভুল ক'র্‌ছ ক্রিশু, চন্দ্রমল্লিকা ফোটে এদেশে শীতকালে—তাহ'লে চঞ্চল বসন্ত ছেড়ে যেন আড়ষ্ট শীতকে

প্রশ্রয় দেওয়া হয়—তোমার বাপ-মার ইচ্ছার একটু বিরুদ্ধে কাজ করা হয়।

ভাবি-কালের জীবন-সঙ্গিনীর পিতৃভক্তিকে অনাবিল রাখ্‌বার এতাদৃশ সাধু-সঙ্কল্পে আমি মুগ্ধ হ'লাম। কিন্তু তারা এ মতানৈক্যে পেলে একটা ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের সন্ধান।

বসন্তরাণী ব'ল্লে—ক্রিসেন্‌থিমাম্ জাপানেও শীতকালে ফোটে, বসন্তের ফুল সকুরা।

এ বিবৃতি মান্‌বার কোনো অভিরুচি প্রকট ক'র্‌লে না প্রগতিরঞ্জন। শেষে বসন্তরাণী এক অকাট্য যুক্তির অবতারণা করলে—জান আমাদের মহিলা-সঙ্ঘ-প্রগতি-সমিতি বিদেশী কথার পক্ষপাতী নয়। যখন পুত্র-কন্যার নামকরণে অধিকার থাক্‌বে না পুরুষের—এটা আমাদের নিয়ম, তখন উত্তর-কালের অংশীদারের নামকরণ ক'র্‌বার প্রচেষ্টা পুরুষের পক্ষে ধৃষ্টতা। সুতরাং আমার নাম তো হবেই—চন্দ্রমল্লিকা, উপরন্তু আমি তোমার নাম বদ্‌লে দিলাম। প্রগতিরঞ্জন বড় কট্‌মটে নাম—তোমার নাম হ'বে কল্যাণকুমার।

এরিষ্টটল জৈমনি রঘুমণি কারও ন্যায়ের মধ্যে এ যুক্তিটাকে ঢোকাতে না পেরে প্রথমটা একটু কাবু হ'য়েছিলাম। ছেলেটা দেখ্‌লাম ততোধিক কাবু হয়েছে। সে বলল—বেশ! কিন্তু ভবিষ্যত শান্তির জন্যে আমাদের চুক্তিপত্রে বিষয়টার স্পষ্ট সিদ্ধান্ত থাকা চাই। পিতার অধিকার থাক্‌বে পুত্রের নাম রাখ্‌বার, আর জননীর অধিকার থাক্‌বে কন্যার নামকরণের।

চন্দ্রমল্লিকা সম্মত হ'ল। অনেক বাদানুবাদের পর আরও সর্ত্ত ঠিক্ হ'ল যথা—

(১) চন্দ্রমল্লিকা মল, নথ, চন্দ্রহার, নোলক, মাক্‌ড়ি প্রভৃতি সেকেলে গহনা প'র্‌তে পার্‌বে না; কল্যাণকুমার চোগা, চাপকান, আচকান, চাদর, ফেল্টক্যাপ বা বাঁশের বাঁটের ছাতা ব্যবহার ক'র্‌তে পার্‌বে না।

(২) প্যাঁজ, রসুন, বর্ম্মাচুরুট, থেলো হুঁকায় তামাক এবং আফিম, কোকেন, চণ্ডু, চরস ভোজন বা সেবন ক'র্‌তে পার্‌বে না বর। ক'নের পক্ষেও দোক্তা, জর্দ্দা, মাজন, গুল্ এবং এক সঙ্গে একাধিক পান নিষিদ্ধ। পান মুখের মধ্যে রেখে চিবাতে হ'বে, গালে টিপে রাখ্‌তে পার্‌বে না চন্দ্রমল্লিকা। কল্যাণ ওকালতী ক'র্‌তে যাবার সময় পান খেতে পার্‌বে না। কানে খড়্‌কে গুঁজ্‌তে পার্‌বে না বা প্রকাশ্যভাবে—হরি হরি! তারা তারা! প্রভৃতি ঈশ্বরের নামোচ্চারণ ক'র্‌তে পার্‌বে না।

(৩) উপার্জ্জন সম্বন্ধে স্থির করা হ'ল—যে যা উপার্জ্জন ক'র্‌বে তার অর্দ্ধেক সংসার তহবিলে যাবে—বাকী অর্দ্ধেকের উপর উপার্জ্জনকারীর পূর্ণ অধিকার থাক্‌বে।

(৪) উভয়ের কেহ সিনেমা, থিয়েটার, পশুশালা, জাতীয় বা বিজাতীয় শোভাযাত্রা, ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, সাঁতার প্রভৃতি ক্রীড়া অন্যের বিনা অনুমতিতে দেখ্‌তে পাবে না।

আরও অনেক বিষয়ের সর্ত্ত স্থির করা হল—যথা গায়ে নারিকেল তেল না মাখা, সকালে বুরুষ দিয়ে দাঁত মাজা, দেশী দ্রব্য ব্যবহার

করা, উচ্চহাস্য না করা ইত্যাদি—। শেষে কিন্তু গোল বাধ্‌লো বিবাহোচ্ছেদের নিয়ম সম্বন্ধে। ডাইভোর্স হ'তে পার্‌বে এবং বিবাহোচ্ছেদের পর কোনো পক্ষ আর বিবাহ কর্‌তে পার্‌বে না—এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হ'ল না। কিন্তু কি কারণে বিবাহ-বন্ধন ছিঁড়ে যাবে সে সম্বন্ধে তারা একমত হ'তে পার্‌লে না। সুতরাং সে দিনের মত সভা মুলতুবি রহিল।

৩

দশাশ্বমেধ ঘাটে মজলিস্ ব'সেছিল। ডাক্তার ভাগবত নারায়ণ নানা রকম গল্প ব'লে আমাদের মনোরঞ্জন কর্‌ছিল। একখানা বড় বজ্‌রার উপর প্রায় পনেরো কুড়িজন কুমারী মেয়ে—কলেজের ছাত্রী ব'লে মনে হ'ল—সঙ্গে দু'জন বর্ষীয়সী শিক্ষয়িত্রী। বেশ আনন্দে ভেসে যাচ্ছিল মেয়েগুলা—তাদের মৌন আনন্দের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না।

ননীবাবু বল্‌লেন—এই জিনিষটা লাগে না ভাল। মেয়েগুলা যেন ড্রিল্-করা সেপাই—ছেলে বয়েস, সংসারের জ্বালা নেই, একটু হুটোপাটী করনা বাবা।

আর একজন ভদ্রলোক বল্লেন—বাসার করে। জন-সমাজে সংযম দেখায়।

ননীবাবু বল্‌লেন—না আমি জানি ওরা কলেজ থেকে জোট বেঁধে এসেছে—এমনই শিষ্ট শান্ত, সংযত। প্রত্যেকে তিনটে থেকে পাঁচটা অবধি ছুটি পায়—নিজের নিজের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বেড়াতে পায়! তা ভিন্ন প্রত্যেক মিনিট নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকে। আমার বাড়ীর পাশে ওদের বাসা।

এবার ভাগবত কথা কহিল—মশায়, নৌকাখানিকে সহজ ভাববেন না। ম্যান্-অফ্-ওয়ার হিন্দু সমাজকে অচিরেই ওরা বোম্বার্ড ক'র্‌বে।

আমি দেখ্‌লাম, দলের মধ্যে চন্দ্রমল্লিকা—অপর একটী তরুণীর সঙ্গে গল্প ক'র্‌ছে।

এইবার তর্ক বাঁধলো। অতি-বৃদ্ধের দল নবীনদের সম্বন্ধে বড় ভীষণ সব মন্তব্য প্রকাশ ক'র্‌লে। একজন ব'ল্‌লে—ঐ দেখুন। দেশের উত্তর-কালের আশা ভরসা। চুল থেকে পা অবধি দেখুন—পুরুষ কি নারী বোঝ্‌বার উপায় নেই। এদের দ্বারা সমাজের কি উপকার হ'বে বলুন তো।

তিনি দেখিয়ে দিলেন—একটি যুবককে। একজন বল্লেন—এরা নিজেদের বলে তরুণ, সবুজ, কাঁচা—কত কি। কিন্তু আসল নাম হওয়া উচিত—এঁচোড়ে পাকা।

একজন বল্লে—কিন্তু কাঁচার দৃষ্টি স্থির বজ্‌রার প্রতি।

ভাগবত সুর ক'রে গাহিল—তোমারি চরণে আমারি পরাণে লাগিল প্রেমের—আরে কেও নণ্টু নাকি? আরে বাহবা! নণ্টু বাবু যে—আরে বাবাজী—কবে এলে? কাশীদা' এসেছেন নাকি?

যুবক বিস্মিত হ'য়ে আমাদের দিকে এলো। আমাকে দে'খ্‌বার আগেই ভাগবতকে সশ্রদ্ধ-ভাবে নমস্কার কল্লে। বলল, সে একলা এসেছে হোটেলে আছে। পিতা কাশীবাবু কলিকাতায়।

—বেশ্‌ বেশ্‌! তোমার যে বিয়ের কথা হ'চ্ছিল, কি হ'ল—পাশ করা মেয়ের সঙ্গে। কাশীদা' ব'ল্‌ছিলেন। বিজয়খুড়ো, তুমি তো চেন কাশীদা'কে—ডাক্তার কাশী মজুমদার—মহাশয় ব্যক্তি, বড় ধর্ম্মে মন। ছেলেটি উকীল হ'চ্ছে।

চার চক্ষের মিলনে—উভয়ের কি মনোভাব হ'ল ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। কাশী আমার সঙ্গে কলেজে প'ড়েছিল—তবে সে কলিকাতায় থাকে, আমি থাকি গোয়াড়িতে—দেখা সাক্ষাত পাঁচ বছরে একবার হয়। তার ছেলেকে নিয়ে আমোদ করাটা মোটেই সমীচীন হয়নি। বলে—পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার। বেচারা কন্যানিকৃমার বুড়ার দলে প'ড়ে—বিশেষ আমাকে দেখে—হ'য়ে গিয়েছিল হতভম্ব। চুক্তিপত্র লেখার ফিয়ের আশা তো গিয়েইছিল—একটা ভীষণ বদনামের ভয় আমাকে দুর্ব্বল ক'রলে।

কি করি—অভিনেতার মত বল্লাম—ওঃ কাশীদা'র ছেলে! বেশ্ বাবা! বেশ্! আমার সঙ্গে দেখা ক'রো কাল সকালে—আমি থাক্লি গণেশ মহল্লায় ৬৭ নম্বরে।

যে আজ্ঞে ব'লে, বিনয়ের সঙ্গে নমস্কার ক'রে, সে ঘোড়া ঘাটের দিকে গেল। অবশ্য বজরা গিয়েছিল সেইদিকেই।

৪

পরদিন প্রভাতে আর এক কাণ্ড হ'ল। সপরিবারে বাবার মাথায় জল দিয়ে ফিরছি—ঢুণ্ডীগণেশের কাছে দেখি সেই তরুণীদের অভিযান। স্ত্রীকে বল্লাম—দেখছ নারী-প্রগতির ঠেলা। কেমন দু'জন দু'জন ক'রে ড্রিল ক'রে আস্‌ছে।

স্ত্রী বল্লেন—বেশ্‌ তো, কেমন লক্ষ্মী মেয়ের দল দেখ তো। আমাদের মত মুখ্যু কি! সমাজের পক্ষে মঙ্গল।

সাবাস্‌ যুগ-ধর্ম্ম! মনে মনে কাশীর বাইশ হাজার শিবের কাছে প্রার্থনা ক'রে নিলাম—চন্দ্রমল্লিকা-কল্যাণের ডাইভোর্সের প্রগতি-তৃষা আমার অতীত-যৌবন সহধর্ম্মিণীর প্রাণে না জেগে-ওঠে। তাহ'লেই তো—বল্‌ মা তারা দাঁড়াই কোথা?

স্ত্রী ব'ল্‌লেন—ওমা! আমাদের বসি যে—মণি দিদির মেয়ে—বসন্ত। ও বসি! কবে এলি রে। বাঃ বেশ মজার দেখা।

দলের ভিতর থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে এসে স্ত্রীর পদধূলি গ্রহণ ক'র্‌লে। তিনি তাকে আদর করলেন। চুম্বন করলেন। বল্লেন—ওমা! দিব্বিটি হয়েছিস্‌। দেখ তো পাশ-করা মেয়ে কেমন ঠাণ্ডা! হ্যাঁলা তোর মা সেই কলকাতার ধোঁয়ার মধ্যে ব'সে, আর তুই তীর্থ-ধর্ম্ম ক'র্‌ছিস্‌।

—হ্যাঁলা!—প্রগতির যুগে! নীরব প্রতীক্ষায় রহিলাম। বারুদের পীপায় অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ পড়েছিল। ভাস্কর্য-শিল্পের কমনীয়তা সম্বন্ধে একটা মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা অনিবার্য্য।

সে কিন্তু হাসিল, বলিল—মাসীমার এক কথা।

পরক্ষণেই সে আমার দিকে চাহিল। গল্পের রাজপুত্র যেমন মুখ ফিরিয়ে পাষাণ হ'য়ে গিয়েছিল—যুবতীরও সেই অবস্থা হ'ল। খুব শীঘ্র সে সাম্‌লে নিলে, বল্লে—মাসীমা দাঁড়ান, আপনাদের বাড়ি যাব! ছুটি নিয়ে আসি।

পথে গৃহিণী বল্‌লেন—হ্যাঁগা চেনো না? মণিদিদিকে চেনো না? আমাদের এক পাড়ায় বাড়ি—এক সঙ্গে মেয়ের স্কুলে পড়েছি—কত পুতুল খেলেছি। তা জান্‌বে কোত্থেকে—কল্‌কাতায় তো যাওয়া নেই। বসন্ত বড় ভাল মেয়ে—পাশ ক'রেছে।

ভিক্টোরিয়া-যুগের মাসীমার উচ্ছ্বাসে নারী-প্রগতি-যুগের চন্দ্রমল্লিকা হাস্‌ছিল। সত্যই মেয়েটি অমায়িক। এই বসন্ত যে চন্দ্রমল্লিকা তা ভাব্‌তেই যেন মন বিষণ্ণ হ'চ্ছিল।

কিন্তু তার সে অমায়িক সরলতা বেশ-পরিবর্ত্তন ক'র্‌লে আমার বাড়ি পৌঁছে। স্ত্রীকে ব'ল্লে—মাসীমা, আপনি কাপড় ছেড়ে আসুন, আমি এই ঘরে বসি।

অগত্যা আমাকে ব'স্‌তে হ'ল তার কাছে আমার ব'সবার ঘরে। নির্ভীক-ভাবে সে আমার কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভিতর হ'তে চুক্তিপত্রের মুসাবিদা নিলে। ব্যাপারটা বোঝ্‌বার আগেই সে কাগজগুলা খণ্ড খণ্ড ক'রে ঢাকাই খদ্দরের আঁচলে বাঁধ্‌লে। শ্রীমতী নায়ডুর মত তর্জ্জনী দেখিয়ে ব'ল্লে—এর কোনো কথা মাসীমা জান্‌বেন না। কেমন?

গান্ধী-যুগের সে চিত্রের মহিমা দেখ্‌লাম। এইখানে এদের

বিশেষত্ব—এরা পুরুষের হাতের মাথা মাটি নয়—আহ্লাদী পুতুল থেকে জগদ্ধাত্রী অবধি যা কিছু গড়্‌বার মসলা নয়।

আমি হেসে বল্লাম—তবে ও পাগ্‌লামীগুলার মানে কি ?

সে মাথা হেঁট্ কর্‌লে। বল্‌লে—ওঁর সঙ্গে বিবাহের ঠিক্ করেছেন আমাদের গুরুজনেরা। উনি আমাদের পাড়ার ছেলে বাল্যকাল থেকে জানি। বিয়ের কথার পর কল্‌কাতায় আর দেখা হয়নি। ক'দিন কাশীতে দেখা হ'চ্চে—যাক্ সে পাগ্‌লামীর কথা—

গৃহিণী এসে তাকে উধাও ক'রে নিয়ে গেলেন।

পরমূহূর্ত্তেই গৃহে প্রবেশ কল্লেন ভাগবত নারায়ণ—সঙ্গে শ্রীমান্ নণ্টূ। আমি তাকে ব'স্‌তে ব'ল্‌লাম। ভাগবতকে ব'ল্লাম আমার স্ত্রীকে ডাক্‌তে—আর তার সঙ্গে যে একটি মেয়ে আছে তাকে।

যখন স্ত্রী শুন্‌লেন যে এই যুবকটী বসন্তরাণীর ভাবী স্বামী তখন তিনি বড় বিস্মিত হ'লেন।

—ওমা- কি ওলট্ পালট্ কথা গো! ওমা, কি সর্ব্বনাশ! এক সঙ্গে এরা এখানে এলো কোথেকে। আহা! দিব্যি ছেলেটি তো, তবে বাপু বসন্তর মত এমন সুন্দর না। তা না হ'ক্। বেঁচে বর্ত্তে থাক। রাজা-রাণী হ'ক্।

সে ছুটে জলখাবার আন্‌তে গেল। আমি দু'হাতে দু'জনকে ধর্‌লাম। ব'ল্লাম—দেখ তোমাদের মা বাবার মধ্যে চুক্তিপত্র হয়নি লেখা। আমার সঙ্গে তোমাদের মাসীমার সম্বন্ধের মূলেও চুক্তিপত্র নেই। আমাদের চুক্তিপত্র এইখানে।

ডান্ হাত তুলে যেমনি বুক্ দেখাতে গেলাম—বসন্তরাণী দে ছুট্।

ষোল টাকা ছ'আনা

পুষ্টিকর শীতের হাওয়া বহিতেছিল—কন্-কনে ঠাণ্ডা প্রভাত সমীর। সে মানুষকে পরিশ্রম কর্ত্তে, হাত-পা নাড়্তে উৎসাহ দেয়। কিন্তু তার সে উত্তেজক স্পর্শের অনুভূতি ছিল না যুবক গফুর মিঞার। সে চাতক-পাখীর মত চেয়ে ছিল শিয়ালদহ ষ্টেশনের ফটকের পানে, যার অন্তর হ'তে বার হ'চ্ছিল বরষার স্রোতের মত—মানুষ। পূর্ব্ব বাঙ্লার যাত্রী—অধিকাংশ লোক নিজের বাক্স-পেঁটরা, বুঁচকি-বোঁচকা নিয়ে নয় পদব্রজে, না হয় ট্রাম-গাড়িতে, কেহ বা রিক্সায়, চলে যাচ্ছিল নিজ নিজ গন্তব্য-পথে। মহাসাগর যেমন নদীকে আত্মসাৎ করে—এই ভিড়কেও তেমনি উদরস্থ করছিল মহা-নগর। গফুর এক বৎসর ট্যাক্সি চালায়। তার মধ্যে একটা ষষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয় জন্মেছিল—যে না ট্যাক্সি চড়ে, তার পক্ষে সে বাজেলোক। সে তার ছয় নম্বরের জ্ঞানেন্দ্রিয়কে সজাগ-সতর্ক রেখে সেই জন-স্রোতের মাঝে খুঁজে বার কর্ব্বার চেষ্টা করছিল—আসল লোক, অর্থাৎ যারা বাহনরূপে ট্যাক্সিকে ব্যবহার করে।

কিন্তু পাঞ্জাবী ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা বাঙ্গালীর পক্ষে অসম্ভব। বলে মৌমাছির গোঁফে অনেকগুলো শক্তি আছে। সেই রকম শক্তি আছে পাঞ্জাবী ট্যাক্সি-চালকের রুক্ষ দাড়ি-গোঁপে আর ধুচুনি প্রমাণ মলিন পাগড়ি ঢাকা লম্বা চুলে। একটা আসল লোকের উদয় হ'তে না হ'তেই সে তাকে গ্রাস করে—ট্যাক্সিওলা পুলিসের অপমানের চীৎকারে বধির, গাড়ি ভাঙবার ভয়ও তার নাই, লোক চাপা পড়ে-না-পড়ে সে তুচ্ছ বিষয়ের তোয়াক্কা সে থোড়াই রাখে। গফুর মিঞা লোভ-লোলুপ চোখে ফটকের ধাপের দিকে চায়; কিন্তু তাড়া-হুড়া ক'রে পারে না —নিজের গাড়ি সেখানে ভেড়াতে। তার গাড়ি নববধূর মত সরম-জড়িত পায়ে যেতে পারে না ভরসা ক'রে ইপ্সিতের কাছে—যদিও তার মন খোঁজে আকাঙ্ক্ষিতকে।

ফটক হ'তে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল একটি বোরকা-ঢাকা স্ত্রীলোক, সাথী তার এক ভদ্রলোক—আস্বাব পত্রের মধ্যে এক ষ্টীলট্রাঙ্ক আর ছোট বিছানা। যে গাড়ি চালায় সে দেখে না যাত্রী মোটা কি সরু, লম্বা কি বেঁটে, টিকিওয়ালা পণ্ডিত কি জরির কামদার টুপী-মাথায় পাঠান। যাত্রী—যাত্রী। গফুর মিঞা যখন বুঝলে যে, বোরকাবৃতা হ'তে পারে হাওয়া-গাড়ির যাত্রী সে গাড়ি নিয়ে হাজির করলে একেবারে হঠাৎ তার সম্মুখে। মোলায়েম স্বরে বললে—

"এই যে বড় মিঞা—ভাল ট্যাক্সি।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই হাত খুলে দিলে গাড়ির দরজা। বড়

মিঞা আর অবগুণ্ঠনবতী স-ট্রাঙ্ক স-শয্যা সুড় সুড় ক'রে গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলে।

কোথা যাব ?

ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ করে শেষে বল্লেন—

গড়ের মাঠ।

প্যাক প্যাক প্যাক। গাড়ি ছুটলো। দেখি খোদা তালার কতখানি মেহেরবানী—গফুর ভাবতে লাগলো। মাস কাবার হ'তে না হ'তে গাড়ি-ওয়ালা পাঞ্জাবীকে দিতে হবে ৩০০৲ টাকা। এমন এক বৎসর সে দিয়েছে, আরও দশ মাস কিস্তির টাকা দিতে পারলে তবে গাড়িখানা তার নিজস্ব সম্পত্তি হবে। তখন বাস্! তার সমস্ত রোজগারের মালিক হবে সে নিজে। সে দেশে জমি কিনবে, স্ত্রীকে সোনার অলঙ্কার দেবে, ছোট ভাইটীকে কলিকাতায় এনে ইসলামিয়া কলেজে লেখা-পড়া শেখাবে, তারপর—

প্যাক প্যাক প্যাক। গাড়ি ছোটে রাজপথে, মন ছোটে কল্পনা-রাজ্যে। ধর্ম্মতলার মোড়ে এসে আরোহী বল্লেন—

ওঃ! ভুল হ'য়েছে। দেখুন, একবার সিঁদুরেপটীর মসজিদটা দেখতে হবে।

বহুৎ আচ্ছা! গফুর একবার আড়-নয়নে দেখে নিলে মিটারের কাঁটা—এক টাকা ছ'আনা। আরোহীরা বড় মসজিদ দেখলে। জাকেরিয়া ষ্ট্রীটে ঢুকে পাথরের মিনার দেখলে, বড় গম্বুজ দেখলে, সারাসারি খিলান দেখলে। বোরকার জাল ভেদ ক'রে দু'টা বিস্মিত চোখ বড় তোরণের ভিতর দিয়ে নমাজের দালান দেখে নিলে।

গাড়ি চল্‌ল্ ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধে। মাঠের স্মৃতি-জাগানো শীতল বায়ু একবার চকিতের মত গফুরের দেশের মুক্ত বাতাসকে মনে পড়িয়ে দিলে। তার সঙ্গে যুবকের মনের মধ্যে গেয়ে উঠ্‌লো নদীর ধারের চকাচকী, বাগানের দোয়েল, বুলবুল আর দ্রুত-উগ্র-কণ্ঠ মাছরাঙা। কিন্তু সে নিমেষের স্বপ্ন। বাস্তব জগতে প্রকৃত সত্য মহাজনের দেনা আর মিটারের ইঙ্গিত—দু'টাকা বারো আনা।

তারা পশু-শালায় গেল। আসবাব রইল গাড়িতে। উভয় যাত্রী উৎফুল্ল, আনন্দিত, দেশ ভ্রমণের স্ফূর্ত্তিতে উচ্ছ্বসিত। কিন্তু কে দেখে তাদের সুখের চলন-ভঙ্গী কে ভাবে বোরকায় ঢাকা আছে যুবতী কি বৃদ্ধা, দাড়ি কিম্বা টিকি। গফুরের প্রাণে একটু ভয় হচ্ছিল পাছে মিঞা বলেন—দাঁড়াবার মাশুল দিবেন না। সে ফাঁড়া গেল কেটে যখন তারা ফটক পার হ'য়ে বাগানে প্রবিষ্ট হল।

যখন মিটার দেখালে—চার টাকা দশ আনা তখন তারা আবার গাড়িতে উঠলো। তাদের একটু ইতস্ততঃ ভাব দেখে গফুর বল্‌লে—টালিগঞ্জ নবাব-বাড়ি?

উঁহুঁ! তখন সে বল্‌লে,—খিদিরপুর ডক? বড় বড় বিলাতী জাহাজ যেখানে আসে।

বোরকার ভিতর একটা আন্দোলন উপলব্ধ হ'ল। ভদ্রলোক বল্‌লেন,—আচ্ছা চলুন।

তারপর খিদিরপুর ডক্, ঢাকুরের লেক্, প্রিন্সেপ ঘাট, যাদুঘর পরিভ্রমণ ক'রে বেলা বারোটার সময় গাড়ি ধর্ম্মতলার মোড়ে এল। তখন মিটারে উঠ্‌লো—চোদ্দ টাকা দশ আনা।

বড় মিঞা বল্লেন,—এবার খিদে পেয়েছে, ঘরে যাই—কড়েয়া।

গফুর বলল—জি ?

কড়েয়া

গাড়ি কড়েয়া গেল। আরোহী বল্লেন—সাত নম্বর।

জি ভুল হ'য়েছে। সাত নম্বর—

যা বল্‌ছি শুনুন্ না। সাত নম্বর চলুন।

গফুর স্বপ্নের মানুষের মত সাত নম্বরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। সে বাড়িতে সে নিজে থাকে আর তার জননী—দু'খানা কামরায়। আরও অন্য দু'ঘর গৃহস্থ বাস করে সেই বাড়িতে।

গফুর ভাব্‌লে তাদের লোক এরা। মিটারে উঠেছে ষোল টাকা ছ'আনা। কি জানি এক বাড়ির লোকের কুটুম্ব আবার বেয়াড়া অনুরোধ না করে ভাড়া কমাবার। খোদা তার ওপর ভোরের দিকে সু-প্রসন্ন ছিলেন, দুপুরে যেন তাঁর ভাবান্তর উপস্থিত। বোরকাবৃতা ঢুকে গেল পরদার ভিতর। বাহিরে রক ছিল—বড় মিঞা বসলেন সেখানে। মেওয়া ফলতে সবুর ভাল, কিন্তু পাওনা টাকা উশুল কর্ত্তে বিলম্বে অমঙ্গল হ'তে পারে। তাই একটু মোলায়েম ভাবে গফুর বল্লে,—আজ্ঞে ষোল টাকা ছ'আনা।

ও! ষোল টাকা ছ'আনা ? এই নিন্।

ভদ্র লোক দু'খানা নোট বার করলেন জেব থেকে। এবার গফুরের যেন একটু চমক ভাঙলো। কে এ ব্যক্তি! একটা পুরাতন

স্মৃতি যেন তাঁর পরিচয় নেবার জন্য ব্যস্ত ; এমন সময় ভিতর থেকে স্নেহের কণ্ঠস্বর এলো—গফুর! ও গফুর! বাপ্ জান্।

জননীর ডাক্। তার ট্যাক্সিওয়ালার মোহ কাটলো। সে এখন ছেলে—আদরের গোপাল, বৃদ্ধার নয়নের মণি।

হ্যাঁ আম্মাজান—যাই।

গফুর ভিতরে গেল। মাও হাসেন, কক্ষের ভিতর থেকে আরও কে হাসে। সে হাসি গফুরের বড় প্রেয়, বড় আকাঙ্ক্ষার হাসি! সেই হাসিকে চিরন্তন অবাধ কর্‌বার জন্যই সে সহ্য করে এত কষ্ট—করে এত পরিশ্রম। সে যে আমিনার হাসি। একবার চপলার মত তার চোখের সামনেও হাস্যময়ী লাস্যময়ী আমিনা কক্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গেল। একি বিভীষিকা। একি স্বপ্ন! আমিনা তো ছিল পিত্রালয়ে। সে এলো কোথা থেকে। অপ্রত্যাশিত শুভাগমন!

জননী বল্‌লেন,—হ্যাঁরে তুই কী পাগলা বোকা ছেলেরে! আমার আম্মাজানের নাস্তা হয় নি, আর তুই তাকে সারা দুনিয়া ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিস্।

এবার লজ্জা এসে গফুরকে অভিভূত করলে। ষোল টাকা ছ'আনা তাকে যেন ষোল ঘা চাবুক মারলে। হায়রে টাকার মোহ! যে নিজের স্ত্রীকে চিন্‌তে পারেনি।

মা বল্লেন,—যা বৌমার চাচাকে খাতির কর্। তিনি সফর থেকে এসেছেন—সেই সাদির দিন তাকে দেখেছিলি মাত্র। কিন্তু

হ্যারে তুই আমার মাকে চিন্‌তে পারলিনি, তুই কেমন তাল্‌কানা রে ?

এবার গফুর সাহস পেলে, ভাষা পেলে। বল্লে—

আম্মা জান! দোয়া করুন যেন এমনি তালকানাই থাকি। যেন গেরস্তর ঝি-বৌর দিকে না তাকাই—দিনরাত তাদের নিয়েই আমাদের কাজ। যেন তাদের প্যাসেনজারই ভাবি।

মা একহাত তার মাথায় দিলেন, এক হাতে চোখ্ মুছলেন। গর্ব্বে আমিনা স্ফীত হল কক্ষের মাঝে। কিন্তু নির্ম্মম মিটার বুকে ধরে রইল নিসানা—ষোল টাকা ছ'আনা।

বাবার কৃপা

যত রকমের বোকামী ও কেলেঙ্কারীর কাজ আছে তার মধ্যে প্রধান হ'চ্চে শেয়াল-ধরা।

শেয়াল-ধরা?

হ্যাঁ শেয়াল-ধরা। শৃগাল, জম্বুক, যামঘোষ, হুক্কাহুয়া শৃগাল। সেই শৃগাল-ধরা।

কি সর্ব্বনাশ! পাগল নাকি? লোকে শৃগালই বা ধরবে কেন? বিপদ তো হ'বেই! আরে রামচন্দ্র! তাতে উপকারটা কি?

কেন? ধরবে কেন? লোকে পরিষদ-সভার সভ্য হয় কেন? অনাহারী হাকিম হয় কেন? তাতে উপকারটা কি? লোকে কি এত উপকার খতিয়ে কাজ করে, না কাজ করবার সময় বোঝে যে হাস্যাস্পদ কাজ করছে? খেয়াল! ষোল আনা খেয়াল! মানুষ যেমন অবস্থার দাস তেমনি খেয়ালের দাস।

খেয়াল? শ্যাল ধরা! বিচিত্র খেয়াল! উদ্ভট অবস্থা!

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! গল্পটা শুনে তার পর টীকা-টিপ্পনী-গুলা—

আচ্ছা, বল! বল! মরিয়া হ'য়ে শুনব।

সে আজ আট বছরের কথা। তখন নূতন বিবাহ হ'য়েছে। পাড়াগাঁয়ে শ্বশুর বাড়ী—গল্ফ-কোট, যোধপুরী ব্রীচেস্, প্যাণ্ট, ভাল বন্দুক্ সব নিয়ে তো জামাইবাবু শুভাগমন করলেন শ্বশুর বাড়ী। খুড়তুতো, জাটতুতো, মাস্তুতো, পিসতুতো আর তার উপর পাড়াতুতো নিয়ে নয়টি যুবতী শ্যালিকা এক একবার নব-রত্ন এক একবার নব-গ্রহরূপে তো অধীনকে নিয়ে আদর অভ্যর্থনা ফষ্টিনষ্টি আরম্ভ করে দিলে। এত অন্দরমহলের আপ্যায়ন, বাহিরে দুটি শ্যালক জুটল—অশ্লেষা ও মঘা।

কে, বীরেন ধীরেন?

হ্যাঁ গো ওরাই। তখন তারা এমন সভ্য হয়নি। ব্রীজ খেল্‌তেও জানত না, বিলীয়ার্ড কি পদার্থ তা চক্ষে দেখেনি। অশ্লেষা মঘার মত তারা আমার কু-গ্রহ হ'য়ে দাঁড়াল। যেমন ঘোড়সওয়ার, হাতেরও তেমনি টিপ্, সাঁতারেও উৎসাহ তথৈবচ আর নৌকার দাঁড় টানতে সিদ্ধহস্ত। আমি ভেবেছিলাম এ সকল কাজে বাহাদুরীর মেডেলটা নব-গ্রহ আমাকে দে[illegible]। কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকে নষ্টচন্দ্র দেখার ফলটা আমাকে [illegible]-বিরক্ত করতে লাগল।

একদিন নদীর ধারে ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম ভাঙ্গনের গর্ত্তে গাঙ্-শালিকের বাচ্ছা। ধরতে হ'বে। ধীরেন সম্মত হ'ল। বীরেন সম্মত হ'ল। বীরেন উৎসাহ-দান করলে। কিন্তু ভাঙ্গনের দিকে যেতে গিয়ে বীরেন লাফিয়ে উঠে বললে—দাদা, জামাইবাবু, মজা হ'য়েছে, জ্যান্ত শেয়াল-ছানা।

মহা একটা গণ্ডগোল পড়ে গেল। আমরা তিন দিক থেকে তিনজনে তাড়া দিলাম। শেয়াল-ছানা গুলা এক সঙ্গে মিলে পরস্পরের গায়ে জড়াজড়ি ক'রে ধুলার গড়াগড়ি দিতে লাগল— আর দাঁতের শোভায় নদীর খাদকে আলোকিত করলে। একবার তিনটে পিঠে পিঠে ঠেসান দিয়ে তিনমুখো হ'ল—যেমন সারনাথে পাথরের তিনমুখো সিংহ আছে।

আমরা তিনজনে তো তাদের তিন দিক দিয়ে ঘিরে ফেললাম— কিন্তু ধরে কে? প্রথমে বন্ধুত্ব করবার জন্য গায়ে হাত দিতে গেলাম—বাপ্! কার সাধ্য? তিনটে গুটিয়ে এক হ'য়ে গেল, বাকী রহিল ছয়টি দাঁতের-পংক্তি! তখন বীরেন বললে—দাঁড়াও, বন্দুকের নল দিয়ে গায়ে সুড়সুড়ি দি।

এ মোলায়েম প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করবার পূর্ব্বেই একবার সাহসে ভর ক'রে জম্বুক-শিশুত্রয় মারলে টেনে লাফ্ নদীর দিকে। সেদিকে নদীর কূল ভেঙ্গেছে—প্রায় পাঁচ ফুট নীচে একটা থাক্। তারা সেই থাকটার উপর পড়ে উপরদিকে তাকাতে লাগ্‌লো। আমরা ঝুঁকে—হো হোঃ, হিঃ হুঃ—প্রভৃতি নানা সুরে চীৎকার করতে লাগলাম।

আওয়াজ শুনে এলো বরকন্দাজের ছেলে—ইশু আর দুর্গা-ধোবানীর নাতী ফক্কা। শ্বশুর মশায়ের জমিদারীর প্রেস্‌টিজকে নির্ভর করতে হয়, ইশুর পিতার বাহু-বল ও লাঠী-বলের উপর। আর তাদের বাবু-গিরি ও ইজ্জতের প্রধান সহায়ক দুর্গামণির ভাটি ও হাথলের একদিক ভাঙ্গা ইস্তিরি। তাদের দেখে

শ্যালক-দ্বয়ের উৎসাহ বাড়ল। ধীরেন বলল—ইশু, ফস্কা, শ্যাল-ছানা।

ইশুর কোমর বাঁধাই ছিল—ফস্কা গায়ের কাপড়টা ধাঁ-করে কোমরে জড়িয়ে নিলে। তারপর তারা নদীর কূলের দেওয়াল বহে গিরগিটির মত একেবারে যেখানে শৃগাল-শিশুরা ছিল, সেই থাক্‌টার উপর নেমে পড়ল।

সেই সব গোলমালে বাসা ছেড়ে গাঙ্‌-শালিখগুলা উড়ে চীৎকার করতে লাগ্‌লো। কিন্তু ঘোষের ল্যাজকাটা কুকুর বাঘা এসে শশব্যস্ত হ'য়ে কাটা ল্যাজের ডগাটুকু নাড়তে লাগল। ইশু আর ফস্কা দুজনে দুদিক থেকে ক্রমশঃ শৃগাল ত্রয়ের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল। এমন সময় বে-গতিক বুঝে শৃগালদের বড় ভাই মাটি বেয়ে উপরে উঠ্‌তে লাগল—মধ্যম ও কনিষ্ঠ জম্বুক জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করলে।

তখন ইশু খাঁ চীৎকার করে আমাদের কুচ্‌কাওয়াজ করাতে লাগল—এই ডান-দিকে—ডাঁ-ডাঁ—বড় দাদা বাবু—ডাঁ। বাঁ বাঁ ছোড়দা বাবু বাঁ বাঁ। জামাইবাবু হুঁসিয়ার বীচ খান দিয়ে ভগ্‌গি মারবে। ডাঁ বাঁ-ডাঁ এই! এই! হ্যা! হ্যা!

বাঘা আর স্থির থাক্‌তে পারলে না। সে প্রথমে একটু এদিক্ ওদিক্ দৌড়ে মুখ নীচু করে শেষে একটি হাঁক্ দিলে—ঘেউ! দ্বিতীয় ডাক্—ঘে-উ-উ। তৃতীয় ডাক্ "ঘে" শেষ না হ'তে হ'তেই অভিমন্যু-এর একটা শালিখের বাসায় ঢুকে পড়ল।

অমনি শালিখ শিশুর কাতর-নিনাদ আর তাদের জনক

জননীর আর্ত্তনাদ। শেষে দুই অপরিণত শ্যালিখের বাসা ত্যাগ ও ফস্কা-কর্ত্তৃক গেরেফ্‌তার।

দুনিয়াতে এ কার্য্য নিত্য ঘটে। চুরি করে রাম, শাস্তি পায় শ্যাম। শালিখ পাখি ইশুর মাথায় একটা ঠোক্কর মারলে। সে বললে—আরে যা! তার তখন দৃষ্টি ছিল গুহা-মুখে—অরাতি তার ভিতর। কিরূপে বন্দী হ'বে তারা বরকন্দাজ-তনয় সে বিষয়ে একাগ্রমন। ফস্কা ইতিমধ্যে কাপড়ের খুঁটে থলি ক'রে পাখির ছানা দু'টাকে নিরাপদে রাখলে। মাঝে মাঝে তারা এক একবার ছটাপাটি করতে লাগলো—কিন্তু সকলের তখন চিন্তার কেন্দ্র—সেই শিয়াল-ছানা।

প্রথমে ছিলাম আমরা বাঘাকে নিয়ে ছয়জন, কিন্তু বাঘার হাঁকডাকে তার মনিব পুত্র বিট্‌লে এসে হাজির হয়েছিল। তাতে বাঘার উৎসাহ বেড়ে গেল। তখন নানা পরামর্শ হ'য়ে ঠিক হল যে, বিট্‌লে ছুটে গাঁয়ে গিয়ে তিন গাছা দড়ি, একটা পেতে কিম্বা ধুচুনী আর এক গাছা সজনের ডাল আন্‌বে। আমি বললাম—পার তো একটা খাঁচা এনো।

তথাস্তু। বিট্‌লের পিতা কিনু ঘোষ ফন্দীপুরের একাধারে হোয়াইট্‌ওয়ে লেড্‌ল ও কুক্ কোম্পানী। ফকীরী দল টাট্টু হ'তে আরম্ভ করে বরের টোপর, কাস্তে বঁটী প্রভৃতি সকল পদার্থ সে সরবরাহ করে। মেদিনীপুর কোম্পানীর সঙ্গে মোকদ্দমা বাঁধলে সে আমার শ্বশুর মশায়কে মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করে দেয়, দারোগার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে, আর অপর পক্ষের মোক্তারের

শ্যালক-দ্বয়ের উৎসাহ বাড়ল। ধীরেন বলল—ইশু, ফক্কা, শ্যাল-ছানা।

ইশুর কোমর বাঁধাই ছিল—ফক্কা গায়ের কাপড়টা ধাঁ-করে কোমরে জড়িয়ে নিলে। তারপর তারা নদীর কূলের দেওয়াল বহে গিরগিটির মত একেবারে যেখানে শৃগাল-শিশুরা ছিল, সেই থাক্‌টার উপর নেমে পড়ল।

সেই সব গোলমালে বাসা ছেড়ে গাঙ্-শালিখগুলা উড়ে চীৎকার করতে লাগ্‌লো। কিন্তু ঘোষের ল্যাজকাটা কুকুর বাঘা এসে শশব্যস্ত হ'য়ে কাটা ল্যাজের ডগাটুকু নাড়তে লাগল। ইশু আর ফক্কা দুজনে দুদিক থেকে ক্রমশঃ শৃগাল ত্রয়ের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল। এমন সময় বে-গতিক বুঝে শৃগালদের বড় ভাই মাটি বেয়ে উপরে উঠ্‌তে লাগল—মধ্যম ও কনিষ্ঠ জম্বুক জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করলে।

তখন ইশু খাঁ চীৎকার করে আমাদের কুচ্‌কাওয়াজ করাতে লাগল—এই ডান-দিকে—ডাঁ-ডাঁ—বড় দাদা বাবু—ডাঁ। বাঁ বাঁ ছোড়দা বাবু বাঁ বাঁ। জামাইবাবু হুঁসিয়ার বীচ খান দিয়ে ভাগ্‌গি মারবে। ডাঁ বাঁ-ডাঁ এই! এই! হ্যা! হ্যা!

বাঘা আর স্থির থাক্‌তে পারলে না। সে প্রথমে একটু এদিক্ ওদিক্ দৌড়ে মুখ নীচু করে শেষে একটি হাঁক্ দিলে—ঘেউ! দ্বিতীয় ডাক্—ঘে-উ-উ। তৃতীয় ডাক্ "ঘে" শেষ না হ'তে হ'তেই অভিমন্যু-এর একটা শালিখের বাসায় ঢুকে পড়ল।

অমনি শালিখ শিশুর কাতর-নিনাদ আর তাদের জনক

জননীর আর্ত্তনাদ। শেষে দুই অপরিণত শালিখের বাসা ত্যাগ ও ফস্কা-কর্ত্তৃক গেরেফ্তার।

দুনিয়াতে এ কার্য্য নিত্য ঘটে। চুরি করে রাম, শাস্তি পায় শ্যাম। শালিখ পাখি ইশুর মাথায় একটা ঠোক্কর মারলে। সে বললে—আরে যা! তার তখন দৃষ্টি ছিল গুহা-মুখে—অরাতি তার ভিতর। কিরূপে বন্দী হ'বে তারা বরকন্দাজ-তনয় সে বিষয়ে একাগ্রমন। ফস্কা ইতিমধ্যে কাপড়ের খুঁটে থলি ক'রে পাখির ছানা দু'টাকে নিরাপদে রাখলে। মাঝে মাঝে তারা এক একবার হুটাপাটি করতে লাগলো—কিন্তু সকলের তখন চিন্তার কেন্দ্র—সেই শিয়াল-ছানা।

প্রথমে ছিলাম আমরা বাঘাকে নিয়ে ছয়জন, কিন্তু বাঘার হাঁকডাকে তার মনিব পুত্র বিট্লে এসে হাজির হয়েছিল। তাতে বাঘার উৎসাহ বেড়ে গেল। তখন নানা পরামর্শ হ'য়ে ঠিক হল যে, বিট্লে ছুটে গাঁয়ে গিয়ে তিন গাছা দড়ি, একটা পেতে কিম্বা ধুচুনী আর এক গাছা সজনের ডাল আন্‌বে। আমি বললাম—পার তো একটা খাঁচা এনো।

তথাস্তু। বিট্লের পিতা কিনু ঘোষ ফন্দীপুরের একাধারে হোয়াইট্ওয়ে লেড্‌ল ও কুক্ কোম্পানী। ফকীরী দল টাট্টু হ'তে আরম্ভ করে বরের টোপর, কাস্তে বঁটী প্রভৃতি সকল পদার্থ সে সরবরাহ করে। মেদিনীপুর কোম্পানীর সঙ্গে মোকদ্দমা বাঁধলে সে আমার শ্বশুর মশায়কে মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করে দেয়, দারোগার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে, আর অপর পক্ষের মোক্তারের

মুহুরীকে "সেটেল" ক'রে আর্জিদাবার কাঁচা নকল সংগ্রহ করে আনে।

আমাদের রণ-ক্লান্ত ও মৌন দেখে—মধ্যম শৃগাল একবার গুহা হ'তে মুখ বার করলে। কিন্তু শ্যেন-চক্ষু ইশু অমনি এমন একটা হৈঃ দিলে যে সে আবার গহ্বরজাত হ'ল। তখন ইশু বললে—না ও হ'বে না। জামাইবাবু টোপ্‌টা দিন গর্ত্তর মুখটা বন্ধ করে রাখি।

টোপ্ অর্থে আমার সেলে কেনা তিন টাকা পনেরো আনার সোলার হ্যাট। আমি রুমালখানা দিয়ে বললাম—এইটে দিয়ে মুখ্‌টা টিপে ধর।

আমরা বিজয় গর্ব্বে গ্রামে প্রবেশ করছিলাম। প্রথমে পিঞ্জরাবদ্ধ দুই শালিখ নিয়ে বিট্‌লে, তারপর আমার ও নিরেনের দুটো বন্দুক দু' কাঁধে নিয়ে ধীরেন, তারপর তিন গাছা নারিকেল দড়িতে বাঁধা তিনটে শিয়াল-ছানা টানতে টানতে আমি। শেয়ালদের একদিকে সজনেডাল অস্ত্রে ভূষিত হয়ে অপরদিকে স-পত্র মাদার ডাল হস্তে ফস্কা। পিছনে স-বন্দুক ধীরেন তার পিছনে বাঘা।

কিন্তু কাজটা আমারই শক্ত হয়ে দাঁড়াল। তিনটে শিয়াল ছানাকে কিছুতেই এক লাইনে রাখতে পারলাম না। তাই তারা ঠাঁই ঠাঁই হয়ে তিনটে তিনদিকে ছোট্‌বার বিশেষ আগ্রহ দেখাতে লাগ্‌ল—মাঝে মাঝে শুয়ে পড়ে, আমার সর্ব্বনাশ হয় যখন একটা এসে আমার পায়ের উপর পড়বার চেষ্টা করে। মোটামুটি সারা পথটা তাদের হিঁচড়ে টেনে [illegible] সজনে ও মাদার ডাল বিধিমতে তাদের পৌঁছে [illegible]।

যতক্ষণ মাঠে ছিলাম—এক রকম [illegible] হ'ল। কিন্তু গ্রামে প্রবেশ করে বিপ[illegible] দেখসে—কেহ ডাক্‌লে নণ্টু, ভারি মজা—[illegible] বললে - ওরে বাবা তিনটে শেয়ালমুখো কুকুর [illegible]। [illegible] ছেলে জড় হ'ল—কুকুরের অভাব নাই—আম গাছে কোকিল ও

দাঁড়কাক। সকলে অভিরুচি ক্রমে চীৎকার করতে লাগল। তখন পাড়ার বর্ষীয়সী নারীরা নিজ নিজ ভিটার সদরে উপস্থিত

হলেন। যারা শঙ্কিতা তারা ডাকতে লাগল—ও লৎফে কামড়াবে রে। কেহ বললে—মেধো আজ শ্যাল-ডেকে মরবে। দুইটা

ছোকরা তর্ক জুড়ে দিলে—এগুলো শেয়াল মুখো কুকুর না কুকুর-মুখো শিয়াল। কারণ তারা প্রায় কুকুরছানার মত শব্দ করছিল।

গ্রামের যুবতীরা হাসলে কবাটের অন্তরাল থেকে। আমি দেখেছি পল্লীগ্রামে শ্রেণী কতক লোক আছে [illegible] [illegible] নীরিক্ষণ ক'রে দেখে—তাদের প্রসঙ্গে সবাই আমোদ পায়। যাত্রার দলের রাজা, নারদ আর হনুমান এবং নূতন জামাই সেই শ্রেণীভুক্ত। বাবুদের বাড়ির পাশ-করা জামাই কল্-কাতা থেকে এসে তিন্‌টে শেয়ালের বাচ্ছা ধরে হেঁচ্‌ড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—এতেও যদি যুবতীদের মুখে হাসি না বার হয় তো হাসির দেবতা তাদের হাসাবেন কবে? আমার কিন্তু কেমন গা ছম্ ছম্ করছিল—সত্যিই তো ব্যাপারটা তেমন উচ্চ দরজার নয়।

বর্দ্ধমান জনতা ক্রমে শ্বশুরবাড়ীর প্রাঙ্গণে এসে জমলো। বড় হৈ চৈ। চাকরেরা মুখ টিপে হাসতে লাগল। ছাদের ঘুলঘুলি দিয়ে নব-রত্নের আঠারোটি চক্ষুরত্ন সেই শোভাযাত্রা দেখ্‌তে লাগল। ইশু তার পিতা দেদার মিঞাকে দেখে কোমরের কাপড় খুলে গায়ে দিলে—সজনে ডালটা যে কোথায় বেমালুম সরিয়ে ফেল্লে বুঝ্‌তে পারলাম না। তার ঘূর্ণায়মান লাঠি দেখে কুকুরগুলা বাড়ির বাহিরে হিম-সাগর-পুকুর-পাড়ের কলমে আমগাছের-তলায় আশ্রয় নিলে। ঘুন্‌সি-কোমর নগ্ন বালকগুলা পলাল। ক্ষণকালের জন্য সোরগোলটা থামল।

চক্রবর্ত্তী মশায়ের পরামর্শে জম্বুক-শিশুদের মোটা ক্রোটন

গাছের ডালে বেঁধে আমরা তিনজনে স্নান করতে গেলাম। বীরেন বল্‌লে—জামাইবাবু ওদের সার্কাস শেখাতে হবে।

বীরেন বললে—দূর, ওদের পোষ মানিয়ে শিকার শেখাতে হবে। ওদের সাহায্যে ঐ রকম করে বাঘের বাচ্চা ধরে আন্‌তে হ'বে।

৩

কিন্তু সকল সুখ ভেসে গেল যখন নবগ্রহ এ বিষম [illegible] করতে বসল আমায় ঘিরে।

মানু বললে—আমি জানি কলকাতার লোকে পেঁয়াজ খায়।

সানু বললে—যদিও জামাইবাবু পেয়ার সোপের [illegible] করেছেন, আর এক শিশি সেণ্ট মেখেছেন, তবু গায়ে একটা পেঁয়াজ পেঁয়াজ গন্ধ বেরুচ্ছে।

বেলি বললে—মাগো! ঠিক্ বলেছিস ভাই বড্ড গন্ধ।

চাঁপা আমার দিদিশাশুড়ীর কোশাকুশি থেকে একটু গঙ্গাজল আমার মাথায় ছড়িয়ে দিয়ে বললে—শান্তি শান্তি।

কল্মীলতা, মাধবী, ঝিল্লী, আলেয়া আরও কড়া কড়া টিটকারী কাট্‌লে। ঠাকুর ভাত দিয়ে গেল—লোকটা মহা বে-আদব, মুখ টিপে একটু হেসে গেল। নবগ্রহ চাপা হাসিতে সংযম ও কাল্‌চার দেখাবার চেষ্টা করছিল।

যেমন ভাতের পীড়ামীড্ ভেঙ্গেছি—ভাতের ভিতরথেকে একটা কাঁচের শ্যাল বেরিয়ে পড়্‌ল। তখন নবগ্রহের মহা আনন্দ। ষড়যন্ত্র-কারিণীরা আগে থেকে বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিল। তারা কেহ শাঁক, কেহ ঘণ্টা, কেহ কাঁসর, কেহ ভাঙ্গা কুলো বাজাতে আরম্ভ করে দিলে। সেই শব্দের প্রতিশব্দ ক'রে আবার বাহিরে কুকুরের দল এবং ছেলের দল গোলযোগ উপস্থিত করলে। কি কেলেঙ্কারী!

গগন পবন ধ্বনিত হ'ল; আর তারপর যা হ'ল সে আর বলবার কথা নয়—আমার দুই শালা ধীরেন আর বীরেন তাদের সেই রঙ্গময়ী ভগ্নীদের সঙ্গে যোগদান করে নাচতে আরম্ভ করে দিলে।

আমি বলিলাম—শালা তোরা নাচছিস্ কেন? তোরাই তো এই কাণ্ড বাধিয়েছিলি।

এতে সবার আরও আনন্দ হ'ল। আবার হাসি শাঁক ঘণ্টা বাহিরে চীৎকার ইত্যাদি।

আমি বললাম—বাঃ বেশ রাজজোটক মিল্ হ'য়েছে—নব গ্রহের সঙ্গে অশ্লেষা আর মঘা।

কলমী লতার স্বামী প্রফেসার। সে নিয়মমত অর্চ্চনা পড়ে। সে বলল—আর আপনি যে বাহিরে তেরস্পর্শ বেঁধে রেখে এসেছেন।

আবার শাঁখ ঘণ্টা ইত্যাদি।

ভোজনের পর তিনজনে বাহিরে এলাম। দে[illegible]ম ছেলের দল পুষ্ট হয়েছে, সারমেয়ের দলও বেড়েছে। ধীরেন চুপি চুপি বললে—জামাইবাবু, গতিক বড় মন্দ, শেয়াল ছানা গুলাকে বুঝি ছাড়তে হয়।

বীরেন বললে—বিট্‌লের দোষেই ব্যাপারটা এমন সঙ্গীন হ'ল।

অনুসন্ধানে বুঝলাম ব্যাপারটা প্রকৃতই সঙ্গীন যেহেতু বিট্‌লে তাড়াতাড়ি রজ্জুর সন্ধান করতে না পেরে শ্মশান ঘাট থেকে মড়ার [illegible] ভেঙ্গে দড়ি যোগাড় করে এনেছে। পাড়ার নগুর মা [illegible]থে আমার দিদি শাশুড়ীকে বলে দিয়েছে। বাড়ীর মধ্যে মহা

হুলুস্থুল পড়ে গেছে। তার ওপর বাড়ীর গোঁসাই নাকি নিকুঞ্জ, সংস্কৃত শ্লোক আওড়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন, যে, বাড়ীতে কাক, শকুনি, আর শৃগাল পালন করলে সাত দিনের মধ্যে খাঁটি অমঙ্গল এসে বাস্তুভিটাকে দখল করবে। তার ছ ঘণ্টা কম সাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র বাকী।

দুই ভায়ে পরামর্শ হল। আমি নিস্তব্ধ। শেষে ভেলু মেথরের ওপর ভার দেওয়া হল—দড়ি কেটে শকুনের ছানাকে সে মুক্তি দেবে। স্নান করে মড়ার দড়ি স্পর্শ করাটা আমাদের পক্ষে ভাল হ'বে না।

ভেলু বেচারা যেই দড়ি কাটলে—একটা বাচ্ছা প্রবেশ করলে নালের ভিতর, দ্বিতীয়টা ঢুকে গেল খোদ গৃহকর্ত্তার রোদে দেওয়া জ্যাকবুটের ভিতর এবং তৃতীয়টা আশ্রয় নিলে ভেলুর একটা কানা ভাঙ্গা কলসীর ভিতর। ওঃ! তারপর যা চীৎকার হৈ চৈ ধুম ধড়াক্কা পড়ে গেল—সে অভাবনীয় কাণ্ড।

৪

রাত্রে দাম্পত্য-কলহ। যাক্ শেষ রাত্রে সেটা নিষ্পত্তি হয়ে গেল। কিন্তু সকালে আমরা তিনজনে যখন ঘোড়ায় চড়বার জন্য দাঁড়িয়ে আছি, রাখাল খানসামা বল্‌লে—দিদিমনিরা আপনাকে ডাকছে।

আমি অস্বীকার করলাম। তখন ছাদের উপর হতে বড় শালী ডাকলেন। গ্যালান্টিবির খাতিরে যেতে হ'ল।

নবগ্রহ ঘিরে ছিল অবগুণ্ঠনবতী একটি স্ত্রীলোককে। কি ব্যাপার?

কলমীলতা বললে—এঁর ভাসুর-পোর শূল বেদনা হ'য়েছে। ইনি নিশ্চিন্তপুরে মহাদেবের কাছে হত্যা দিয়েছিলেন। বাবার হুকুম হ'য়েছে—আলেয়া বল না।

আলেয়া বললে—মোট কথা আপনি যদি এই মুড়কীর মোয়াটা অর্দ্ধেক খেয়ে দেন—বাকী অর্দ্ধেক খেলে ওঁর ভাসুর-পো শূল বেদনা থেকে রক্ষা পান্।

শূল বেদনা! মুড়কীর মোয়া! বাবার আদেশ!

মান্তু বললে—আহা দাওই না।

সান্তু বললে—পরের যদি উপকার হয়।

বেলী বললে—বাবার আদেশ।

মাধবী বললে—স্বপ্নে যখন দেখেছেন।

তাদের চাঁদ মুখগুলা দেখলাম। পরিহাস বলে বোধ হল না। ঘোর ষড়যন্ত্র। অবগুণ্ঠনবতী বল্লেন—এটুকু দয়া না করলে—

আমি বললাম—দেখুন নিশ্চিন্তপুরের বাবা আমায় চেনেন না। বিশেষ শূল বেদনায় মুড়কীর মোয়া—একেবারে বিষ।

সমস্বরে নয়খানি দোয়েল-কণ্ঠ হ'তে শব্দ উঠ্‌ল—ছিঃ!

অবগুণ্ঠনবতী বললে—বাবা! বাবা সকলকে চেনেন। আমি স্পষ্ট দেখলেম—বাবা যেন আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বল্লেন—যে লোক তিনটে শেয়াল ধরবে তার আধ খাওয়া মুড়কীর মোয়া খেলে—

আমি যুবতীদের দিকে চেয়ে বললাম—বুঝেছি।

আবার সমস্বরে তারা বললে—ছিঃ!

অবগুণ্ঠনবতী বল্‌লে—আমি অনেক জায়গায় শেয়াল-ধরা বেদের সন্ধান করেছি বাবা, কিন্তু দেশে এ সময় বেদের দল একটি নাই। শুনলেম আপনি তিনটে শেয়াল ছানা—

হা অদৃষ্ট! শেয়াল-মারা বেদে! ষড়যন্ত্র! না, দমা হবে না। বললাম—হ্যাঁ বুঝেছি, বেমালুম সাফ্‌ বুঝেছি দাও। অর্দ্ধভুক্ত মুড়কীর মোয়া নিয়ে তো স্ত্রীলোক চলে গেল।

আমি জবাকুসুম সঙ্কাশং ইত্যাদি নব গ্রহের স্তব আওড়াতে আওড়াতে অশ্বশালে গেলাম।

শেষকালে অদৃষ্টটার আরও ভোগ ছিল।

পরদিন প্রভাতে একটি যুবক এসে উপস্থিত। কে বাপু!